মসজিদে নববীর খুতবার সিরিজ 1

কিতাবুত তাওহীদ

মসজিদে নববীর খুতবা থেকে সংকলিত

প্রণয়ন

ড. আব্দুল মুহসিন বিন মুহাম্মাদ আল কাসেম
মসজিদে নববী শরীফের ইমাম ও খতীব

مترجم بالبنغالية

কিতাবুত তাওহীদঃ

মসজিদে নববীর খুতবা থেকে সংকলিত

প্রণয়ন

ড. আব্দুল মুহসিন বিন মুহাম্মাদ আল কাসেম

মসজিদে নববী শরীফের ইমাম ও খতীব

কিতাবুত তাওহীদঃ

মসজিদে নববীর
খুতবাসমূহ হতে নির্বাচিত

বইটি ডাউনলোড করতে বারকোডটি স্ক্যান করুন:

a-alqasim.com

কিতাবুত তাওহীদঃ

মসজিদে নববীর খুতবা থেকে সংকলিত

:প্রণয়ন

ড. আব্দুল মুহসিন বিন মুহাম্মাদ আল কাসেম

মসজিদে নববী শরীফের ইমাম ও খতীব

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

ভূমিকা

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য, যিনি সৃষ্টিকুলের রব। সালাত ও সালাম বর্ষণ হোক আমাদের নবী মুহাম্মাদ এবং তার পরিবারবর্গ ও সকল সাহাবীর উপর।

অতঃপর:

বান্দার উপর প্রথম আবশ্যক বিষয় হল 'তাওহীদ' তথা আল্লাহর একত্বে বিশ্বাস করা। এ কারণেই আল্লাহ তায়ালা জিন ও মানব জাতিকে সৃষ্টি করেছেন। এটা দিয়েই তিনি তাঁর রাসূলগণকে প্রেরণ করেছেন ও কিতাব নাযিল করেছেন। এর অনুসারীর প্রতিদান জান্নাত নির্ধারণ করেছেন এবং এটার মহাগুরুত্বের কারণে সৃষ্টিকে এদিকেই বেশি আহবান করা হয়েছে।

এই মূলনীতিটির গুরুত্ব বিবেচনায় মসজিদে নববীতে এ প্রসঙ্গে কয়েকটি খুতবা প্রদান করেছি। অতঃপর সেগুলোকে এ কিতাবে সন্নিবেশিত করেছি এবং নাম দিয়েছি: ((**কিতাবুত তাওহীদঃ মসজিদে নববীর খুতবাসমূহ হতে নির্বাচিত।**)), এ খুতবাগুলোর সংখ্যা মোট চৌদ্দ (১৪) টি।

আল্লাহর কাছে কামনা করছি, তিনি যেন এর দ্বারা উপকৃত করেন এবং তাঁর সন্তুষ্টির জন্য কবুল করেন।

আল্লাহ তায়ালা আমাদের নবী মুহাম্মাদ এর উপর সালাত ও সালাম বর্ষণ করুন এবং তার পরিবারবর্গ ও সকল সাহাবীর উপরও।

ড. আব্দুল মুহসিন বিন মুহাম্মাদ আল কাসেম
মসজিদে নববী শরীফের ইমাম ও খতীব

তাওহীদের গুরুত্ব[১]

إن الحمد لله، نحمده، ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا.

অতঃপর:

আল্লাহর বান্দাগণ! আপনারা যথাযথভাবে আল্লাহর তাকওয়া অবলম্বন করুন; কেননা তাকওয়ার মাধ্যমেই দৃষ্টি ও অন্তরসমূহ আলোকিত হয় এবং পাপ ও গোনাহ মোচন করা হয়।

হে মুসলিমগণ!

আল্লাহ তায়ালা আমাদেরকে এমন একটি দ্বীন-ধর্ম বা জীবন ব্যবস্থা প্রদান করে অনুগ্রহ করেছেন যা সুদৃঢ় ফিতরাত ও সুস্থ বিবেকের অনুকূল, সকল কাল ও স্থানের জন্য উপযুক্ত, জ্ঞান ও ইবাদতের সমন্বয়ক এবং কথা, কাজ ও বিশ্বাসের মিলকারী। আল্লাহ তায়ালা এ দ্বীন ব্যতীত অন্য কোন দ্বীন সৃষ্টির নিকট থেকে গ্রহণ করবেন না। তিনি বলেছেন:

﴿ وَمَن يَبۡتَغِ غَيۡرَ ٱلۡإِسۡلَٰمِ دِينٗا فَلَن يُقۡبَلَ مِنۡهُ وَهُوَ فِي ٱلۡأٓخِرَةِ مِنَ ٱلۡخَٰسِرِينَ ﴾

অর্থ: [আর কেউ ইসলাম ব্যতীত অন্য কোন দ্বীন গ্রহণ করতে চাইলে তা কখনো তার পক্ষ থেকে কবুল করা হবে না এবং সে হবে আখেরাতে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত।] সূরা আলে-ইমরান: ৮৫।

এ দ্বীনের এমন একটি কালেমা রয়েছে যা কেউ মনে প্রাণে বিশ্বাস করে পাঠ করলে এবং আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে তদ্বানুযায়ী আমল করলে, বিনা হিসাবে ও আযাবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। তা হল: "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ"/ অর্থ: আল্লাহ ছাড়া সত্য কোন উপাস্য নেই। এটা সবচেয়ে পবিত্র বাণী, সর্বোত্তম আমল এবং ঈমানের সর্বোচ্চ শাখা। যে ব্যক্তি প্রকৃত অর্থে এর

(১) ২৪ শে যিলহজ্জ, ১৪২২ হিজরী, জুমার দিনে মসজিদে নববীতে এ খুতবাটি প্রদান করা হয়।

স্বীকৃতি দেয়, সে-ই দ্বীনের উচ্চ স্তরে আরোহণ করে। শুধু মৌখিক স্বীকৃতিই ইসলামে প্রবেশ করা বা ইসলামের উপর থাকার জন্য যথেষ্ট নয়; বরং সেই সাথে একজন মুসলিমের জন্য এর মর্ম জেনে তার দাবী অনুযায়ী শির্ক পরিত্যাগ করে ও আল্লাহর একত্ব সাব্যস্ত করে আমল করা আবশ্যক; এর সাথে সম্পৃক্ত বিষয় ও দাবীগুলোর বিশুদ্ধতায় আত্মবিশ্বাস রেখে।

প্রকৃত মুসলিম ব্যক্তি তার ঈমানে ও আক্বীদায় সত্যবাদী হয়; সে হুকুম, আদেশ, শরয়ী বিধান ও তাকদীরের বিষয়ে আল্লাহর প্রতি আত্মসমর্পণকারী হয়। সে তার যাবতীয় অভাব অনটন আল্লাহর নিকটেই ব্যক্ত করে এবং কেবলমাত্র তাঁর কাছেই বিপদমুক্তি কামনা করে। মহান আল্লাহ বলেন:

﴿ وَإِن يَمۡسَسۡكَ ٱللَّهُ بِضُرّٖ فَلَا كَاشِفَ لَهُۥٓ إِلَّا هُوَۖ وَإِن يَمۡسَسۡكَ بِخَيۡرٖ فَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيۡءٖ قَدِيرٞ ﴾

অর্থ: [আর যদি আল্লাহ আপনাকে কোন দুর্দশা দ্বারা স্পর্শ করেন, তবে তিনি ছাড়া তা মোচনকারী আর কেউ নেই। আর যদি তিনি আপনাকে কোন কল্যাণ দ্বারা স্পর্শ করেন, তবে তিনি তো সবকিছুর উপর ক্ষমতাবান।] সূরা আল-আন'আম: ১৭।

একমাত্র তাঁর কাছে দোয়া করা একটি গুরুত্বপূর্ণ শ্রেষ্ঠ ইবাদত; রাসূল সাঃ বলেছেন: ((**আল্লাহর কাছে দোয়ার চেয়ে অধিক সম্মানজনক আর কিছু নেই।**)) (মুসনাদে আহমাদ) ইবনে আব্বাস রাঃ বলেন: ((শ্রেষ্ঠ ইবাদত হল: দোয়া।))।

যখন আপনার উপর কোন দুর্ঘটনা ও বিপদ নেমে আসে এবং আপনার সামনের সকল পথ রুদ্ধ হয়ে আসে; তখন মহামহিম আল্লাহকে ডাকুন। কেননা যে তাঁর কাছে চায়, তিনি তাকে দেন। আর যে তাঁর কাছে আশ্রয় নেয়, তিনি তাকে সুরক্ষা দেন। রাসূল সাঃ ইবনে আব্বাস রাঃ-কে বলেছেন: ((**তুমি কিছু চাইলে আল্লাহর কাছেই চাইবে, আর যদি কোন সাহায্য কামনা কর তবে আল্লাহর কাছেই সাহায্য কামনা করবে। জেনে রাখ, সমস্ত মানুষ একত্রিত হয়ে যদি তোমার কোন উপকার করতে চায়, তারা কেবল ততটুকুই উপকার সাধন করতে পারবে যতটুকু তোমার জন্য আল্লাহ লিপিবদ্ধ করে রেখেছেন। আর যদি তারা তোমার কোন ক্ষতি করতে ঐক্যবদ্ধ হয়, তারা কেবল ততটুকুই**

ক্ষতি করতে পারবে যতটুকু তোমার উপর আল্লাহ লিপিবদ্ধ করে রেখেছেন।)) (সুনানে তিরমিযি)

যত তুচ্ছ বিষয়ই হোক না কেন- তা আপনার রবের কাছে চাইতে লজ্জাবোধ করবেন না। নবী সাঃ বলেছেন: ((**তোমরা আল্লাহর কাছে সবকিছু চাও, এমনকি জুতার ফিতা পর্যন্ত; কেননা যদি আল্লাহ সেটাকে সহজলভ্য না করেন তাহলে তা সহজসাধ্য হবে না।**)) (মুসনাদে আবু ইয়া'লা) পক্ষান্তরে কোন মৃত বা অনুপস্থিত ব্যক্তি অন্যের উপকার সাধন তো দূরের কথা, নিজেরই কোন উপকার বা ক্ষতি করার ক্ষমতা রাখে না। বরং মৃত ব্যক্তি অন্যের দোয়ার মুখাপেক্ষী; যেমন নবী সাঃ আমাদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন যে, যখন আমরা মুসলিমদের করব যিয়ারত করব তখন তাদের জন্য যেন রহমত কামনা করি ও দোয়া করি। তাদের কাছে যেন সাহায্য কামনা করা না হয়।

আমাদের মহান প্রতিপালক শ্রবণ করা ও দর্শন করার গুণে গুণান্বিত; কাজেই এটা তাঁর প্রভুত্বের উপর অপবাদ ও তাঁর ইবাদতের ক্ষেত্রে বড় ত্রুটি যে, কোন কিছু চাওয়া ও দোয়ার ক্ষেত্রে আপনি আপনার ও তাঁর মাঝে কাউকে মাধ্যম গ্রহণ করবেন। অথচ তিনিই বলেছেন:

﴿ٱدۡعُونِيٓ أَسۡتَجِبۡ لَكُمۡ﴾

অর্থ: [তোমরা আমাকে ডাক, আমি তোমাদের ডাকে সাড়া দিব।] সূরা আল-মু'মিন: ৬০। ইখলাছের বাণী তথা তাওহীদের পরিপন্থী অন্যতম বিষয় হল আল্লাহ ছাড়া অন্যের জন্য কুরবানী করা। আল্লাহ তায়ালা বলেছেন:

﴿قُلۡ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحۡيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ ٱلۡعَٰلَمِينَ ۞
لَا شَرِيكَ لَهُۥۖ وَبِذَٰلِكَ أُمِرۡتُ وَأَنَا۠ أَوَّلُ ٱلۡمُسۡلِمِينَ﴾

অর্থ: [বলুন, আমার সালাত, আমার কুরবানী, আমার জীবন ও আমার মরণ সৃষ্টিকুলের রব আল্লাহরই জন্য। তাঁর কোন শরীক নেই। আর আমাকে এরই নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে এবং আমি মুসলিমদের মধ্যে প্রথম।] সূরা আল-আন'আম: ১৬২-১৬৩।

প্রাচীন ঘরে (বায়তুল্লাহ) তওয়াফ করা ঘরের মালিকের প্রতি বিনয় প্রকাশ ও অবনত হওয়ামূলক একটি ইবাদত। তাই আল্লাহ বলেছেন,

﴿ وَلْيَطَّوَّفُوا۟ بِٱلْبَيْتِ ٱلْعَتِيقِ ﴾

অর্থ: [আর তারা যেন তাওয়াফ করে প্রাচীন ঘরের।] সূরা আল-হাজ্জ: ২৯। গায়রুল্লাহর জন্য তাওয়াফ- যেমন কোন সমাধি বা কবরের চারপাশে তাওয়াফ করা জান্নাত থেকে বঞ্চিত হওয়াকে আবশ্যক করে দেয়।

প্রয়োজনের সময় সত্যনিষ্ঠভাবে আল্লাহর নামে শপথ করা সৃষ্টিকুলের রবকে সম্মান করার শামিল। আর তিনি ব্যতীত অন্যের নামে শপথ করা মহান সৃষ্টিকর্তাকে অবজ্ঞাকরণের শামিল । তাই নবী সাঃ বলেছেন: ((**যে ব্যক্তি আল্লাহ ছাড়া অন্যের নামে শপথ করল, সে কুফরী বা শির্ক করল।**)) (সুনানে তিরমিযি।)

যে ব্যক্তি বদনযর থেকে বাঁচতে অথবা কল্যাণ লাভের আশায় পাথর-কড়ি জাতীয় (তাবিজ ইত্যাদি) কিছু গ্রহণ করবে, তার বিরুদ্ধে রাসূল সাঃ বদদোয়া করেছেন, আল্লাহ যেন তার আশা পূরণ না করেন এবং তার নিয়তের বিপরীত সমস্যা দ্বারা আক্রান্ত করেন। এ মর্মে রাসূল সাঃ বলেছেন: ((**যে ব্যক্তি তাবিজ ঝুলালো; আল্লাহ তার আশা পূরণ না করুন।**)) (মুসনাদে আহমাদ) যারা তাবিজ ঝুলিয়েছিল তাদের কাছ থেকে রাসূল সাঃ বায়আত গ্রহণ করেননি । এ মর্মে উকবা বিন আমের জুহানী রাঃ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: ((রাসূল সাঃ-এর নিকট একদল লোক উপস্থিত হল। অতঃপর তিনি তাদের নয় জনকে বায়আত করালেন এবং একজনকে বায়আত করালেন না। তারা বলল: হে আল্লাহর রাসূল! নয় জনকে বায়আত করালেন আর একজনকে ছেড়ে দিলেন? তখন তিনি বললেন: **তার সাথে একটি তাবিজ রয়েছে;** তখন লোকটি হাত ভিতরে ঢুকিয়ে তাবিজটি ছিঁড়ে ফেলল। অতঃপর রাসূল সাঃ তাকেও বায়আত করালেন এবং বললেন: **যে ব্যক্তি তাবিজ ব্যবহার করবে সে শির্ক করবে।**)) (মুসনাদে আহমাদ)

অতএব দুঃখ-দুর্দশা ও দুশ্চিন্তার সময় আপনি একমাত্র মহাবিচারককের কাছে আশ্রয় গ্রহণ করুন; তিনি কতই না উত্তম সাড়া প্রদানকারী। যার হৃদয় আল্লাহর সাথে সম্পৃক্ত, যে নিজের প্রয়োজনসমূহ তাঁর কাছেই ব্যক্ত করে, তাঁর কাছে আশ্রয় নেয় এবং সকল কিছু তাঁর উপর ন্যস্ত করে; তিনি তার সকল

প্রয়োজনে যথেষ্ট হয়ে যান এবং তার জন্য কঠিন বিষয়গুলোকে সহজ করে দেন। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি অন্যের দ্বারস্ত হয় অথবা নিজের জ্ঞান, বিবেক ও তাবিজ-কবজের দিকে ঝুঁকে পড়ে এবং কেবলমাত্র নিজের প্রচেষ্টা ও শক্তির উপর নির্ভর করে, তখন আল্লাহ তাকে এসবের দিকেই ন্যস্ত করে দেন এবং তাকে অপদস্ত করেন। 'তাইসিরুল আযিযিল হামীদ' নামক তাফসীর গ্রন্থে লেখক বলেন: ((দলিল ও অভিজ্ঞতার আলোকে এটা একটি সুপরিচিত বিষয়।))

দ্বীন ইসলাম ধ্বংসের অন্যতম হাতিয়ার হল: যাদুকরের স্মরণাপন্ন হওয়া এবং গণক ও জ্যোতিষীর কাছে নানা বিষয় জিজ্ঞেস করা। আল্লাহ তায়ালা বলেছেন:

﴿ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّىٰ يَقُولَآ إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ ﴾

অর্থ: [তারা উভয়েই এই কথা না বলে কাউকে শিক্ষা দিত না যে, আমরা নিছক একটি পরীক্ষা; কাজেই তোমরা কুফুরী করো না।] সূরা আল-বাকারাহ: ১০২। হাদিসে এসেছে: ((**যে ব্যক্তি কোন গণক বা জ্যোতিষীর নিকট আসবে এবং তার কথা বিশ্বাস করবে, সে মুহাম্মাদ সাঃ-এর উপর যা অবতীর্ণ হয়েছে -কুরআন- তাকে অস্বীকার করবে।**)) (মুসনাদে আহমাদ)

যে ব্যক্তি যাদুকরের কাছে অন্যের বিরুদ্ধে চক্রান্ত করার আহবান করবে, এমন চক্রান্তের কুফল তার উপরেই ফিরে আসবে। আল্লাহ তায়ালা বলেন:

﴿ وَلَا يَحِيقُ ٱلْمَكْرُ ٱلسَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِۦ ﴾

অর্থ: [আর কুট ষড়যন্ত্র তার উদ্যোক্তাদেরকেই পরিবেষ্টন করবে।] সূরা ফাতির: ৪৩।

অবিচারকে অবিচার দ্বারা প্রতিহত করা যাবে না, যাদুর অমানিশাকে কুরআনের জ্যোতী দিয়ে বিদূরিত করতে হবে, অনুরূপ যাদু দিয়ে নয়। আল্লাহ বলেন:

﴿ وَنُنَزِّلُ مِنَ ٱلْقُرْءَانِ مَا هُوَ شِفَآءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ ٱلظَّٰلِمِينَ إِلَّا خَسَارًا ﴾

অর্থ: [আর আমি কুরআনে এমন কিছু নাযিল করেছি, যা মুমিনদের জন্য আরোগ্য ও রহমত।] সূরা বনী-ইসরাঈল: ৮২।

কাজেই হে মুসলিম ব্যক্তি! আপনি আপনার আক্বীদাকে সংরক্ষণ করুন, এটাই আপনার শ্রেষ্ঠ বস্তু এবং শক্তিশালী পাথেয়। পক্ষান্তরে শিরক ফেতরাতের তথা দ্বীনের জ্যোতীকে নিভিয়ে দেয় এবং এটি দুর্ভাগ্য ও শত্রুদের প্রাধান্য লাভের কারণ।

أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ

﴿فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ ۖ إِنَّكَ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ * وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَّكَ وَلِقَوْمِكَ ۖ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ﴾

অর্থ: [কাজেই আপনার প্রতি যা ওহী করা হয়েছে তা দৃঢ়ভাবে অবলম্বন করুন। নিশ্চয় আপনি সরল পথে রয়েছেন। আর নিশ্চয় এ কুরআন আপনার ও আপনার সম্প্রদায়ের জন্য যিক্‌র; এবং অচিরেই তোমরা জিজ্ঞাসিত হবে।] সূরা আয-যুমার: ৪৩-৪৪।

بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم...

দ্বিতীয় খুতবা

الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد ألا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا.

অতঃপর, হে মুসলিমগণ!

শাহাদাতাইনের পর ইসলামের দ্বিতীয় রূকন হল সালাত। এ সম্পর্কেই কেয়ামতের দিন বান্দার কাছে সর্বপ্রথম হিসেব চাওয়া হবে। কাজেই মুসলিমদের সাথে জামাতবদ্ধভাবে তা আদায়ে গাফলতী করবেন না। রাব্বুল আলামীনের আনুগত্যের উপর অলসতাকে প্রাধান্য দিবেন না। যথাযথভাবে সালাত আদায়কারীদের জন্য অসংখ্য-অগণিত যে সকল উপহার আল্লাহ তায়ালা প্রস্তুত রেখেছেন তা থেকে উদাসীন থাকবেন না। রবের সাথে বান্দার সম্পর্ক অনুপাতে তার জন্য কল্যাণ উন্মোচিত হয়। আর আপনি পাপ ও অন্যায় থেকে বিরত থাকুন, কেননা এগুলো আপনার জন্য সৎকাজ পালনকে কঠিন ও ভারি করে ফেলবে।

দা'ওয়া ইলাল্লাহ তথা আল্লাহর পথে আহবান করলে আল্লাহর দ্বীনকে শক্তিশালী করা হয় এবং নবী-রাসূলদের পদাঙ্ক অনুসরণ করা হয়। দা'ওয়া ইলাল্লাহ হচ্ছে সবচেয়ে উত্তম ও সম্মানজনক কথা। রোগ শনাক্ত করুন ও উপযুক্ত ঔষধ প্রয়োগ করুন, জনগণের অবস্থা ও প্রয়োজন অনুভব করুন। তাদের দুশ্চিন্তগুলো নিজের কাঁধে চাপিয়ে নিন, নিজের দুশ্চিতা মানুষের কাঁধে চাপাবেন না।

বেশি বেশি তওবা ও ইস্তিগফার করুন, কেননা শুরুতে ত্রুটি-বিচ্যুতি থাকলেও সমাপ্তিটা যদি সুন্দর হয় তাহলেই সেটাই কাম্য। সৎআমল কবুলের আলামত হল: নেক কাজের পর আবার নেক কাজ করা। কাতাদাহ রহঃ বলেন: ((এ কুরআন তোমাদেরকে তোমাদের রোগ ও চিকিৎসা উভয়েরই দিকনির্দেশনা দেয়। তোমাদের রোগ হল গোনাহসমূহ, আর চিকিৎসা হল ইস্তিগফার করা।)) এটা জান্নাতে প্রবেশের একটি মাধ্যম, অধিক শক্তি ও উত্তম

পাথেয় অর্জন এবং বিপদাপদ দূর করণের মাধ্যম। আবুল মিনহাল রহঃ বলেছেন: ((কোন ব্যক্তি তার কবরে ইস্তিগফারের চেয়ে অধিক প্রিয় কোন প্রতিবেশী লাভ করতে পারে না।))

অতঃপর জেনে রাখুন যে, আল্লাহ তায়ালা আপনাদেরকে তাঁর নবীর উপর সালাত ও সালাম পাঠ করতে নির্দেশ দিয়েছেন।...

সমাপ্ত

তাওহীদকে আঁকড়ে ধরা[১]

الحمد لله المتفرد بالكمال والبقاء، والعزِ والكبرياء، والموصوف بأحسن الصفات والأسماء، والمنزَّه عن الأشباه والنظراء، أحمده سبحانه على ما أسدى وأولى.

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، عالم السرِ والنجوى.

وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، المبعوث بالمحجة البيضاء والشريعة الغرَّاء، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الأتقياء، صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم البعث والجزاء.

অতঃপর:

আল্লাহর বান্দাগণ! আপনারা যথাযথভাবে আল্লাহর তাকওয়া অবলম্বন করুন এবং সেদিনের জন্য আমল করুন, যেদিন সকল গোপনীয় বিষয় উন্মুক্ত করা হবে এবং অন্তরে লুকায়িত সকল সুপ্ত বিষয় প্রকাশিত হবে।

হে মুসলিমগণ!

সমস্ত মানুষ সত্যের উপর একই উম্মতভুক্ত ছিল; আল্লাহ প্রদত্ত ইসলামী ফিতরাত এবং তাদের প্রতি তিনি যে হেদায়াত ও সুস্পষ্ট নিদর্শনের অঙ্গিকার করেছেন তার ভিত্তিতে। অতঃপর দীর্ঘ সময় অতিবাহিত হওয়ার পর তাদের মাঝে একনিষ্ঠ দ্বীনের নিদর্শনসমূহ নিশ্চিহ্ন হতে থাকে এবং তাদের মাঝে নানাবিধ দোষ-ত্রুটি দেখা দেয় যা তাদের আক্বীদাকে কলুষিত করে এর স্বচ্ছতা ও খাঁটিত্বকে কদর্যময় করে ফেলে। ফলে তারা শিরকে লিপ্ত হয় এবং বিভিন্ন ইবাদত আল্লাহ ব্যতীত অন্যের জন্য পালন করতে থাকে। ফলশ্রুতিতে তাদের মধ্যে ঐক্যে ফাটল ধরে এবং মতবিরোধ শুরু হয়। অতঃপর আল্লাহ তায়ালা তাদের মাঝে সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে নবীগণকে প্রেরণ করেন, যাতে রাসূলগণ আসার পর আল্লাহর বিরুদ্ধে মানুষের কোন অভিযোগ না থাকে। আমাদের নবী মুহাম্মাদ সাঃ-কে আল্লাহ তায়ালা এমন এক জাতির নিকট প্রেরণ করেছেন যারা জাহেলী যুগের অজ্ঞতা ও ভ্রষ্টতার ঘোর অমানিশায় বসবাস করত, যাদের দ্বীনের ভিত্তিই ছিল শিরক। আর তাদের রব ও প্রভু ছিল

(১) ২৪ শে যিলকদ, ১৪১৯ হিজরী, জুমার দিনে মসজিদে নববীতে এ খুতবাটি প্রদান করা হয়।

মূর্তিসমূহ। এমতবস্থায় তিনি তাদেরকে এমন এক একনিষ্ঠ দ্বীনের দিকে আহ্বান করলেন, যার প্রমাণাদি সুপ্রতিষ্ঠিত এবং সুস্পষ্ট নিদর্শনাবলী ও অকাট্য দলীল দ্বারা সুসাব্যস্ত।

আল্লাহর বান্দাগণ! আক্বীদার বিষয়ে মুমিনদেরকে সম্বোধন করা হয়, যেন তারা ঈমানের সাথে তাদের ঈমানকে আরো বৃদ্ধি করে নেয় । যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেছেন:

﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ ءَامِنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ وَٱلۡكِتَٰبِ ٱلَّذِي نَزَّلَ عَلَىٰ رَسُولِهِۦ وَٱلۡكِتَٰبِ ٱلَّذِيٓ أَنزَلَ مِن قَبۡلُ﴾

অর্থ: [হে মুমিনগণ! তোমরা ঈমান আন আল্লাহর প্রতি, তাঁর রাসূলের প্রতি এবং সে কিতাবের প্রতি যা আল্লাহ তাঁর রাসূলের উপর নাযিল করেছেন। আর সে গ্রন্থের প্রতিও যা তার পূর্বে তিনি নাযিল করেছেন।] সূরা আন-নিসা: ১৩৬। তারা যেন তাদের দ্বীন বাস্তবায়নে নিশ্চিন্ত হয় ও ভুল-ত্রুটি থেকে সতর্ক থাকে; বরং আল্লাহ তায়ালা তাঁর নবী ও রাসূলদেরকেও শিরক বর্জন করতে এবং মুশরিকদের থেকে মুক্ত থাকতে আহ্বান করেছেন, যদিও তারা কখনো এরূপ করবে না তবুও, এ মর্মে মহান আল্লাহ বলেন:

﴿وَإِذۡ بَوَّأۡنَا لِإِبۡرَٰهِيمَ مَكَانَ ٱلۡبَيۡتِ أَن لَّا تُشۡرِكۡ بِي شَيۡـٔٗا وَطَهِّرۡ بَيۡتِيَ لِلطَّآئِفِينَ وَٱلۡقَآئِمِينَ وَٱلرُّكَّعِ ٱلسُّجُودِ﴾

অর্থ: [আর স্মরণ করুন, যখন আমি ইবরাহীমের জন্য নির্ধারণ করে দিয়েছিলাম ঘরের স্থান, তখন বলেছিলাম, 'আমার সাথে কোন কিছু শরীক করবে না এবং আমার ঘরকে তাওয়াফকারী, সালাতে দন্ডায়মান এবং রুকু ও সিজদাকারীদের জন্য পবিত্র রাখবে।'] সূরা আল-হাজ্জ: ২৬। অনুরূপভাবে আল্লাহ তায়ালা তাঁর সৃষ্টির খাঁটি বান্দা মুহাম্মাদ সাঃ-কে উদ্দেশ্য করে বলেছেন:

﴿ وَٱدۡعُ إِلَىٰ رَبِّكَۖ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلۡمُشۡرِكِينَ ﴾

অর্থ: [আপনি আপনার রবের দিকে ডাকুন এবং কিছুতেই মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত হবেন না।] সূরা আল-কাসাস: ৮৭। তাঁকে উদ্দেশ্য করে তিনি আরো

বলেছেন:

﴿ فَلَا تَدۡعُ مَعَ ٱللَّهِ إِلَٰهًا ءَاخَرَ فَتَكُونَ مِنَ ٱلۡمُعَذَّبِينَ ﴾

অর্থ: [অতএব আপনি অন্য কোন ইলাহকে আল্লাহর সাথে ডাকবেন না। ডাকলে আপনি শাস্তিপ্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত হবেন।] সূরা আশ-শুয়ারা: ২১৩।

এ বিষয়ে পথভ্রষ্টদেরকেও সম্বোধন করা হয়েছে, যেন তারা হেদায়াতের পথে চলতে পারে। এ মর্মে মহান আল্লাহ বলেন:

﴿قُلۡ يَٰٓأَهۡلَ ٱلۡكِتَٰبِ تَعَالَوۡاْ إِلَىٰ كَلِمَةٖ سَوَآءِۭ بَيۡنَنَا وَبَيۡنَكُمۡ
أَلَّا نَعۡبُدَ إِلَّا ٱللَّهَ وَلَا نُشۡرِكَ بِهِۦ شَيۡـٔٗا وَلَا يَتَّخِذَ بَعۡضُنَا بَعۡضًا أَرۡبَابٗا مِّن دُونِ ٱللَّهِۚ
فَإِن تَوَلَّوۡاْ فَقُولُواْ ٱشۡهَدُواْ بِأَنَّا مُسۡلِمُونَ﴾

অর্থ: [আপনি বলুন, হে আহলে কিতাবগণ! এস সে কথায়, যা আমাদের ও তোমাদের মধ্যে একই; যেন আমরা একমাত্র আল্লাহ ছাড়া কারো ইবাদত না করি, তাঁর সাথে কোন কিছুকে শরীক না করি এবং আমাদের কেউ আল্লাহ ছাড়া একে অন্যকে রব হিসেবে গ্রহণ না করি। তারপর যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয় তাহলে তোমরা বল, তোমরা সাক্ষী থাক যে, নিশ্চয় আমরা মুসলিম] সূরা আলে-ইমরান: ৬৪।

কাজেই হে মুসলিমগণ! এতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই; কেননা ইবাদতের ক্ষেত্রে আল্লাহকে একক সাব্যস্ত করাই তো দ্বীনের ভিত্তি ও অপরিহার্য বিষয়। এর উপর ভিত্তি করেই কেবলা নির্ধারণ করা হয়েছে এবং ইসলাম ধর্মকে প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে। এমনকি আল্লাহর কিতাবে এ বিষয়েই সর্বপ্রথম নির্দেশ এসেছে এবং তাঁর সাথে শিরক না করার নির্দেশও কুরআনের প্রথম নিষেধাজ্ঞা। আল্লাহ তায়ালা বলেন:

﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱعۡبُدُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّذِي خَلَقَكُمۡ وَٱلَّذِينَ مِن قَبۡلِكُمۡ لَعَلَّكُمۡ تَتَّقُونَ ۞
ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلۡأَرۡضَ فِرَٰشٗا وَٱلسَّمَآءَ بِنَآءٗ وَأَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءٗ
فَأَخۡرَجَ بِهِۦ مِنَ ٱلثَّمَرَٰتِ رِزۡقٗا لَّكُمۡۖ فَلَا تَجۡعَلُواْ لِلَّهِ أَندَادٗا وَأَنتُمۡ تَعۡلَمُونَ ﴾

অর্থ: [হে মানুষ! তোমরা তোমাদের সেই রবের ইবাদত কর যিনি তোমাদেরকে এবং তোমাদের পূর্ববর্তীদেরকে সৃষ্টি করেছেন, যাতে তোমরা

তাকওয়ার অধিকারী হও। যিনি জমিনকে তোমাদের জন্য বিছানা ও আসমানকে করেছেন ছাদ এবং আকাশ হতে পানি অবতীর্ণ করে তা দ্বারা তোমাদের জীবিকার জন্য ফলমূল উৎপাদন করেছেন। কাজেই তোমরা জেনেশুনে কাউকে আল্লাহর সমকক্ষ দাঁড় করিও না তথা শিরক করো না।] সূরা আল-বাকারাহ: ২১-২২।

আল্লাহর একত্ববাদের প্রকাশ্য ঘোষণা ছাড়া আল্লাহর দ্বীনের মাঝে প্রবেশ করা বিশুদ্ধ হয় না। একজন মুসলিমের দুনিয়া ত্যাগের সময় শেষ বাণীও এটি । নবী সাঃ বলেছেন: ((**তোমরা মুমূর্ষ ব্যক্তিকে "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' এর তালকীন দাও**)) (সহীহ মুসলিম) এর বিপরীত কর্মে (শিরকে) লিপ্ত হওয়া স্বীয় সন্তানকে হত্যার চেয়েও মারাত্মক । ইবনে মাসঊদ রাঃ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: ((আমি রাসূল সাঃ-কে বললাম, কোন গোনাহ আল্লাহর কাছে সবচেয়ে মারাত্মক? তিনি বললেন: **আল্লাহর সমকক্ষ দাঁড় করানো, অথচ তিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন।** আমি বললাম: তারপর কোনটি? তিনি বললেন: **তোমার সন্তানকে এই ভয়ে হত্যা করা যে, সে তোমার সাথে আহার করবে।**)) (বুখারী ও মুসলিম) এ কারণে কুরআনে শিরককে দৃঢ়তার সাথে নিষেধ করা হয়েছে এবং তাওহীদের প্রতি বারবার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। আল্লাহ তায়ালা তা-ই বারবার ব্যক্ত করেছেন এবং এজন্য বিভিন্ন রকমের উপমাও পেশ করেছেন।

রাসূলগণের প্রথম দাওয়াতই ছিল একমাত্র আল্লাহর ইবাদতের প্রতি নির্দেশ প্রদান। ইবরাহীম খলীল আঃ স্বীয় পিতাকে এদিকেই আহবান করে দাওয়াত আরম্ভ করে বলেন: [হে আমার পিতা! আপনি তার ইবাদত করেন কেন যে শুনে না, দেখে না এবং আপনার কোন কাজেই আসে না?] সূরা মারইয়াম: ৪২। বিভিন্ন ফরয বিধান আসার আগেই আমাদের নবী মুহাম্মাদ সাঃ মানুষদেরকে দশ বছর ধরে তাওহীদের দিকে আহ্বান করেছেন, এটার অতি গুরুত্বের কারণে।

নবী সাঃ দায়ীদেরকে নির্দেশনা দিয়েছেন যেন তাদের দাওয়াতের প্রথম বিষয়ই হয় তাওহীদ। নবী সাঃ যখন মুয়াজ রাঃ-কে ইয়ামানে প্রেরণ করেন তখন তাকে বলেন: ((**তুমি আহলে কিতাবের কাছে যাচ্ছ; কাজেই তাদেরকে এ কথার দিকে দাওয়াত দিবে, তারা যেন সাক্ষ্য দিয়ে বলে: আল্লাহ ছাড়া**

প্রকৃত কোন ইলাহ নেই এবং মুহাম্মাদ আল্লাহর রাসূল।)) (বুখারী ও মুসলিম)

একত্ববাদীদের ইমাম ইবরাহীম আঃ তার রবের কাছে এই বলে দোয়া করেছিলেন:

﴿ وَٱجۡنُبۡنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعۡبُدَ ٱلۡأَصۡنَامَ ﴾

অর্থ: [আমাকে ও আমার পুত্রদেরকে মূর্তি পূজা হতে দূরে রাখুন।] সূরা ইবরাহীম: ৩৫। ইবরাহীম তাইমী রহঃ বলেন: ((ইবরাহীম আঃ-এর পর আর কে এমন আছে যে শিরকের কঠিন মসিবত থেকে নিরাপদ থাকতে পারে?!))

নবীগণ তাদের সন্তানদেরকে মৃত্যু অবধি বিশুদ্ধ দ্বীন ও নির্ভেজাল আক্বীদার উপর সুদৃঢ় থাকতে উপদেশ দিয়ে গিয়েছেন। যেমন এ মর্মে এসেছে:

﴿ وَوَصَّىٰ بِهَآ إِبۡرَٰهِـۧمُ بَنِيهِ وَيَعۡقُوبُ يَٰبَنِيَّ إِنَّ ٱللَّهَ ٱصۡطَفَىٰ لَكُمُ ٱلدِّينَ

فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسۡلِمُونَ ﴾

অর্থ: [আর ইবরাহীম ও ইয়াকুব তাদের পুত্রদেরকে এরই নির্দেশ দিয়ে বলেছিলেন, 'হে আমার পুত্রগণ! আল্লাহই তোমাদের জন্য এ দ্বীনকে মনোনীত করেছেন। কাজেই আত্মসমর্পণকারী (মুসলিম) না হয়ে তোমরা মৃত্যু করো না।] সূরা আল-বাকারাহ: ১৩২।

এ বিষয়ে নবীগণ মৃত্যু শয্যাতেও তাদের সন্তানদেরকে জিজ্ঞেস করতেন। যেমন:

﴿ أَمۡ كُنتُمۡ شُهَدَآءَ إِذۡ حَضَرَ يَعۡقُوبَ ٱلۡمَوۡتُ إِذۡ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعۡبُدُونَ مِنۢ بَعۡدِي

قَالُواْ نَعۡبُدُ إِلَٰهَكَ وَإِلَٰهَ ءَابَآئِكَ إِبۡرَٰهِـۧمَ وَإِسۡمَٰعِيلَ وَإِسۡحَٰقَ إِلَٰهٗا وَٰحِدٗا وَنَحۡنُ لَهُۥ مُسۡلِمُونَ ﴾

অর্থ: [ইয়াকুবের যখন মুত্যু এসেছিল তোমরা কি তখন উপস্থিত ছিলে? তিনি যখন সন্তানদের বলেছিলেন, 'আমার পরে তোমরা কার ইবাদত করবে?' তারা বলেছিল, 'আমরা আপনার ইলাহ ও আপনার পিতৃ পুরুষ ইবরাহীম, ইসমাঈল ও ইসহাকের ইলাহ- সেই এক ইলাহরই ইবাদত করবো। আর আমরা তাঁর কাছেই আত্মসমর্পণকারী।] সূরা আল-বাকারাহ: ১৩৩।

হে মুসলিমগণ!

হেদায়াত একটি শ্রেষ্ঠ কাঙ্খিত বিষয় এবং সম্মানজনক প্রাপ্তি। আর সঠিক

আক্বীদাই কঠিন বিপদ মুহূর্তের নিরাপদ আশ্রয়স্থল। আল্লাহ তায়ালা বলেন:

﴿ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَلَمۡ يَلۡبِسُوٓاْ إِيمَٰنَهُم بِظُلۡمٍ أُوْلَٰٓئِكَ لَهُمُ ٱلۡأَمۡنُ وَهُم مُّهۡتَدُونَ﴾

অর্থ: [যারা ঈমান এনেছে এবং তাদের ঈমানকে যুলুম (শিরক) দ্বারা কলুষিত করেনি, নিরাপত্তা তাদেরই জন্য এবং তারাই হেদায়াতপ্রাপ্ত।] সূরা আল-আন'আম: ৮২।

বিভিন্ন ফেতনা, পরীক্ষার সয়লাব ও বিপদাপদের সময় আল্লাহর কাছে আশ্রয় গ্রহণই একমাত্র উপায়। মহান আল্লাহ বলেন:

﴿وَذَا ٱلنُّونِ إِذ ذَّهَبَ مُغَٰضِبٗا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقۡدِرَ عَلَيۡهِ فَنَادَىٰ فِي ٱلظُّلُمَٰتِ أَن لَّآ إِلَٰهَ إِلَّآ أَنتَ سُبۡحَٰنَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ ٱلظَّٰلِمِينَ ۞ فَٱسۡتَجَبۡنَا لَهُۥ وَنَجَّيۡنَٰهُ مِنَ ٱلۡغَمِّۚ وَكَذَٰلِكَ نُنجِي ٱلۡمُؤۡمِنِينَ﴾

অর্থ: [আর স্মরণ করুন যুন-নূনকে (ইউনুস (আ.), যখন তিনি ক্রোধ ভরে চলে গিয়েছিলেন এবং মনে করেছিলেন যে, আমি তাকে পাকড়াও করব না। তারপর তিনি (মাছের পেটের ভিতরে) অন্ধকারে এ দুয়া করেছিলেন যে, আপনি ব্যতীত কোন সত্য ইলাহ নেই; আপনি কতই না পবিত্র ও মহান, নিশ্চয় আমি যালেমদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেছি। তখন আমি তার ডাকে সাড়া দিয়েছিলাম এবং তাকে দুশ্চিন্তা হতে উদ্ধার করেছিলাম। আর এভাবেই আমরা মুমিনদেরকে উদ্ধার করে থাকি।] সূরা আল-আম্বিয়া: ৮৭-৮৮।

খাঁটি আক্বীদা নিয়তকে পরিশুদ্ধ রাখে, প্রবৃত্তিকে লাগাম পরায়, আমলে বরকত এনে দেয় এবং চিরস্মরণীয় বানায়। আবু বকর রাঃ-এর জীবন চরিতের তুলনায় আবু জাহেলের অবস্থান কোথায়? আর আবু লাহাবের বংশমর্যাদার তুলনায় বেলালের অবস্থান কোথায়?! দ্বীনের ক্ষতি স্বর্ণের বিনিময়ে হলেও গ্রহণযোগ্য নয়। আল্লাহ বলেন: [নিশ্চয় যারা কুফরী করেছে এবং কাফেররূপে মৃত্যু ঘটেছে তাদের কারো কাছ থেকে জমিনভরা সোনা বিনিময়স্বরূপ প্রদান করলেও তা কখনো কবুল করা হবে না।] সূরা আলে-ইমরান: ৯১।

হে মুসলিমগণ!

তাওহীদ প্রতিষ্ঠার জন্যই আল্লাহর প্রাচীন ঘর (বায়তুল্লাহ) নির্মাণ করা

হয়েছে; সেখানে হজ্জ পালনের জন্য প্রজন্মের পর প্রজন্ম আগমণ করছে এবং তার আঙ্গিনায় পৌঁছতে মুসলিমগণ প্রতিযোগিতা করছে। এর সংস্পর্শে রয়েছে ঈমানের ছোয়া, নিরাপত্তা ও প্রশান্তি। আল্লাহ বলেন:

﴿ وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَٰهِيمَ مَكَانَ ٱلْبَيْتِ أَن لَّا تُشْرِكْ بِى شَيْـًٔا ﴾

অর্থ: [আর স্মরণ করুন যখন আমি ইবরাহীমের জন্য নির্ধারণ করে দিয়েছিলাম ঘরের স্থান, তখন তাকে বলেছিলাম আমার সাথে কোন কিছু শরীক করবে না।] সূরা আল-হাজ্জ: ২৬। হজ্জের নিদর্শনেও আল্লাহর সাথে শরীক স্থাপনের নিষেধাজ্ঞা বিদ্যমান রয়েছে: (লাব্বাইকা লা শারীকা লাকা)। আরাফার ময়দানের শ্রেষ্ঠ দোয়া হল: তাওহীদের আওয়াজকে সুমন্নত করা। নবী সাঃ বলেছেন: ((**সর্বোত্তম দোয়া হল আরাফার দিনের দোয়া। আমি ও আমার আগের নবীগণ যা বলেছিলেন তার মধ্যে সর্বোত্তম কথা হল: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ/ আল্লাহ ছাড়া সত্য কোন মাবুদ নেই। তিনি এক,তাঁর কোন অংশীদার নেই, সার্বভৌমত্ব ও সকল প্রশংসা তাঁরই এবং তিনিই সমস্ত কিছুর উপর সর্বশক্তিমান।**)) (সুনানে তিরমিযি।)

আসমানী সকল রেসালাতের মূখ্য বিষয় ও মিল্লাতের ভিত্তি হল একনিষ্ঠ তাওহীদ। এটা এমন চরম বস্তব বিষয় যার উপর আমাদের ঈর্ষা করা ও তাকে সবধরণের পঙ্কিলতা হতে হেফাযত করা উচিত। আল্লাহ তায়ালা বলেন:

﴿ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِى كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولًا أَنِ ٱعْبُدُوا۟ ٱللَّهَ وَٱجْتَنِبُوا۟ ٱلطَّٰغُوتَ ﴾

অর্থ: [আর অবশ্যই আমি প্রত্যেক জাতির মধ্যে রাসূল পাঠিয়েছিলাম এ নির্দেশ দিয়ে যে, তোমরা আল্লাহর ইবাদত কর এবং তাগুতকে বর্জন কর।] সূরা আন-নাহল: ৩৬।

আল্লাহর বান্দাগণ!

তাওহীদের বাণী ও একনিষ্ঠ মিল্লাতের উপরই মুস্তফা সাঃ তার দাওয়াতকে প্রতিষ্ঠিত করে গেছেন। আর এটাকে ইবরাহীম আঃ চিরন্তন বাণীরূপে রেখে গিয়েছেন। "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' এর চেয়ে অধিক প্রশংসাবাণী আর কেউ

উচ্চারণ করতে পারে না। এ অনুযায়ী আমলই জান্নাতের মুল্য। যদি তা আসমান ও জমিনের সাথে ওযন হয় তাহলে এটার পাল্লা-ই ভারি হবে। ইবনে উয়াইনা রহঃ বলেন: ((বান্দাদেরকে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' সম্পর্কে জ্ঞান দানের চেয়ে আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে অধিক উত্তম আর কোন নেয়ামত দেননি।))

পাশাপাশি শুধু এ কালেমার মৌখিক উচ্চারণই কাউকে উপকার দেবে না। তবে যদি এর মর্মে বিদ্যমান স্বীকৃতিমূলক ও প্রত্যাখানযোগ্য বিষয় কেউ জানে এবং এর শর্তগুলো পূর্ণ করতে পারে সে সফলকাম হবে । এর শর্তগুলো হল: এর অর্থ জানা ও মনে প্রাণে বিশ্বাস করা, ইখলাছ থাকা, আমল করার মাধ্যমে এটাকে সত্য জানা, মহব্বত করা, আনুগত্য প্রকাশ করা এবং এর অর্থ ও দাবি কবুল করে নেয়া ও আল্লাহ ব্যতীত যার ইবাদত করা হয় তাকে অস্বীকার করা।

হে মুসলিমগণ!

তাওহীদ ও শির্ক একে অপরের বিপরীত। উভয়টি একত্র হতে পারে না- রাত ও দিনের ন্যায়। যখনই শির্ক আবির্ভূত হয় তখনই ঈমান প্রস্থান করে।

আপনার রব আপনাকে সম্মানিত করেছেন এবং আপনার অন্তর ও চেহারাকে অন্যের কাছে অবনমিত করা হতে আপনাকে রক্ষা করেছেন। তিনিই তো আপনাকে তাঁর অভিমুখে অগ্রসর হতে আহ্বান করেছেন। কাজেই আপনার হৃদয়কে একমাত্র তাঁর দিকেই ফিরান, জমিনের দিকে নজর দিবেন না এবং আসমান ও জমিনের রব ব্যতীত অন্য কাউকে ডাকবেন না। যে ব্যক্তি মৃতকে ডাকে ও কবরে ক্ষয়প্রাপ্ত জীর্ণ হাঁড় হাড্ডির স্মরণাপন্ন হয় তার তুলনায় সেই ব্যক্তির অবস্থান কত উর্দ্ধে যে চিরঞ্জীব আল্লাহকে ডাকে, যিনি কখনো মরবেন না?!

হে মুসলিম!

গায়রুল্লাহর উদ্দেশ্যে কুরবানী করা হতে সাবধান থাকুন। কেননা কুরবানী এমন একটি ইবাদত যা কেবলমাত্র আল্লাহর জন্যই নির্দিষ্ট। কাজেই তিনি ব্যতীত অন্যের উদ্দেশ্যে জবাই করা শির্ক। আল্লাহই তো আপনার রব যিনি আপনাকে সৃষ্টি করেছেন এবং তিনিই আপনাকে আপনার জবাইকৃত পশুকে রিযিক হিসেবে দিয়েছেন। কাজেই এটাকে একমাত্র তাঁর উদ্দেশ্যেই জবাই করুন যিনি আপনাকে ও এটাকে সৃষ্টি করেছেন। আল্লাহ বলেছেন:

﴿ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَٱنْحَرْ ﴾

অর্থ: [কাজেই আপনি আপনার রবের উদ্দেশ্যে সালাত আদায় করুন এবং কুরবানী করুন।] সূরা আল-কাউছার: ২।

আল্লাহ ছাড়া কারো নামে শপথ করবেন না। কেননা আল্লাহই আপনাকে বাকশক্তি দিয়েছেন। কাজেই একমাত্র তাঁরই শুকরিয়া আদায় করুন এবং তিনি ছাড়া অন্যের নামে শপথ করবেন না; কোন নবী, অলী, নেয়ামত বা কোন মাখলুকের জানের শপথ করবেন না। নবী সাঃ বলেছেন: ((**যে ব্যক্তি আল্লাহ ব্যতীত অন্যের নামে শপথ করল; সে কুফুরী করল অথবা শির্ক করল।**)) (সুনানে তিরমিযি।)

আংটা বা চুরি, সুতা, তাবিজ ইত্যাদি নিষ্প্রাণ জড়পদার্থ, আর আপনি জীবন্ত আল্লাহর সুন্দর মাখলুক । কাজেই আল্লাহ তায়ালা আপনাকে মর্যাদাসম্পন্ন করার পরেও আপনি নিজের আত্মসম্মানকে বিনষ্ট করা হতে রক্ষা করুন। অনিষ্ট দূর করা, উপকার লাভ করা, বদ নজর থেকে বাঁচা ইত্যাদি অজুহাতে কোন জড়পদার্থের আশ্রয় নিয়ে সেটাকে বুকে বা হাতে বহন করবেন না। আল্লাহ তায়ালা বলেছেন:

﴿ وَإِن يَمْسَسْكَ ٱللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُۥٓ إِلَّا هُوَ ۖ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَآدَّ لِفَضْلِهِۦ ﴾

অর্থ: [আর যদি আল্লাহ আপনাকে কোন ক্ষতির স্পর্শ করান, তবে তিনি ছাড়া তা মোচনকারী আর কেউ নেই। আর যদি আল্লাহ আপনার মঙ্গল চান, তবে তাঁর অনুগ্রহ প্রতিহত করার কেউ নেই।] সূরা ইউনূস: ১০৭। তাছাড়া নবী সাঃ বলেছেন: ((**যে ব্যক্তি তাবীজ ঝুলাবে, সে শির্ক করবে ।**)) (মুসনাদে আহমাদ) কাজেই সব ছেড়ে একমাত্র তাঁরই স্মরণাপন্ন হোন এবং আপনার সকল বিষয় তাঁর উপরই ন্যস্ত করুন।

হে মুসলিমগণ!

কিছু মানুষ তাদেরকে সৃষ্টির উদ্দেশ্য সম্পর্কে একেবারেই অজ্ঞ। ফলে প্রবৃত্তি তাদেরকে ছোড়াছুড়ি করছে এবং বিভিন্ন ফেতনা ও ব্যাধি তাদের উপর প্রভাব বিস্তার করছে। ফলশ্রুতিতে তাদের কেউ কেউ গায়েবী বা গোপন বিষয় প্রকাশ ও ভবিষ্যত দর্শনের নামে যাদুকর, জ্যোতিষী ও ভেল্কিবাজদের দ্বারা প্রতারিত

হচ্ছে। পরিণতিতে তাদের শুধু বিভ্রান্তি ও অন্যায় পথে সম্পদ খরচ ছাড়া আর কিছুই অর্জন হচ্ছে না। অথচ এ বিষয়ে আল্লাহ তায়ালা সত্য উন্মোচন করে বলেন:

﴿ قُل لَّا يَعۡلَمُ مَن فِي ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلۡأَرۡضِ ٱلۡغَيۡبَ إِلَّا ٱللَّهُ ﴾

অর্থ: [বলুন, আল্লাহ ব্যতীত আসমান ও জমিনে কেউই গায়েব জানে না।] সূরা আন-নামল: ৬৫। তাছাড়া নবী সাঃ বলেছেন: ((**যে ব্যক্তি কোন গণক বা জ্যোতিষীর নিকট আসবে এবং তার কথা বিশ্বাস করবে, সে মুহাম্মাদ সাঃ-এর উপর যা অবতীর্ণ হয়েছে -কুরআন- তা অস্বীকার করবে ।**)) (মুসনাদে আহমাদ)

কিছু মানুষ ভাগ্য পরীক্ষা, রাশিচক্র, অদৃষ্ট দর্শন, রূহ (জিন) হাজির করা, হাত দেখা ইত্যাদি ফেতনায় জড়িয়ে পড়েছে। ফলে তারা সন্দেহ-সংশয়ের স্রোতে ভাসছে এবং তাকদীরের প্রতি অসন্তুষ্ট হয়ে পড়ছে। আল্লাহ বলেন:

﴿ أَمۡ عِندَهُمُ ٱلۡغَيۡبُ فَهُمۡ يَكۡتُبُونَ ﴾

অর্থ: [নাকি গায়েবী বিষয়ে তাদের কোন জ্ঞান আছে যে, তারা লিখছে?] সূরা আত-তূর: ৪১।

আল্লাহর বান্দাগণ!

ইখলাছ বা একনিষ্ঠতাই আমলের মুকুট। যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে অন্য কাউকে শরীক করবে, তার জেনে রাখা উচিত যে, আল্লাহ তায়ালা শির্ককারীদের শির্ক থেকে সম্পুর্ণ মুক্ত এবং তিনি বান্দাদের জন্য কুফুরীকে পছন্দ করেন না। কাজেই হায় আফসোস! সেসব কপট লোক দেখানো আমলকারীদের জন্য! এরা না দুনিয়ার জন্য একত্রিত হয়েছে, না পরকালের জন্য আমল করেছে। নবী সাঃ বলেছেন: ((**যা দেয়া হয়নি তা নিয়ে আত্মতৃপ্তি প্রকাশকারী ব্যক্তি- দু'টি মিথ্যার কাপড় পরিধানকারী ব্যক্তির মতই।**)) (বুখারী ও মুসলিম)

লোক দেখানো কপট ব্যক্তিদের আশা বিনষ্ট হয় ও তাদের কর্ম বিফলে যায়। তারা দুনিয়ায় লাঞ্ছিত হয় এবং পরকালে তারা কোন উত্তম প্রতিদান পাবে না। কাজেই লোক দেখানো ও সুনাম অর্জনের অভিপ্রায়কে বর্জন করুন।

কেননা যারা লোক দেখানো আমল করে, তাদেরকেই সর্বপ্রথম জাহান্নামের আগুনে প্রজ্জ্বলিত করা হবে।

أَعُوذُ بِٱللَّهِ مِنَ ٱلشَّيۡطَٰنِ ٱلرَّجِيمِ

﴿وَمَآ أُمِرُوٓاْ إِلَّا لِيَعۡبُدُواْ ٱللَّهَ مُخۡلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ حُنَفَآءَ وَيُقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَيُؤۡتُواْ ٱلزَّكَوٰةَۚ وَذَٰلِكَ دِينُ ٱلۡقَيِّمَةِ﴾

অর্থ: [আর তাদেরকে কেবল এ নির্দেশই দেয়া হয়েছিল যে, তারা যেন আল্লাহর ইবাদত করে তাঁরই জন্য দ্বীনকে একনিষ্ঠ করে এবং সালাত কায়েম করে ও যাকাত প্রদান করে। আর এটাই সঠিক দ্বীন।] সূরা আল-বায়্যিনাহ: ৫।

بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم...

দ্বিতীয় খুতবা

الحمد لله الذي بنعمته اهتدى المهتدون، وبعدله ضلَّ الضالون، أحمده سبحانه حمدَ عبد نزَّه ربه عما يقول الظالمون.

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وسبحان الله رب العرش عما يصفون.

وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله وخليله، الصادق المأمون، اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه الذين هم بهديه مستمسكون، وعلى هديه سائرون.

অতঃপর, হে মুসলিমগণ!

ঈমান কোন তুচ্ছ পুঁজি নয় অথবা কেবল দাবী ও উপাধির বিষয় নয়। বরং প্রকৃত ঈমান হল: বিশুদ্ধ আক্বীদা, সঠিক আমল, সত্যের জন্য বন্ধুত্ব ও বিচ্ছিন্নতা, বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীন সৌন্দর্য, উদারতার সাথে দান এবং অন্যের ক্ষতি করা হতে বিরত থাকা।

তাওহীদের বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজন স্থায়ী হৃদয়ের জাগরণ; প্রত্যেক ক্ষতিকর বস্তুসমূহ যা আল্লাহর বন্দেগীতে কালিমা লেপন করে তা অন্তর হতে অপসারণ করবে।

যে ব্যক্তি বড় শির্কের খাদে পড়বে; অতঃপর মৃতের কাছে অভাব মোচন বা রোগমুক্তি বা উপকার সাধনের জন্য আবেদন করবে- যেমন ধন-সম্পদ বা সন্তানাদি চাওয়া অথবা কবরবাসীর কাছে সাহায্য চাইবে অথবা এর চারপাশে তওয়াফ করবে বা কুরবানী করবে বা এর কাছে নযর-মানত করবে, তাহলে সে আল্লাহর প্রভুত্বের মর্যাদাকে বিনষ্ট করবে, ইলাহিয়্যাতের মানকে ক্ষুন্ন করবে, সৃষ্টিকুলের রবের প্রতি মন্দ ধারণা পোষণ করবে এবং আল্লাহর নিকট মহাপাপ করবে, তার উপর জান্নাত হারাম হয়ে যাবে এবং সে চিরস্থায়ী জাহান্নামী হয়ে যাবে। মহান আল্লাহ বলেছেন:

﴿ إِنَّهُۥ مَن يُشۡرِكۡ بِٱللَّهِ فَقَدۡ حَرَّمَ ٱللَّهُ عَلَيۡهِ ٱلۡجَنَّةَ وَمَأۡوَىٰهُ ٱلنَّارُۖ وَمَا لِلظَّٰلِمِينَ مِنۡ أَنصَارٖ ﴾

অর্থ: [নিশ্চয় কেউ আল্লাহর সাথে শরীক করলে আল্লাহ তার জন্য জান্নাত অবশ্যই হারাম করে দিয়েছেন এবং তার আবাস হবে জাহান্নাম। আর

যালেমদের জন্য কোন সাহায্যকারী নেই।] সূরা আল-মায়েদাহ: ৭২।

কাজেই সত্য পথে চলুন, সঠিত নীতি অনুসরণ করুন এবং নিজের আক্বীদাকে সংরক্ষণের প্রচেষ্টা করুন। কেননা আল্লাহর আযাব হতে আল্লাহ ছাড়া আর কেউ রক্ষাকারী নেই। আর আল্লাহর কাছে যা আছে তা পেতে হলে একমাত্র তাঁর জন্য একাগ্র হতে হবে এবং তিনি বান্দাদের জন্য যা বৈধ করেছেন তার মাধ্যমে তাঁর নৈকট্য অর্জন করতে হবে।

জীবনের ঘোর অমানিশায় আশার আলো হচ্ছে, তাওহীদ। আপনি কখনো কাঙ্খিত লক্ষ্যে পৌঁছতে পারবেন না, যতক্ষণ আপনি সকল কথা ও কাজে আল্লাহকে একক হিসেবে সাব্যস্ত না করবেন। তিনিই আপনাকে পূনরুত্থিত করবেন এবং আপনার কৃতকর্মের হিসেব নিবেন । তিনিই বলেছেন:

﴿ أَلَآ إِلَى ٱللَّهِ تَصِيرُ ٱلْأُمُورُ ﴾

অর্থ: [জেনে রাখুন, সব বিষয় আল্লাহরই দিকে ফিরে আসবে।] সূরা আশ-শুরা: ৫৩। আর প্রত্যেক মানুষই তাদের রবের নিকটে প্রত্যাবর্তন করবে।

অতঃপর জেনে রাখুন যে, আল্লাহ তায়ালা আপনাদেরকে তাঁর নবীর উপর সালাত ও সালাম পাঠ করতে নির্দেশ দিয়েছেন।...

সমাপ্ত

তাওহীদের সুফল।[১]

إن الحمد لله، نحمده، ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا.

অতঃপর:

আল্লাহর বান্দাগণ! আপনারা যথাযথভাবে আল্লাহর তাকওয়া অবলম্বন করুন। কেননা তাকওয়াই হল হেদায়াতের পথ। আর এর বিপরীত হল দুর্ভাগ্যের পথ।

হে মুসলমানগ!

একত্ববাদে আল্লাহই একক সত্তার অধিকারী। তিনি নিজেকে অংশীদারিত্ব, উপমা ও সমকক্ষতা থেকে মুক্ত ও পবিত্র ঘোষণা করেছেন। তিনি তাঁর বান্দাদেরকে একমাত্র তাঁরই ইবাদত করতে নির্দেশ দিয়েছেন ও বিভিন্ন ধরণের ইবাদতের ব্যবস্থা করেছেন। ইবাদতে তাঁকে একক সাব্যস্ত করাকে দ্বীনের ভিত্তি, মূল স্তম্ভ ও প্রথম রুকন বানিয়েছেন। এটাই সকল কল্যাণের সমন্বায়ক, এটা ছাড়া কোন সৎকাজ কবুল হবে না। এর সাথে অল্প আমলও বহুগুণ সওয়াব সমৃদ্ধ হয়। পক্ষান্তরে তাওহীদ বিহীন সৎ আমল যদিও পাহাড়সম হয়- তা বরবাদ হয়ে যায়।

রাসূলগণের প্রথম ও মূল দাওয়াত ছিল এই তাওহীদের প্রতিই । আর এ উদ্দেশ্যেই তাদেরকে প্রেরণ করা হয়েছে। মহান আল্লাহ বলেছেন:

﴿ وَمَآ أَرۡسَلۡنَا مِن قَبۡلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِيٓ إِلَيۡهِ أَنَّهُۥ لَآ إِلَٰهَ إِلَّآ أَنَا۠ فَٱعۡبُدُونِ ﴾

অর্থ: [আর আপনার পূর্বে আমি যে রাসূলই প্রেরণ করেছি তার কাছে এ ওহীই পাঠিয়েছি যে, আমি ব্যতীত অন্য কোন ইলাহ নেই। সুতরাং তোমরা আমারই ইবাদত কর।] সূরা আল-আম্বিয়া: ২৫।

(১) ৯ ই জুমাদিউস সানী, ১৪৩৪ হিজরী, জুমার দিনে মসজিদে নববীতে এ খুতবাটি প্রদান করা হয়।

আল্লাহর কিতাবের সকল আয়াতই তাওহীদের সুস্পষ্ট ঘোষণা দেয় বা এর প্রমাণ বহন করে বা আবশ্যকতা বুঝায় বা সওয়াব বর্ণনা করে বা এর বিপরীত বিষয় নিয়ে আলোচনা করে। আল্লাহর কিতাবের প্রথম নির্দেশই ছিল এ বিষয়ের উপর, মহান আল্লাহ বলেন:

﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱعۡبُدُواْ رَبَّكُمُ ﴾

অর্থ: [হে মানুষ! তোমরা তোমাদের রবের ইবাদত কর।] সূরা আল-বাকারাহ: ২১। অর্থাৎ তাকে এক হিসেবে ঘোষণা দাও।

প্রত্যেক সালাতে মুসলিম ব্যক্তি তার রবের কাছে তাওহীদকে বাস্তবায়নের অঙ্গিকার করে বলে থাকে:

﴿ إِيَّاكَ نَعۡبُدُ وَإِيَّاكَ نَسۡتَعِينُ ﴾

অর্থ: [আমরা শুধু আপনারই ইবাদত করি, এবং শুধু আপনারই সাহায্য প্রার্থনা করি।] সূরা আল-ফাতিহা: ৫। অর্থাৎ আমরা আপনি ছাড়া অন্য কারো ইবাদত করি না।

এটাই বান্দার উপর আল্লাহর হক এবং তাদের উপর প্রথম আবশ্যকীয় পালনীয় দায়িত;। রাসূল সাঃ মুয়াজ রাঃ-কে বলেছেন: ((**তুমি তাদেরকে সর্বপ্রথম যে বিষয়ের দিকে আহ্বান করবে তা হল: একমাত্র আল্লাহর ইবাদত করা।**)) (বুখারী ও মুসলিম) কবরে বান্দাকে সর্বপ্রথম যে বিষয়ে জিজ্ঞাসা করা হবে তা হল: ((**তোমরা রব কে?** অর্থাৎ তোমরা উপাস্য কে?))

তাওহীদের মহাগুরুত্বের কারণে এবং যেহেতু এ ছাড়া রবের সন্তুষ্টি অর্জনের আর কোন পথ নেই, তাই একনিষ্ঠ বান্দাদের ইমাম ইবরাহীম আঃ নিজের ও তার বংশধরদের জন্য তাওহীদের উপর দৃঢ়তার দোয়া করে বলেছেন:

﴿ رَبَّنَا وَٱجۡعَلۡنَا مُسۡلِمَيۡنِ لَكَ وَمِن ذُرِّيَّتِنَآ أُمَّةٗ مُّسۡلِمَةٗ لَّكَ ﴾

অর্থ: [হে আমাদের রব! আর আমাদের উভয়কে আপনার একান্ত অনুগত করুন এবং আমাদের বংশধর হতে আপনার এক অনুগত জাতি প্রেরণ করুন।] সূরা আল-বাকারাহ: ১২৮। ইউসুফও আঃ তার রবের নিকট দোয়া করে বলেছেন:

﴿ تَوَفَّنِي مُسۡلِمٗا وَأَلۡحِقۡنِي بِٱلصَّٰلِحِينَ ﴾

অর্থ: [আপনি আমাকে মুসলিম হিসেবে মৃত্যু দিন এবং আমাকে সৎকর্মশীল অন্তর্ভুক্ত করুন।] সূরা ইউসুফ: ১০১।

আমাদের নবী সাঃ-এর একটি দোয়া হল: ((يَا مُقَلِّبَ الْقُلُوبِ، ثَبِّتْ قَلْبِي عَلَى دِينِكَ / **হে অন্তরের পরিবর্তনকারী! আমার অন্তরকে আপনার দ্বীনের উপর অবিচল রাখুন।**)) (মুসনাদে আহমাদ)

রাসূলগণের অসিয়তও ছিল তাওহীদ বা এককভাবে আল্লাহর ইবাদত। যেমন এ মর্মে এসেছে:

﴿ وَوَصَّىٰ بِهَآ إِبۡرَٰهِـۧمُ بَنِيهِ وَيَعۡقُوبُ يَٰبَنِيَّ إِنَّ ٱللَّهَ ٱصۡطَفَىٰ لَكُمُ ٱلدِّينَ

فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسۡلِمُونَ ﴾

অর্থ: [আর ইবরাহীম ও ইয়াকুব তাদের পুত্রদেরকে এরই নির্দেশ দিয়ে বলেছিলেন, 'হে আমার পুত্রগণ! আল্লাহই তোমাদের জন্য এ দ্বীনকে মনোনীত করেছেন। কাজেই আত্মসমর্পণকারী (মুসলিম) না হয়ে তোমরা মৃত্যু করো না।] সূরা আল-বাকারাহ: ১৩২।

রাসূলগণের নীতি ছিল যে, তারা মৃত্যুযন্ত্রণা কালেও তাদের সন্তানদেরকে এ বিষয়ে শিক্ষা দিতেন ও তাদেরকে জিজ্ঞেস করতেন। যেমন:

﴿ أَمۡ كُنتُمۡ شُهَدَآءَ إِذۡ حَضَرَ يَعۡقُوبَ ٱلۡمَوۡتُ إِذۡ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعۡبُدُونَ مِنۢ بَعۡدِي

قَالُواْ نَعۡبُدُ إِلَٰهَكَ وَإِلَٰهَ ءَابَآئِكَ إِبۡرَٰهِـۧمَ وَإِسۡمَٰعِيلَ وَإِسۡحَٰقَ إِلَٰهٗا وَٰحِدٗا وَنَحۡنُ لَهُۥ مُسۡلِمُونَ ﴾

অর্থ: [ইয়াকুবের যখন মুত্যু এসেছিল তোমরা কি তখন উপস্থিত ছিলে? তিনি যখন সন্তানদের বলেছিলেন, 'আমার পরে তোমরা কার ইবাদত করবে?' তারা বলেছিল, 'আমরা আপনার ইলাহ ও আপনার পিতৃ পুরুষ ইবরাহীম, ইসমাঈল ও ইসহাকের ইলাহ- সেই এক ইলাহরই ইবাদত করবো। আর আমরা তাঁর কাছেই আত্মসমর্পণকারী।] সূরা আল-বাকারাহ: ১৩৩।

নবী সাঃ যুবক সাহাবীদেরকে একমাত্র আল্লাহর সাথে সম্পর্ক স্থাপনের শিক্ষা দিতেন; একদা তিনি ইবনে আব্বাস রাঃ-কে বললেন: ((**হে তরুণ!**

আমি তোমাকে কয়েকটি কথা শিখিয়ে দিচ্ছি। তুমি আল্লাহর বিধানের সংরক্ষণ করবে, তাহলে তিনি তোমাকে হেফাযত করবেন। তুমি আল্লাহর হক রক্ষা করবে, তাহলে তুমি তাঁকে তোমার সামনে পাবে। তুমি কিছু চাইলে আল্লাহর কাছে চাইবে, আর যদি কোন সাহায্য কামনা কর, তবে আল্লাহর কাছেই সাহায্য কামনা করবে।)) (সুনানে তিরমিযি)

আল্লাহ তায়ালা আমাদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন আমরা যেন এটা ছাড়া অন্য কোন অবস্থার উপর মৃত্যু বরণ না করি। এ মর্মে তিনি বলেছেন:

﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِۦ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسۡلِمُونَ ﴾

অর্থ: [হে মুমিনগণ! তোমরা যথাযথভাবে আল্লাহর তাকওয়া অবলম্বন কর এবং তোমরা মুসলিম (পরিপূর্ণ আত্মসমর্পণকারী) না হয়ে কোন অবস্থায় মৃত্যুবরণ করো না।] সূরা আলে ইমরান: ১০২।

একমাত্র আল্লাহর জন্য ইবাদত পালনে হৃদয় প্রশস্থ হয় এবং অন্তর প্রশান্তি লাভ করে ও সৃষ্টির দাসত্ব থেকে মুক্তি পায়। আল্লাহ বলেন:

﴿ فَمَن يُرِدِ ٱللَّهُ أَن يَهۡدِيَهُۥ يَشۡرَحۡ صَدۡرَهُۥ لِلۡإِسۡلَٰمِ ﴾

অর্থ: [সুতরাং আল্লাহ কাউকে সৎপথে পরিচালিত করতে চাইলে তিনি তার বক্ষ ইসলামের জন্য প্রশস্ত করে দেন।] সূরা আল-আন'আম: ১২৫।

এর মাধ্যমে দুশ্চিন্তা ও বিপদাপদ দূরীভূত হয়।

﴿ فَنَادَىٰ فِي ٱلظُّلُمَٰتِ أَن لَّآ إِلَٰهَ إِلَّآ أَنتَ سُبۡحَٰنَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ ٱلظَّٰلِمِينَ ﴾

অর্থ: [অতঃপর তিনি অন্ধকারে এ আহ্বান করেছিলেন যে, আপনি ছাড়া কোন সত্য ইলাহ নেই; আপনি কতইনা পবিত্র ও মহান, নিশ্চয় আমি যালিমদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেছি।] সূরা আল-আম্বিয়া: ৮৭। ইবনুল কাইয়্যিম রহঃ বলেন: ((তাওহীদের মত আর অন্য কিছু দ্বারা দুনিয়াবী বালা-মসিবত প্রতিহত করা হয়নি।))

তাওহীদ প্রতিহিংসা বা বিদ্বেষ দূর করে এবং হৃদয়কে পরশুদ্ধ করে। নবী সাঃ বলেছেন: ((**মুসলিম ব্যক্তির অন্তর তিনটি বিষয়ে কখনো খেয়ানত করতে পারে না। আল্লাহর জন্য ইখলাছের সাথে আমল, মুসলিম নেতৃবৃন্দকে সদুপদেশ দেয়া এবং মুসলিম জামাতবদ্ধ থাকা। কেননা এদের দুয়া**

অন্যান্যদেরকেও পরিবেষ্টিত করে।)) (মুসনাদে আহমাদ)

পবিত্র জীবন লাভের মাধ্যম হচ্ছে তাওহীদ; বরং তাওহীদ ব্যতীত পার্থিব জীবনে কোন সুখ নেই। আল্লাহ তায়ালা বলেছেন:

﴿ مَنْ عَمِلَ صَٰلِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُۥ حَيَوٰةً طَيِّبَةً ﴾

অর্থ: [মুমিন হয়ে পুরুষ ও নারীর মধ্যে যে কেউ সৎকাজ করবে, অবশ্যই আমরা তাকে পবিত্র জীবন দান করব।] সূরা আন-নাহ্‌ল: ৯৭।

এটাই তো জীবনের প্রধান অবলম্বন যা অন্তরসমূহ আকাঙ্খা করে থাকে:

﴿ فَمَنِ ٱتَّبَعَ هُدَاىَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَىٰ ﴾

অর্থ: [কাজেই যে আমার প্রদর্শিত সৎপথের অনুসরণ করবে সে বিপথগামী হবে না এবং দুঃখ-কষ্ট পাবে না।] সূরা ত্বা-হা: ১২৩।

তাওহীদই আরব-অনারব, পূর্ব-পশ্চিমের সকল মুসলিমদেরকে ঐক্যবদ্ধ করে:

﴿ إِنَّ هَٰذِهِۦٓ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَٰحِدَةً وَأَنَا۠ رَبُّكُمْ فَٱعْبُدُونِ ﴾

অর্থ: [নিশ্চয় তোমাদের এ জাতি ঐক্যবদ্ধ জাতি এবং আমিই তোমাদের রব, অতএব তোমরা আমারই ইবাদত কর।] সূরা আল-আম্বিয়া: ৯২।

তাওহীদের কালেমা একটি সুউচ্চ বাণী। যার মূল শিকড় সুদৃঢ় ও শাখা-প্রশাখা উপরে বিস্তৃত। এটাই আল্লাহর সমুন্নত বাণী, এটা দ্বারাই আল্লাহ তায়ালা মুসা আঃ এর সাথে সরাসরি কোন মাধ্যম ছাড়াই কথা বলেছেন:

﴿ إِنَّنِىٓ أَنَا ٱللَّهُ لَآ إِلَٰهَ إِلَّآ أَنَا۠ فَٱعْبُدْنِى ﴾

অর্থ: [আমিই আল্লাহ, আমি ছাড়া অন্য কোন সত্য ইলাহ নেই। অতএব আমারই ইবাদত করুন।] সূরা ত্বা-হা: ১৪।

ঈমানের শাখাগুলোর মধ্য হতে তাওহীদের কালেমার চেয়ে সুউচ্চ আর কোন শাখা নেই। নবী সাঃ বলেছেন: ((**ঈমানের সত্তর বা ষাটেরও অধিক শাখা রয়েছে। তার মধ্যে শ্রেষ্ঠ হল: এ কথা বলা যে, লা ইলাহ ইল্লাল্লাহ/ আল্লাহ ছাড়া সত্য কোন ইলাহ নেই।**)) (সহীহ মুসলিম)

তাওহীদের এই কালেমা সর্ব শ্রেষ্ঠ বাণী, মিযানের পাল্লায় সবচেয়ে ভারি,

দাসমুক্ত করার সমান সওয়াবের এবং দৈনিক শয়তানের কুমন্ত্রণা থেকে রেহাই লাভের মাধ্যম। নবী সাঃ বলেছেন: ((যে ব্যক্তি দৈনিক একশত বার এ দোয়াটি পাঠ করবে: “ لا إله إلا الله، وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير /অর্থ: আল্লাহ ব্যতীত সত্য কোন ইলাহ নেই, তিনি এক, তাঁর কোন শরীক নেই, রাজত্ব একমাত্র তাঁরই, সমস্ত প্রশংসাও একমাত্র তাঁরই জন্য। আর তিনি সকল কিছুর উপর ক্ষমতাবান।” তাহলে দশটি গোলাম আযাদ করার সমান সোয়াব পাবে, তার জন্য একশতটি নেকী লেখা হবে এবং তার একশতটি গোনাহ মোচন করা হবে। ঐদিন সন্ধ্যা পর্যন্ত সে শয়তান থেকে নিরাপদ থাকবে। আর কোন ব্যক্তি তার চেয়ে উত্তম কোন আমল নিয়ে আসতে পারবে না, তবে যদি কেউ এর চেয়েও বেশি আমল করে সে ব্যতীত।)) (বুখারী ও মুসলিম)

“লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ” এর চেয়ে অধিক উত্তম সুগন্ধযুক্ত মুখ নিঃসৃত এবং ঠোঁট দ্বারা উচ্চারিত বাক্য কিছু হতে পারে না। নবী সাঃ বলেছেন: ((আমি ও পূর্বের নবীগণ যা বলেছিলেন তার মধ্যে সর্বোত্তম কথা হল: [redacted] لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير/ আল্লাহ ছাড়া সত্য কোন মাবুদ নেই। তিনি এক, তাঁর কোন অংশীদার নেই, সার্বভৌমত্ব তাঁরই এবং সমস্ত কিছুর উপর তিনি সর্বশক্তিমান।)) (সুনানে তিরমিযি।)

এটি একটি চিরন্তন বাণী। যে ব্যক্তি তা পাঠ করবে ও এর দিকে আহ্বান করবে, তার জন্য আল্লাহ ওয়াদা দিয়েছেন যে, তিনি এটাকে মানুষের মাঝে চিরস্থায়ী রাখবেন। আল্লাহ তায়ালা বলেন:

﴿ وَجَعَلَهَا كَلِمَةَۢ بَاقِيَةٗ فِي عَقِبِهِۦ ﴾

অর্থ: [আর এ ঘোষণাকে তিনি চিরন্তন বাণীরূপে রেখে গেছেন তার উত্তরসূরীদের মধ্যে।] সূরা আয-যুখরুফ: ২৮।

এটাই সুদৃঢ় বাণী। যে ব্যক্তি এটাকে আঁকড়ে ধরবে, তাকে আল্লাহ তায়ালা দুনিয়া ও আখেরাতে সুপ্রতিষ্ঠিত রাখবেন। মহান আল্লাহ বলেন:

﴿ يُثَبِّتُ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱلۡقَوۡلِ ٱلثَّابِتِ فِي ٱلۡحَيَوٰةِ ٱلدُّنۡيَا وَفِي ٱلۡأٓخِرَةِ ﴾

অর্থ: [যারা ঈমান এনেছে, আল্লাহ তাদেরকে সুদৃঢ় বাক্যের দ্বারা দুনিয়ার জীবনে ও আখিরাতে সুপ্রতিষ্ঠিত রাখবেন।] সূরা ইবরাহীম: ২৭।

সৃষ্টির মধ্যে পরিপূর্ণ সেই ব্যক্তি যে পূর্ণরূপে আল্লাহর ইবাদত করে। তাওহীদ বাস্তবায়নের পরিমাণ অনুপাতে বান্দার পূর্ণতা লাভ ও উচ্চ মর্যাদা অর্জন হয়। আল্লাহ তায়ালা তাঁর একত্বে বিশ্বাসী বান্দার পক্ষ হয়ে তার দ্বীন ও দুনিয়া রক্ষায় প্রতিরোধ করেন। তাছাড়া একত্ববাদী ব্যক্তিই আল্লাহর ক্ষমা লাভের অধিক হকদার। হাদিসে কুদুসীতে আল্লাহ তায়ালা বলেছেন: ((**তুমি যদি দুনিয়া সমপরিমাণ গোনাহ নিয়ে আস, অতঃপর তাতে আমার সাথে কোন অংশীদার স্থাপন না করে সাক্ষাত কর, তাহলে আমিও তোমার নিকটে দুনিয়া সমপরিমাণ ক্ষমা নিয়ে উপস্থিত হব।**)) (সুনানে তিরমিযি।) ইবনে রজব রহঃ বলেন: ((কাজেই একমাত্র তাওহীদই বড় মাধ্যম। সুতরাং যে ব্যক্তি এটাকে মিস করল, বস্তুত সে ক্ষমা থেকেই বঞ্চিত হল। আর যে ব্যক্তি তাওহীদসহ উপস্থিত হল, সে মূলত: ক্ষমা লাভের সবচেয়ে বড় মাধ্যম নিয়ে উপস্থিত হল।))

তাওহীদবাদীর নিকট পৌঁছার জন্য শয়তানের কোন পথ নেই। আল্লাহ বলেন:

﴿ إِنَّهُۥ لَيۡسَ لَهُۥ سُلۡطَٰنٌ عَلَى ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَلَىٰ رَبِّهِمۡ يَتَوَكَّلُونَ ﴾

অর্থ: [নিশ্চয় যারা ঈমান আনে ও তাদের রবেরই উপর নির্ভর করে, তাদের উপর তার (শয়তানের) কোন আধিপত্য নেই।] সূরা আন-নাহ্‌ল: ৯৯। ব্যক্তির তাওহীদবাদিতার পরিমাণ অনুযায়ী তার জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রতিরোধ রয়েছে। আল্লাহ তায়ালা বলেন:

﴿ إِنَّ ٱللَّهَ يُدَٰفِعُ عَنِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ﴾

অর্থ: [নিশ্চয় আল্লাহ মুমিনদের পক্ষ থেকে প্রতিরোধ করেন।] সূরা আল-হাজ্জ: ৩৮।

যে ব্যক্তি আল্লাহর তাওহীদ বা একত্বকে বাস্তবায়ন করে, আল্লাহই তাকে যাবতীয় ক্ষতিকারক বস্তু ও অশ্লীলতা হতে রক্ষা করেন। তিনি ইউসুফ আঃ সম্পর্কে বলেন:

﴿ كَذَٰلِكَ لِنَصۡرِفَ عَنۡهُ ٱلسُّوٓءَ وَٱلۡفَحۡشَآءَۚ إِنَّهُۥ مِنۡ عِبَادِنَا ٱلۡمُخۡلَصِينَ ﴾

অর্থ: [এভাবেই (তা হয়েছিল), যাতে আমরা তার থেকে মন্দকাজ ও অশ্লীলতা দূর করে দিই। তিনি তো ছিলেন আমার মুখলিছ বা বিশুদ্ধচিত্ত বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত।] সূরা ইউসুফ: ২৪। ইবনুল কাইয়্যিম রহঃ বলেন: ((তাওহীদের ক্ষেত্রে হৃদয় যত দুর্বল হবে ও শির্ক জাতীয় কর্মে শক্ত হবে। তার মধ্যে অশ্লীলতা ততই বেশী হবে।))

একত্ববাদীর পার্থিব জীবনে শান্তি ও প্রশান্তি বর্ষণ হয় এবং সে তার ঈমান অনুপাতে তাতে নিরাপদ থাকে। মহান আল্লাহ বলেন:

﴿ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَلَمۡ يَلۡبِسُوٓاْ إِيمَٰنَهُم بِظُلۡمٍ أُوْلَٰٓئِكَ لَهُمُ ٱلۡأَمۡنُ وَهُم مُّهۡتَدُونَ ﴾

অর্থ: [যারা ঈমান এনেছে এবং তাদের ঈমানকে যুলুম (শির্ক) দ্বারা কলুষিত করেনি, নিরাপত্তা তাদেরই জন্য এবং তারাই হেদায়াতপ্রাপ্ত।] সূরা আল-আন'আম: ৮২।

মৃতরা জীবিত তাওহীদবাদীদের দোয়ায় উপকৃত হয়। জানাযার সালাতে তাদের দোয়াই কবুল করা হয়। নবী সাঃ বলেছেন: ((**কোন মুসলিম ব্যক্তির মৃত্যুতে তার জানাযায় যদি চল্লিশ জন এমন ব্যক্তি উপস্থিত হয়, যারা কোন কিছুকে আল্লাহর সাথে শরীক করে নি, তবে তার ব্যাপারে আল্লাহ তায়ালা তাদের সুপারিশ (মাগফিরাতের দুয়া) কবুল করেন।**)) (সহীহ মুসলিম)

তাওহীদবাদীর মৃত্যু ঘনিয়ে আসলে আল্লাহ তায়ালা তাকে জান্নাতের সুসংবাদ প্রদান করেন। নবী সাঃ বলেছেন: ((**যার শেষ কথা হবে: লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ/ আল্লাহ ছাড়া সত্য কোন ইলাহ নেই। সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।**)) (সুনানে আবু দাউদ।)

একত্ববাদীকে আল্লাহ যেমন দুনিয়ায় সম্মানিত করেন, তেমনি তাকে পরকালেও সম্মানিত করবেন ও উচ্চ মর্যাদা দান করবেন এবং তাকে আমলকারীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ প্রতিদান দিবেন। কাজেই যে ব্যক্তি তাওহীদের উপর মৃত্যু বরণ করবে, তার জন্য জান্নাত নির্ধারিত, হয়তোবা প্রথমেই অথবা নির্দিষ্ট সময় পর জান্নাতে প্রবেশ করবে। সে যদি তার অন্যান্য গোনাহের কারণে জাহান্নামে প্রবেশ করে, তবে তাতে স্থায়ী হবে না। রাসূল সাঃ

বলেছেন: ((যে ব্যক্তি শির্ক না করে মৃত্যু বরণ করবে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।)) (বুখারী ও মুসলিম)

তাওহীদবাদী ছাড়া অন্য কেউ নবী সাঃ এর শাফায়াত লাভ করবে না। আবু হুরায়রা রাঃ বলেন: ((**হে আল্লাহর রাসূল! কেয়ামতের দিন মানুষের মধ্যে কে আপনার সুপারিশ পেয়ে সবচেয়ে ধন্য হবে? তিনি বললেন:** কেয়ামতের দিন আমার সুপারিশ পেয়ে সেই ব্যক্তি অধিক ধন্য হবে, যে অন্তর থেকে বলবে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ।)) (সহীহ বুখারী।)

তাওহীদ বাস্তবায়নকারী ব্যক্তি ইচ্ছামত জান্নাতের আটটি দরজার যে কোন দরজা দিয়ে প্রবেশ করবে। রাসূল সাঃ বলেছেন: ((তোমাদের কেউ পরিপূর্ণরূপে অযু করে যদি বলে: " أشهد أن لا إله إلا الله، وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله./ অর্থ: আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া সত্য কোন ইলাহ নেই, তিনি এক, তাঁর কোন শরীক নেই। আর মুহাম্মাদ তাঁর বান্দা ও রাসূল।" তাহলে তার জন্য জান্নাতের আটটি দরজা খুলে দেয়া হবে; ইচ্ছামত সে যে কোন দরজা দিয়ে প্রবেশ করবে।)) (সহীহ মুসলিম) ইবনুল কাইয়্যিম রহঃ বলেন: ((বান্দার তাওহীদবাদিতা যত বড় হবে তার জন্য আল্লাহর ক্ষমা ততই পরিপূর্ণ হবে। আর যে ব্যক্তি মোটেও শিরক না করে তাঁর সাথে সাক্ষাত করবে তিনি তার সকল গোনাহ ক্ষমা করে দিবেন।))

সত্তর হাজার মানুষ বিনা হিসেবে জান্নাতে প্রবেশ করবে, তারা সকলেই তাওহীদবাদী হবে। নবী সাঃ বলেছেন: ((এরা তারাই, যারা ঝাড়-ফুঁক করে না, পাখি উড়িয়ে ভাগ্য পরীক্ষা করে না, আগুনে পোড়ানো লোহার দাগ লাগায় না, আর তারা তাদের রবের উপর একমাত্র ভরসা রাখে।)) (বুখারী ও মুসলিম)

পরিশেষে, হে মুসলিমগণ:

তাওহীদই মুসলিম ব্যক্তির সবচেয়ে দামী বস্তু। যাকে আল্লাহ তায়ালা এর দিকে হেদায়াত দান করেছেন, সে যেন এটাকে চোয়ালের দাঁত দিয়ে শক্ত করে কামড়ে ধরে রাখে এবং এর পরিপন্থী বিষয় বা যা এটাকে কলুষিত করে বা নষ্ট করে তা থেকে যেন এটাকে রক্ষা করে চলে। যে ব্যক্তি গাইরুল্লাহকে ডাকে বা

কবরের চারপাশে তওয়াফ করে বা মৃতের জন্য জবাই করে বস্তুত সে তাওহীদের জ্যোতী ও ফযিলতকে বিনষ্ট করে ফেলল। তার কোন ইবাদত কবুল করা হবে না এবং সে সুস্পষ্ট দলিলের ভিত্তিতে স্থায়ী জাহান্নামের শাস্তির সম্মুখীন হবে।

أَعُوذُ بِٱللَّهِ مِنَ ٱلشَّيۡطَٰنِ ٱلرَّجِيمِ

﴿ قُلۡ إِنَّمَآ أَنَا۠ بَشَرٞ مِّثۡلُكُمۡ يُوحَىٰٓ إِلَيَّ أَنَّمَآ إِلَٰهُكُمۡ إِلَٰهٞ وَٰحِدٞۖ

فَمَن كَانَ يَرۡجُواْ لِقَآءَ رَبِّهِۦ فَلۡيَعۡمَلۡ عَمَلٗا صَٰلِحٗا وَلَا يُشۡرِكۡ بِعِبَادَةِ رَبِّهِۦٓ أَحَدَۢا ﴾

অর্থ: [বলুন, আমি তো তোমাদের মত একজন মানুষ, আমার প্রতি ওহী হয় যে, তোমাদের ইলাহ একমাত্র সত্য ইলাহ। কাজেই যে তার রবের সাক্ষাত কামনা করে, সে যেন সৎকাজ করে ও তার রবের ইবাদতে কাউকে শরীক না করে।] সূরা আল-কাহ্‌ফ: ১১০।

بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم...

দ্বিতীয় খুতবা

الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد ألا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا.

হে মুসলিমগণ!

তাওহীদ হল আল্লাহর পক্ষ থেকে একটি বিশাল অনুগ্রহ। তাঁর বান্দাদের মধ্যে যাকে ইচ্ছে তিনি তা দান করেন। একজন মুসলিমের উচিত তা নিজের মাঝে, পরিবার, আত্মীয়-স্বজন ও আশপাশের সকলের মাঝে বস্তবায়নের প্রচেষ্টা করা।

তাওহীদের এ নেয়ামতের শুকরিয়া আদায়ের অন্তর্ভুক্ত হল: মানুষকে এ দিকে আহ্বান করা এবং এর মূলনীতির পরিপন্থী বা পূর্ণতার বিপরীত আপদসমূহ তথা শিরক ও কুফরী থেকে সতর্কতা অবলম্বন করা।

তাওহীদের উপর অবিচল থাকার অন্যতম মাধ্যম হল: আল্লাহর কাছে দৃঢ়তার জন্য দোয়া করা, বেদআত, সংশয় ও প্রবৃত্তি থেকে দূরে থাকা, বেশি বেশি আনুগত্যমূলক কাজ (ইবাদত) করা, শরয়ী জ্ঞান অর্জন করা এবং জটিল বিষয়ে আল্লাহওয়ালা আলেমগণের স্মরণাপন্ন হওয়া।

অতঃপর জেনে রাখুন যে, আল্লাহ তায়ালা আপনাদেরকে তাঁর নবীর উপর সালাত ও সালাম পাঠ করতে নির্দেশ দিয়েছেন।...

সমাপ্ত

কালেমা তাওহীদের ফযিলত[১]

إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد ألا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا.

অতঃপর:

আল্লাহর বান্দাগণ! আপনারা যথাযথভাবে আল্লাহর তাকওয়া অবলম্বন করুন এবং ইসলামের রুজ্জুকে সুদৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরুন।

হে মুসলিমগণ!

আল্লাহর আনুগত্য ও তাঁর ইবাদতে মগ্ন থাকার দিকে অগ্রসর হওয়ার মধ্যেই মানুষের সম্মান নিহিত রয়েছে। আর এটাই আল্লাহর সৃজন ও আদেশের হিকমত এবং এতেই ইহকালীন ও পরকালীন সফলতা ও বিজয় রয়েছে। আল্লাহ বলেন:

﴿ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ فَقَدۡ فَازَ فَوۡزًا عَظِيمًا ﴾

অর্থ: [আর যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করে, সে অবশ্যই মহাসাফল্য অর্জন করবে।] সূরা আল-আহযাব: ৭১। হাসি-খুশি, আনন্দ, তৃপ্তি, সুসময় ও নেয়ামত ইত্যাদি এ সবই আল্লাহ ও তাঁর তাওহীদ তথা একত্বকে জানা এবং এর উপর ঈমান আনার মাঝে নিহিত।

আল্লাহর কাছে সবচেয়ে উত্তম এবং প্রিয় কথা তা-ই যাতে রয়েছে তাঁর প্রশংসা ও গুণকীর্তন । আল্লাহর প্রশংসার জন্য শ্রেষ্ঠ বাক্য হল কালেমায়ে তাওহীদ (লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ)। এটা এমন একটি বাক্য যার উপর আসমান-জমিন প্রতিষ্ঠিত। এটার জন্যই সমস্ত সৃষ্টিকে সৃষ্টি করা হয়েছে। এটা দিয়েই তিনি সকল কিতাব নাযিল করেছেন ও রাসূলগণকে প্রেরণ করেছেন। মহান

(১) ৬ ই জুমাদিউল আওয়াল, ১৪৩৮ হিজরী, জুমার দিনে মসজিদে নববীতে এ খুতবাটি প্রদান করা হয়।

আল্লাহ বলেন:

﴿ وَمَآ أَرۡسَلۡنَا مِن قَبۡلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِيٓ إِلَيۡهِ أَنَّهُۥ لَآ إِلَٰهَ إِلَّآ أَنَا۠ فَٱعۡبُدُونِ ﴾

অর্থ: [আর আপনার পূর্বে আমি যে রাসূলই প্রেরণ করেছি তার কাছে এ ওহীই পাঠিয়েছি যে, আমি ব্যতীত অন্য কোন ইলাহ নেই। সুতরাং তোমরা আমারই ইবাদত কর।] সূরা আল-আম্বিয়া: ২৫। আর রাসূলগণও স্ব-স্ব জাতিকে এই কালেমা দ্বারা সতর্ক করেছেন। আল্লাহ বলেন:

﴿ أَنۡ أَنذِرُوٓاْ أَنَّهُۥ لَآ إِلَٰهَ إِلَّآ أَنَا۠ فَٱتَّقُونِ ﴾

অর্থ: [তোমরা সতর্ক কর, 'নিশ্চয় আমি ছাড়া কোন সত্য ইলাহ নেই'; কাজেই তোমরা আমার তাকওয়া অবলম্বন কর।] সূরা আন-নাহ্‌ল: ২।

আল্লাহ নিজের জন্য এটার সাক্ষ্য দিয়েছেন এবং তাঁর সৃষ্টির সেরাদেরও সাক্ষ্য নিয়েছেন। এ মর্মে তিনি বলেন:

﴿شَهِدَ ٱللَّهُ أَنَّهُۥ لَآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ وَٱلۡمَلَٰٓئِكَةُ وَأُوْلُواْ ٱلۡعِلۡمِ قَآئِمَۢا بِٱلۡقِسۡطِۚ
لَآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ ٱلۡعَزِيزُ ٱلۡحَكِيمُ ﴾

অর্থ: [আল্লাহ সাক্ষ্য দেন যে, নিশ্চয় তিনি ছাড়া কোন সত্য ইলাহ নেই। আর ফেরেশতাগণ এবং জ্ঞানীগণও; আল্লাহ ন্যায়নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত। তিনি ছাড়া অন্য কোন সত্য ইলাহ নেই, (তিনি) পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।] সূরা আলে ইমরান: ১৮। ইবনুল কাইয়্যিম রহঃ বলেন: ((এটা সেরা সাক্ষ্যদাতার পক্ষ থেকে সর্বশ্রেষ্ঠ বিষয়ে অতি গুরুত্বপূর্ণ, সুমহান, অধিক ন্যায়সংগত ও মহাসত্য সাক্ষ্য।))

সকল শরীয়তের ভিত্তি হল এই কালেমা, এর হক আদায়েই দ্বীনের পূর্ণতা আসে, এর ভিত্তিতেই যাবতীয় প্রতিদান দান করা হয় এবং এটাকে পরিত্যাগ করা বা এতে ত্রুটি করার কারণেই সকল শাস্তি অবধারিত হয়। এটা এমন একটি বাক্য যা সুউচ্চ মর্যাদা ও বহু ফজিলত সম্পন্ন। সাধারণভাবে এটাই ইসলামের মুকুট এবং এর প্রথম রুকন ও শ্রেষ্ঠ ভিত্তি; এর উপরই অন্যান্য রুকন প্রতিষ্ঠিত। এটা আল্লাহর প্রতি ঈমানের অন্যতম রুকন ও মুখ্য অংশ। কাজেই এটা ব্যতীত ঈমান বিশুদ্ধ হয় না এবং এটা ছাড়া ঈমান প্রতিষ্ঠা লাভ

করে না।

এই কালেমার উপরই মিল্লাতকে গঠন করা হয়েছে এবং কেবলা প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে। এটাই সকল বান্দাদের উপর একমাত্র আল্লাহর হক। এটা ইসলামের বাণী ও শান্তির আবাস জান্নাতের চাবি। এর কারণেই মানুষ দূর্ভাগা ও সৌভাগ্যবান, পছন্দনীয় ও ধিকৃত- এভাবে বিভক্ত হয়েছে। এটা কুফুরী ও ইসলামের মধ্যে পার্থক্যকারী। এর চেয়ে উত্তম কিছু কেউ উচ্চারণ করতে পারে না, কার্যত মানুষ এর ভাবার্থ অনুযায়ী আমলের চেয়ে শ্রেষ্ঠ কিছু করতে পারে না। নবী সাঃ বলেছেন: ((**আল্লাহর নিকটে সবচেয়ে প্রিয় কথা চারটি: সুবহানাল্লাহ, ওয়াল হামদুলিল্লাহ, ওয়া লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, ওয়াল্লাহু আকবার/আল্লাহর পবিত্রতা ঘোষণা করছি, যাবতীয় প্রশংসা আল্লাহর, আল্লাহ ছাড়া সত্য কোন ইলাহ নেই এবং আল্লাহ সর্বশ্রেষ্ঠ।**)) (সহীহ মুসলিম)

এটাই তাকওয়ার বাণী যা আল্লাহ তায়ালা তাঁর প্রিয় বান্দাদের জন্য খাছ করেছেন। তিনি বলেন:

﴿ وَأَلۡزَمَهُمۡ كَلِمَةَ ٱلتَّقۡوَىٰ ﴾

অর্থ: [আর তাদেরকে তাকওয়ার কালেমায় সুদৃঢ় করলেন।] সূরা আল-ফাত্হ: ২৬। এটাই সুদৃঢ় রশি যা আঁকড়ে ধরলে নাজাত পাওয়া যাবে । মহান আল্লাহ বলেন:

﴿ فَمَن يَكۡفُرۡ بِٱلطَّٰغُوتِ وَيُؤۡمِنۢ بِٱللَّهِ فَقَدِ ٱسۡتَمۡسَكَ بِٱلۡعُرۡوَةِ ٱلۡوُثۡقَىٰ لَا ٱنفِصَامَ لَهَا ﴾

অর্থ: [অতএব যে তাগূতকে অস্বীকার করবে ও আল্লাহর উপর ঈমান আনবে, সে এমন এক দৃঢ়তর রুজ্জু ধারণ করল যা কখনো ভাঙ্গবে না।] সূরা আল-বাকারাহ: ২৫৬। উচ্চতা ও মহত্ত্বই তাঁর গুণ এবং স্থায়িত্বই তার সঙ্গী। আল্লাহ তায়ালা বলেন:

﴿ وَكَلِمَةُ ٱللَّهِ هِيَ ٱلۡعُلۡيَا ﴾

অর্থ: [আর আল্লাহর কথাই সমুন্নত।] সূরা আত-তাওবাহ: ৪০।

এটাই কালেমা তাইয়্যেবা তথা পবিত্র বাক্য, যার উপমা আল্লাহ তায়ালা কিতাবে পেশ করেছেন; তিনি বলেছেন:

﴿أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِى ٱلسَّمَآءِ﴾

অর্থ: [আপনি কি লক্ষ্য করেন না আল্লাহ কিভাবে উপমা দিয়ে থাকেন? সৎবাক্যের তুলনা উৎকৃষ্ট গাছ যার শেকড় সুদৃঢ় ও যার শাখা-প্রশাখা উপরে বিস্তৃত।] সূরা ইবরাহীম: ২৪। এতেই বক্ষ প্রসারিত হয়:

﴿ فَمَن يُرِدِ ٱللَّهُ أَن يَهْدِيَهُۥ يَشْرَحْ صَدْرَهُۥ لِلْإِسْلَٰمِ﴾

অর্থ: [সুতরাং আল্লাহ কাউকে সৎপথে পরিচালিত করতে চাইলে তিনি তার বক্ষ ইসলামের জন্য প্রশস্ত করে দেন।] সূরা আল-আন'আম: ১২৫। ইবনে জুরাইজ রহঃ বলেন: ((অর্থাৎ 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' এর দ্বারা।))

এর মাধ্যমেই অন্তর বিশুদ্ধ হয়। আল্লাহ বলেন:

﴿ يَوْمَ لَا يَنفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ * إِلَّا مَنْ أَتَى ٱللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ ﴾

অর্থ: [যেদিন ধন-সম্পদ ও সন্তানাদি কোন কাজে আসবে না; সেদিন উপকৃত হবে শুধু সে, যে আল্লাহর কাছে আসবে বিশুদ্ধ অন্তর নিয়ে।] সূরা আশ-শু'আরা: ৮৮-৮৯। ইবনে আব্বাস রাঃ বলেন: ((বিশুদ্ধ অন্তর হল: যে এটা সাক্ষ্য দেয় যে, আল্লাহ ছাড়া সত্য কোন মাবুদ নেই।))

এটাই সত্য দাওয়াত যাতে কোন মিথ্যা নেই, সঠিক কথা যাতে কোন বক্রতা নেই এবং সত্য সাক্ষ্য যাতে কোন অসাড়তা নেই। এটাই মহোত্তম গুণ যা আল্লাহর জন্য নির্দিষ্ট, যা সৃষ্টির অন্য কারো জন্য নয়। এটা ইবরাহীম আঃ-এর উত্তরসূরীদের মাঝে চিরন্তন বাণী হিসেবে বিদ্যমান। আল্লাহ বলেন:

﴿ وَجَعَلَهَا كَلِمَةًۢ بَاقِيَةً فِى عَقِبِهِۦ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴾

অর্থ: [আর এ ঘোষণাকে তিনি চিরন্তন বাণীরূপে রেখে গেছেন তার উত্তরসূরীদের মধ্যে, যাতে তারা ফিরে আসে।] সূরা আয-যুখরুফ: ২৮। ইবনে কাসীর রহঃ বলেন: ((উক্ত বাণী হল: 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ'; ইবরাহীম আঃ এটাকে তার বংশের মাঝে স্থায়ীভাবে রেখে যান। তার বংশের মধ্যে যাকে আল্লাহ তায়ালা হেদায়াত দান করেন সে এটার অনুসরণ করে।))

মানুষের জন্য শ্রেষ্ঠ নেয়ামত হল: 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ'; মহান আল্লাহ

বলেন:

﴿ وَأَسۡبَغَ عَلَيۡكُمۡ نِعَمَهُۥ ظَٰهِرَةٗ وَبَاطِنَةٗ ﴾

অর্থ: [আর তিনি তোমাদের উপর তাঁর প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য অনুগ্রহ সম্পূর্ণ করেছেন।] সূরা লোকমান: ২০। সুফিয়ান বিন উয়াইনা রহঃ বলেন: ((‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ এর জ্ঞান দানের চেয়ে বড় অন্য কোন নেয়ামত আল্লাহ তায়ালা বান্দাদেরকে দেননি।))

এটা এমন এক বাক্য যা দুনিয়া ও এর মধ্যে যা কিছু আছে তার সমান। রাসূল সাঃ বলেছেন: ((**আমার এগুলো পাঠ করা: “সুবহানাল্লাহ, ওয়াল হামদু লিল্লাহ, ওয়া লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, ওয়াল্লাহু আকবার/আল্লাহর পবিত্রতা ঘোষণা করছি, যাবতীয় প্রশংসা আল্লাহর, আল্লাহ ছাড়া সত্য কোন ইলাহ নেই এবং আল্লাহ সর্বশ্রেষ্ঠ”, আমার কাছে সেই সমস্ত বস্তু অপেক্ষা অধিক প্রিয়, যার উপর সূর্যোদয় হয়।**)) (সহীহ মুসলিম)

জানা ও আমল করার দিক থেকে এটাই বান্দার উপর সর্বপ্রথম ওয়াজিব। মহান আল্লাহ বলেন:

﴿ فَٱعۡلَمۡ أَنَّهُۥ لَآ إِلَٰهَ إِلَّا ٱللَّهُ ﴾

অর্থ: [কাজেই জেনে রাখুন যে, আল্লাহ ছাড়া সত্য কোন উপাস্য নেই।] সূরা মুহাম্মাদ: ১৯। শায়খুল ইসলাম রহঃ বলেন: ((সালাফ ও ইমামগণ একমত যে, বান্দাদেরকে সর্বপ্রথম ‘শাহাদাতাইন’ এর নির্দেশ দিতে হবে।)) এমনকি এটা জীবনের শেষ ওয়াজিব বিষয়ও। রাসূল সাঃ বলেছেন: ((**মৃত্যুর পূর্বে যার সর্বশেষ কথা হবে ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ’, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।**)) (সুনানে আবু দাউদ।)

এ কালেমার দাবি অনুযায়ী আমলকারী আলেম ব্যক্তিই হকের উপর প্রতিষ্ঠিত। আল্লাহ তায়ালা বলেন:

﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ قَالُواْ رَبُّنَا ٱللَّهُ ثُمَّ ٱسۡتَقَٰمُواْ ﴾

অর্থ: [নিশ্চয় যারা বলে, ‘আমাদের রব আল্লাহ’, তারপর এই কথার উপর অবিচল থাকে।] সূরা আল-আহকাফ: ১৩। ইবনে আব্বাস রাঃ বলেন: ((অর্থাৎ অবিচল থাকে এ সাক্ষ্য দেয়ার উপর যে, আল্লাহ ছাড়া সত্য কোন

মাবুদ নেই।))

﴿ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴾

অর্থ: [তাদের কোন ভয় নেই এবং তারা চিন্তিতও হবে না।] সূরা আল-আহকাফ: ১৩।

এ কালেমাটি সঠিকভাবে বাস্তবায়িত হলে আল্লাহ ছাড়া অন্যদের থেকে অন্তর পবিত্রতা লাভ করে। যে ব্যক্তি এ কালেমার বিষয়ে সত্যনিষ্ঠ সে আল্লাহ ছাড়া অন্যকে ভালবাসে না, তিনি ছাড়া অন্যের কাছে আশা পোষণ করে না, অন্য কাউকে সে ভয় পায় না, সে একমাত্র তাঁর উপরই ভরসা করে এবং তার মধ্যে প্রবৃত্তির কোন প্রভাব অবশিষ্ট থাকে না।

এই কালেমাতেই রয়েছে জান ও মালের নিরাপত্তা। রাসূল সাঃ বলেছেন: ((**যে ব্যক্তি 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলল এবং আল্লাহ ব্যতীত অন্যান্য উপাস্যকে অস্বীকার করল, তার জান-মাল নিরাপদ হয়ে গেল। আর তার (অন্তরের) হিসাব আল্লাহর নিকটে।**)) (সহীহ মুসলিম)

এ কালেমা দিয়েই দাওয়াতের সূচনা করতে হয়; এটা দিয়েই নবী সাঃ তার দাওয়াত শুরু করেছিলেন এবং এটার উপরই তিনি তার সাহাবীদের বায়আত গ্রহণ করতেন। এটার নির্দেশ দিয়েই তিনি দায়ীদেরকে বিভিন্ন দেশে প্রেরণ করতেন। তিনি যখন মুয়াজ রাঃ-কে ইয়ামানে প্রেরণ করেন তখন তাকে বলেন: ((**তুমি আহলে কিতাবের কাছে যাচ্ছ। কাজেই তাদেরকে এ কথার দিকে দাওয়াত দিবে যে, তারা যেন সাক্ষ্য দিয়ে বলে: আল্লাহ ছাড়া প্রকৃত কোন ইলাহ নেই এবং আমি মুহাম্মাদ আল্লাহর রাসূল।**)) (বুখারী ও মুসলিম)

তাওহীদের বাণীই ঐক্যের বাণী বা কালেমা। এর উপরই মানুষ ঐক্যবদ্ধ হয় এবং এটা ছাড়া বিভক্তি ও মতবিরোধ হয়। মহান আল্লাহ বলেন:

﴿قُلْ يَٰٓأَهْلَ ٱلْكِتَٰبِ تَعَالَوْا۟ إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَآءٍۭ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ
أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا ٱللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِۦ شَيْـًٔا﴾

অর্থ: [আপনি বলুন, হে আহলে কিতাবগণ! এস সে কথায়, যা আমাদের ও তোমাদের মধ্যে একই। যেন আমরা একমাত্র আল্লাহ ছাড়া কারো ইবাদত না করি, তাঁর সাথে কোন কিছুকে শরীক না করি।] সূরা আলে-ইমরান: ৬৪।

যে ব্যক্তি নিষ্ঠার সাথে এ কালেমা পাঠ করে, সেই সফলকাম। নবী সাঃ বলেছেন: ((হে মানুষ! তোমরা বল: লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ/আল্লাহ ছাড়া সত্য কোন মাবুদ নেই। তাহলে তোমরা সফলকাম হবে।)) (মুসনাদে আহমাদ)

এ কালেমাকে যে আঁকড়ে থাকে সে মূলত ঈমানের সর্বোচ্চ শাখাকেই ধরে রাখে। নবী সাঃ বলেছেন: ((ঈমানের সত্তরের অধিক শাখা রয়েছে। এগুলোর মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ হল: এ কথা বলা যে, আল্লাহ ছাড়া সত্য কোন মাবুদ নেই।)) (সহীহ মুসলিম) এ বাণী সম্বলিত আয়াতই কুরআনের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। 'সাইয়্যেদুল ইস্তিগফার'ও এ বাণীর ধারণকারী।

আমলের মধ্যে এটা সর্বাধিক প্রবৃদ্ধিময় ও এর প্রতিদানও বহুগুণের কাজেই ((যে ব্যক্তি দৈনিক একশত বার এ দোয়াটি পাঠ করবে: " لاَ شَرِيكَ لَهُ، لَهُ المُلْكُ وَلَهُ الحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ /অর্থ: আল্লাহ ব্যতীত সত্য কোন ইলাহ নেই, তিনি এক, তাঁর কোন শরীক নেই, রাজত্ব একমাত্র তাঁরই, সমস্ত প্রশংসাও একমাত্র তাঁরই জন্য। আর তিনি সকল কিছুর উপর ক্ষমতাবান।" তাহলে দশটি গোলাম আযাদ করার সমান সোয়াব দেয়া হবে, তার জন্য একশটি নেকী লেখা হবে এবং একশটি গোনাহ মোচন করা হবে। ঐদিন সন্ধ্যা পর্যন্ত সে শয়তান থেকে নিরাপদ থাকবে। আর কোন ব্যক্তি তার চেয়ে উত্তম কোন আমল নিয়ে আসতে পারবে না, তবে যদি কেউ এর চেয়েও বেশি আমল করে সে ব্যতীত।)) (বুখারী ও মুসলিম) আর ((যে ব্যক্তি দৈনিক দশবার এ দোয়াটি পাঠ করবে: " لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ، وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ، لَهُ المُلْكُ وَلَهُ الحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ /অর্থ: আল্লাহ ব্যতীত সত্য কোন ইলাহ নেই, তিনি এক, তাঁর কোন শরীক নেই, রাজত্ব একমাত্র তাঁরই, সমস্ত প্রশংসাও একমাত্র তাঁরই জন্য। আর তিনি সকল কিছুর উপর ক্ষমতাবান।", তাহলে সে ইসমাঈল আঃ এর বংশের চারজন গোলাম আযাদ করার সোয়াব পাবে।)) (সহীহ মুসলিম)

সম্পদ খরচ না করেও কালেমাটি শ্রেষ্ঠ সদকার সমতুল্য রাসূল সাঃ বলেছেন: ((প্রত্যেক তাহলীল -তথা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ- পাঠ করা

সদকাস্বরূপ।)) (সহীহ মুসলিম) কবরে বান্দার নাজাতের মাধ্যম এটা এবং জিজ্ঞাসাবাদের সময় তাকে এটার উপর অবিচল রাখা হবে নবী সাঃ বলেছেন: ((মুসলিম ব্যক্তি যখন কবরে জিজ্ঞাসিত হবে, তখন সে সাক্ষ্য দিয়ে বলবে: 'আল্লাহ ছাড়া সত্য কোন মাবুদ নেই এবং মুহাম্মাদ আল্লাহর রাসূল'। আর এটাই আল্লাহর বাণী: "যারা ঈমান এনেছে, আল্লাহ তাদেরকে সুদৃঢ় বাক্যের দ্বারা দুনিয়ার জীবনে ও আখিরাতে সুপ্রতিষ্ঠিত রাখবেন।")) (বুখারী ও মুসলিম)

এ কালেমার ওজনে -আল্লাহর ইচ্ছায়- পাপের রেজিষ্ট্রি খাতা হালকা হয়ে যাবে রাসূল সাঃ বলেছেন: ((এক ব্যক্তিকে উপস্থিত করা হবে, অতঃপর তার সামনে নিরানব্বইটি নথিপত্র খোলা হবে, প্রত্যেক নথিপত্র দৃষ্টি সীমা পর্যন্ত বিস্তৃত হবে। তারপর তার সামনে একটি চিরকুট বের করা হবে। তাতে লেখা রয়েছে: "আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া সত্য কোন মাবুদ নেই এবং মুহাম্মাদ তাঁর বান্দা ও রাসূল।" অতঃপর নথিপত্রগুলো এক পাল্লায় আর চিরকুটটি আরেক পাল্লায় রাখা হবে। এতে নথিপত্রগুলো হালকা হয়ে উপরে উঠে যাবে আর চিরকুটটি ভারী হবে।)) (মুসনাদে আহমাদ) অন্য হাদিসে এসেছে: ((যদি সাত আসমান ও সাত জমিনকে এক পাল্লায় এবং 'লা ইলাহ ইল্লাল্লাহ'কে আরেক পাল্লায় রাখা হয়; তাহলে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' এর পাল্লাই ভারী হয়ে যাবে। আর যদি সাত আসমান ও সাত জমিন একটি জটিল গ্রন্থির রূপ ধারণ করে, তবে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' সেটাকে ভেঙ্গে চুরমার করে দিবে।)) (মুসনাদে আহমাদ)

এ কালেমার অধিকারীগণ শাফায়াতকারী হবেন। দয়ামায়ের কাছে তাদের জন্য রয়েছে নাজাতের প্রতিশ্রুতি মহান আল্লাহ বলেন:

﴿ لَّا يَمۡلِكُونَ ٱلشَّفَٰعَةَ إِلَّا مَنِ ٱتَّخَذَ عِندَ ٱلرَّحۡمَٰنِ عَهۡدٗا ﴾

অর্থ: [যারা দয়াময়ের কাছ থেকে প্রতিশ্রুতি নিয়েছে তারা ছাড়া কেউ সুপারিশ করার মালিক হবে না।] সূরা মারইয়াম: ৮৭।

নবী সাঃ এর শাফায়াত পেয়ে সবচেয়ে ধন্য লোক তারা হবে, যারা এ কালেমাকে একনিষ্ঠতার সাথে স্বীকৃতি দেয়। নবী সাঃ বলেছেন: ((কিয়ামতের

দিন আমার শাফায়াত পেয়ে সবচেয়ে ধন্য হবে সেই ব্যক্তি, যে অন্তর থেকে একনিষ্ঠতার সাথে বলে: 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ'/আল্লাহ ছাড়া সত্য কোন মাবুদ নেই।)) (সহীহ বুখারী।)

জান্নাতই সেই ব্যক্তির প্রতিদান, যে এ কালেমাকে পাঠ করে একনিষ্ঠতার সাথে, নির্দ্বিধায় বিশ্বাসী হয়ে, এ অনুযায়ী আমল করে এবং এ কালেমার পরিপন্থী বিষয় (শিরক, কুফরীকে) বর্জন করে রাসূল সাঃ বলেছেন: ((**যে বান্দা 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলবে, তারপর এ বিশ্বাসের উপর মারা যাবে। সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।**)) (বুখারী ও মুসলিম) এ বাণী পাঠকারীর জন্য জান্নাতের আটটি দরজাই খুলে দেয়া হবে। সে ইচ্ছেমত যে কোন দরজা দিয়ে প্রবেশ করতে পারবে। এমনকি যে ব্যক্তি এ বাণী পাঠে একনিষ্ঠ হবে ও তদানুযায়ী আমলকারী হবে, তাকে জাহান্নামের আগুন স্পর্শ করবে না। নবী সাঃ বলেছেন: ((**যে কেউ একনিষ্ঠ চিত্তে সাক্ষ্য দিবে যে, "আল্লাহ ছাড়া সত্য কোন মাবুদ নেই এবং মুহাম্মাদ তাঁর বান্দা ও রাসূল" তবে আল্লাহ তার উপর জাহান্নাম হারাম করে দিবেন।**)) (বুখারী ও মুসলিম) যে ব্যক্তি এই কালেমা পাঠ করেছে ও তার হৃদয়ে অণু পরিমাণ ঈমান আছে, তাকে আল্লাহ তায়ালা জাহান্নাম থেকে বের করে আনবেন। মহান আল্লাহ বলেন: ((**আমার ইজ্জত, আমার মহত্ত্ব, অহংকার ও বড়ত্বের কসম! যারা 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলেছে, আমি অবশ্যই তাদের সবাইকে জাহান্নাম থেকে বের করে আনব।**)) (সহীহ বুখারী।)

বান্দার জীবনের প্রতিটি মুহূর্তে কালেমায়ে তাওহীদের গুরুত্বের কারণে শরীয়ত এ কালেমাকে সর্বাবস্থায় আঁকড়ে থাকতে উদ্বুদ্ধ করেছে কাজেই ((**যে ব্যক্তি সকালে উপনিত হয়ে এ দোয়াটি পাঠ করবে: " لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ /অর্থ: আল্লাহ ব্যতীত সত্য কোন ইলাহ নেই, তিনি এক, তাঁর কোন শরীক নেই, রাজত্ব একমাত্র তাঁরই, সমস্ত প্রশংসাও একমাত্র তাঁরই জন্য। আর তিনি সকল কিছুর উপর ক্ষমতাবান।" তাহলে ইসমাঈল আঃ-এর বংশের একটি গোলাম আযাদ করার সমান সোয়াব দেয়া হবে, তার জন্য দশটি নেকী লেখা হবে, তার দশটি**

গোনাহ মোচন করা হবে এবং তার দশ স্তর সম্মান বৃদ্ধি করা হবে। ঐদিন সন্ধ্যা পর্যন্ত সে শয়তান থেকে নিরাপদ থাকবে। আর যদি সে উক্ত দোয়াটি সন্ধায় উপনিত হয়ে পাঠ করে, তাতেও সে সকাল পর্যন্ত এরকম প্রতিদান লাভ করবে।)) (সুনানে আবু দাউদ।)

বান্দা যদি অযু শেষে এই কালেমা পাঠ করে, তার জন্য জান্নাতের আটটি দরজা খুলে দেয়া হয়। নবী সাঃ বলেছেন: ((তোমাদের কেউ পরিপূর্ণরূপে অযু করে যদি বলে: أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ/'আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া সত্য কোন মাবুদ নেই এবং মুহাম্মাদ আল্লাহর রাসূল' তবে তার জন্য জান্নাতের আটটি দরজাই উন্মুক্ত করে দেয়া হয়।)) (সহীহ মুসলিম)

এই কালেমা রয়েছে আযানের শুরুতে ও শেষে । রাসূল সাঃ বলেছেন: ((যখন মুয়াজ্জিন বলে: 'আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার', তখন তোমাদের কেউ আন্তরিকতার সাথে তার জবাবে বলে: 'আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার'। যখন মুয়াজ্জিন বলে: 'আশহাদু আল লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ', এর জবাবে সেও বলে: 'আশহাদু আল লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ'। অতঃপর মুয়াজ্জিন বলে: 'আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান রাসূলুল্লাহ', তখন সেও জবাবে বলে: 'আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান রাসূলুল্লাহ'। অতঃপর মুয়াজ্জিন বলে: 'হাইয়্যা আলাস-সালাহ', এর জবানে সে বলে: 'লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ'। অতঃপর মুয়াজ্জিন বলে: 'হাইয়া আলাল ফালাহ', তখন এর জবাবেও সে বলে: 'লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ'। তারপর মুয়াজ্জিন বলে: 'আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার', তখন সে বলে: 'আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার'। তারপর মুয়াজ্জিন বলে: 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ', এর জবাবে সেও বলে: 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' তাহলে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।)) (সহীহ মুসলিম) আর ((যে ব্যক্তি আযান শুনে বলবে: أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، رَضِيتُ بِاللَّهِ رَبًّا، وَبِمُحَمَّدٍ رَسُولًا، وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا/'আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া সত্য কোন মাবুদ নেই, তিনি এক,

তাঁর কোন শরীক নেই এবং মুহাম্মাদ তাঁর বান্দা ও রাসূল। আল্লাহকে রব হিসেবে, মুহাম্মাদ সাঃকে নবী হিসেবে এবং ইসলামকে দ্বীন হিসেবে পেয়ে আমি সন্তুষ্ট' তাহলে তার গোনাহ ক্ষমা করে দেয়া হবে।)) (সহীহ মুসলিম)

মুসলিম ব্যক্তি সালাতে দাঁড়িয়ে আল্লাহর তাওহীদ বা একত্বের স্বীকৃতি দিয়েই শুরু করে। তাছাড়া তাশাহুদ ব্যতীত সালাত বিশুদ্ধ হয় না। সালাম ফিরানোর পূর্বে মুসল্লী আল্লাহর কাছে অসীলা করে দোয়ায় বলে: ((اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَخَّرْتُ، وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ، وَمَا أَسْرَفْتُ، وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّي، أَنْتَ الْمُقَدِّمُ وَأَنْتَ الْمُؤَخِّرُ، لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ /হে আল্লাহ! আপনি আমার পূর্বের ও পরের, প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য গোনাহ ক্ষমা করে দিন। আর যেসব ব্যাপারে আমি বাড়াবাড়ি করেছি তাও ক্ষমা করে দিন। আমার যেসব পাপ সম্পর্কে আপনি আমার চেয়ে বেশি জানেন তাও ক্ষমা করে দিন। আপনি আদি এবং আপনিই অন্ত আপনি ছাড়া কোন সত্য ইলাহ নেই।)) (সহীহ মুসলিম) আর প্রত্যেক সালাতের পরে পাঠ করে: ((لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ / আল্লাহ ছাড়া সত্য কোন মাবুদ নেই, তিনি এক, তাঁর কোন শরীক নেই। রাজত্ব তাঁর এবং সকল প্রশংসাও তাঁর। তিনি সকল কিছুর উপর ক্ষমতাবান।)) (বুখারী ও মুসলিম) আর পরিশেষে যদি 'তাসবীহ' তথা সুবহানাল্লাহ, 'তাহমীদ' তথা আলহামদুলিল্লাহ এবং 'তাকবীর' তথা আল্লাহু আকবার পাঠ করে তবে ((তার গোনাহসমূহ ক্ষমা করে দেয়া হবে, যদিও তা সমুদ্রের ফেনা পরিমাণ হয়।)) (সহীহ মুসলিম)

হজ্জের কার্যাদিতেও তিনি কালেমায়ে তাওহীদকে সঙ্গে রাখতেন ((রাসূল সাঃ যখন সাফা ও মারওয়া পাহাড়ে আরোহণ করেন তখন তিনি কেবলামূখী হয়ে আল্লাহর একত্বের ঘোষণা দিতেন ও তাকবীর পাঠ করেন।)) (সহীহ মুসলিম) আর মুযদালিফায়: ((নবী সাঃ মাশ'আরুল হারামে এসে আল্লাহর প্রশংসা করলেন, তাঁর একত্ব ও মহত্ত্ব বর্ণনা করলেন এবং কালেমা তাওহীদ পাঠ করলেন।)) সুনানে নাসায়ী। আর ((তিনি যখন কোন যুদ্ধ অথবা হজ্জ বা উমরা হতে প্রস্থান করতেন, তখন তিনি প্রত্যেক উঁচু ভূমিতে তিনবার তাকবীর

ধ্বনী দিতেন। তারপর বলতেন: [redacted] ءٍ قَدِيرٌ / আল্লাহ ছাড়া সত্য কোন মাবুদ নেই, তিনি এক, তাঁর কোন শরীক নেই। রাজত্ব তাঁর এবং সকল প্রশংসাও তাঁর। তিনি সকল কিছুর উপর ক্ষমতাবান।)) (বুখারী ও মুসলিম)

কল্যাণের মৌসুমগুলোতে -যেমন যিলহজ্জের প্রথম দশক- বেশি বেশি কালেমায়ে তাওহীদ পাঠ করা মুস্তাহাব। বিভিন্ন খুতবার ভুমিকায় তাওহীদের বাণী দ্বারা তা শুরু করা হয়। মানুষের সাথে বৈঠকে অহেতুক কথাবার্তা হলে বান্দা যদি বৈঠক ত্যাগ করার আগে বলে: (([redacted] إِلَهَ إِلا أَنْتَ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ /হে আল্লাহ! আমি আপনার সপ্রশংস পবিত্রতা বর্ণনা করছি। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আপনি ছাড়া সত্য কোন মাবুদ নেই। আমি আপনার নিকটে ক্ষমা প্রার্থনা ও তাওবা করছি' তাহলে উক্ত বৈঠকের ভুলত্রুটিসমূহ ক্ষমা করে দেয়া হবে।)) (সুনানে তিরমিযি) আর ((যে ব্যক্তি রাতে জাগ্রত হয়ে উক্ত দোয়াটি পাঠ করে, তারপর আল্লাহর কাছে অন্যান্য দোয়া করে, তার দোয়া কবুল হয়। সে যদি অযু করে ও সালাত আদায় করে তবে তার সালাত কবুল করা হয়।)) (সহীহ বুখারী) দুশ্চিন্তা ও বিপদাপদের সময় বান্দা এ দেয়া পড়বে: ((لَا إِلَهَ إِلا اللَّهُ العَظِيمُ الحَلِيمُ، لَا إِلَهَ إِلا اللَّهُ رَبُّ العَرْشِ العَظِيمِ، لَا إِلَهَ إِلا اللَّهُ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَرَبُّ الأَرْضِ وَرَبُّ العَرْشِ الكَرِيمِ / আল্লাহ ছাড়া সত্য কোন মাবুদ নেই, তিনি সুমহান, সহিষ্ণু। আল্লাহ ছাড়া সত্য কোন মাবুদ নেই, তিনি মহান আরশের মালিক। আল্লাহ ছাড়া সত্য কোন মাবুদ নেই, তিনি আসমানসমূহের রব, জমিনের রব এবং সম্মানিত আরশের মালিক।)) (বুখারী ও মুসলিম)

আল্লাহর কাছে কোন কিছু চাওয়ার আগে এ কালেমার সাহায্যে তাঁর প্রশংসা করা দোয়া কবুলের অন্যতম কারণ; মহান আল্লাহ বলেন:

﴿وَذَا ٱلنُّونِ إِذ ذَّهَبَ مُغَٰضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقۡدِرَ عَلَيۡهِ فَنَادَىٰ فِي ٱلظُّلُمَٰتِ

أَن لَّآ إِلَٰهَ إِلَّآ أَنتَ سُبۡحَٰنَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ ٱلظَّٰلِمِينَ ٨٧

فَٱسۡتَجَبۡنَا لَهُۥ وَنَجَّيۡنَٰهُ مِنَ ٱلۡغَمِّۚ

অর্থ: [আর স্মরণ করুন যুন-নূন (ইউনুস আ.)কে, যখন তিনি ক্রোধ ভরে চলে গিয়েছিলেন এবং মনে করেছিলেন যে, আমরা তাকে পাকড়াও করব না। তারপর তিনি (মাছের পেটে) অন্ধকারে এ আহ্বান করেছিলেন যে, আপনি ব্যতীত কোন সত্য ইলাহ নেই আপনি কতই না পবিত্র ও মহান, নিশ্চয় আমি যালেমদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেছি। তখন আমরা তার ডাকে সাড়া দিয়েছিলাম এবং তাকে দুশ্চিন্তা হতে উদ্ধার করেছিলাম।] সূরা আল-আম্বিয়া: ৮৭-৮৮। নবী সাঃ বলেছেন: ((**কোন মুসলিম ব্যক্তি কখনো কোন বিষয়ে এই দোয়া করলে অবশ্যই আল্লাহ তার দোয়া কবুল করেন।**)) (সুনানে তিরমিযি।)

গাইরুল্লাহর নামে শপথ করার কাফ্ফারাও এই কালেমা। রাসূল সাঃ বলেছেন: ((**যে ব্যক্তি শপথ করে বলে যে, লাত ও উজ্জার কসম তবে সে যেন সাথে সাথে বলে: 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ'/আল্লাহ ছাড়া সত্য কোন মাবুদ নেই।**)) (বুখারী ও মুসলিম)

মুমূর্ষ ব্যক্তিকে এই কালেমা দ্বারা তালক্বীন দেয়া মুস্তাহাব রাসূল সাঃ বলেছেন: ((**তোমরা মুমূর্ষ ব্যক্তিকে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' এর তালক্বীন দাও।**)) (সহীহ মুসলিম)

ভিন্ন ধর্মাবলম্বীকে জীবনের শেষ সময়ে হলেও এ বাক্যের দিকে আহ্বান করতে হয় আবু তালেবের মৃত্যু ঘনিয়ে আসলে তখন নবী সাঃ বললেন: ((**হে আমার চাচা! আপনি বলুন: 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ'। এ কালেমার দ্বারাই আমি আপনার জন্য আল্লাহর কাছে সাক্ষ্য দিব।**)) (বুখারী ও মুসলিম)

পরিশেষে, হে মুসলিমগণ!

তাওহীদেই সম্মান রয়েছে। উমর রাঃ বলেন: ((আমরা এমন জাতি যাদেরকে আল্লাহ তায়ালা ইসলামের মাধ্যমে সম্মানিত করেছেন।)) তাওহীদ তথা আল্লাহর একত্বের শাহাদত হল ইসলামের ঠিকানা ও দলীল তবে মুখের কথায় কোন লাভ হবে না, যদি কাজে তার বিপরীত হয়। যে ব্যক্তি এ কালেমার স্বীকৃতি দেয়নি সে দুনিয়া ও আখেরাতের তৃপ্তি থেকে বঞ্চিত। কথা ও কাজে এ কালেমা বাস্তবায়নের উপর মুসলমানদের শক্তি ও দুর্বলতা নির্ভর

করে। আল্লাহর কাছে ও মানুষের কাছে এটাই তাদের জন্য মানদন্ড। যদি এটা তাদের মাঝে শক্তিশালী হয়, তাহলে আল্লাহ তাদের উপর সন্তুষ্ট হন এবং তারা শক্তিশালী হয় ও উন্নতি লাভ করে। আর যদি তা দুর্বল হয়, তাহলে তারাও আল্লাহর কাছ থেকে দূরে সরে যায় এবং দুর্বল ও লাঞ্ছিত হয়।

أَعُوذُ بِٱللَّهِ مِنَ ٱلشَّيۡطَٰنِ ٱلرَّجِيمِ

﴿ فَٱعۡلَمۡ أَنَّهُۥ لَآ إِلَٰهَ إِلَّا ٱللَّهُ وَٱسۡتَغۡفِرۡ لِذَنۢبِكَ وَلِلۡمُؤۡمِنِينَ وَٱلۡمُؤۡمِنَٰتِۗ وَٱللَّهُ يَعۡلَمُ مُتَقَلَّبَكُمۡ وَمَثۡوَىٰكُمۡ ﴾

অর্থ: [কাজেই জেনে রাখুন যে, আল্লাহ ছাড়া সত্য কোন উপাস্য নেই। আর ক্ষমা প্রার্থনা করুন আপনার ও মুমিন নর-নারীদের ত্রুটির জন্য। আল্লাহ তোমাদের গতিবিধি এবং অবস্থান সম্পর্কে অবগত রয়েছেন।] সূরা মুহাম্মাদ: ১৯।

بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم...

দ্বিতীয় খুতবা

الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد ألا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا.

হে মুসলিমগণ!

কালেমা তাওহীদের অর্থ জানা ও তদানুযায়ী আমল করা এবং এর পরিপন্থী বা নষ্টকারী বিষয় থেকে দূরে থাকা- দলীলসমূহে উল্লেখিত এর ফলাফল অর্জনের জন্য শর্ত। এ কালেমার অর্থ হল: আল্লাহ ছাড়া সতিকার অর্থে অন্য সকলের জন্য উপাস্য হওয়াকে অস্বীকার করা এবং তা একমাত্র আল্লাহর জন্য সাব্যস্ত করা। আর এটাকেই কুরাইশ কাফেররা অস্বীকার করেছিল। মহান আল্লাহ বলেন:

﴿ إِنَّهُمۡ كَانُوٓاْ إِذَا قِيلَ لَهُمۡ لَآ إِلَٰهَ إِلَّا ٱللَّهُ يَسۡتَكۡبِرُونَ ﴾

অর্থ: [তাদের যখন বলা হত,'আল্লাহ ছাড়া সত্য কোন ইলাহ নেই' তখন তারা অহংকার করত।] সূরা আস-সাফ্ফাত: ৩৫। শুধু তাওহীদে রুবুবিয়্যাতের স্বীকৃতি প্রদান তাদের কোন উপকারে আসেনি।

যে ব্যক্তি এটার মর্ম সম্পর্কে অধিক জ্ঞানী এবং এর দাবী পালনে অধিক সঠিক, তার আমলের পাল্লাই অধিক ভারী। কালেমা কেন্দ্রিক মানুষের পার্থক্য তাদের দ্বারা এর শর্তসমূহ পালন অনুপাতেই হয়ে থাকে। আর এ কালেমার রুহ ও রহস্য হচ্ছে ইবাদতে আল্লাহকে একক সাব্যস্ত করা। কাজেই যে ব্যক্তি আল্লাহর অধিকার ও তাঁর ইবাদতে কোন মাখলুককে অংশীদার করল, তাহলে সেটাই "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' এর স্বীকৃতিকে বিনষ্টকারী।

সৌভাগ্যবান সেই ব্যক্তি যে তার তাওহীদকে সংরক্ষণ করে ও এর উপরই মৃত্যু বরণ করে এবং সে এটাকে কলুষিত করেনি এর পরিপন্থী অথবা একে দুষিতকারী বা একে ত্রুটিময় করে এমন কোন বিষয়ের দ্বারা। আর এটাই আল্লাহর সত্যবাদী বান্দাদের একান্ত কাম্য বিষয়:

﴿ تَوَفَّنِي مُسۡلِمٗا وَأَلۡحِقۡنِي بِٱلصَّٰلِحِينَ ﴾

অর্থ: [আপনি আমাকে মুসলিম হিসেবে মৃত্যু দিন এবং আমাকে সৎকর্মপরায়ণদের অন্তর্ভুক্ত করুন।] সূরা ইউসুফ: ১০১।

অতঃপর জেনে রাখুন যে, আল্লাহ তায়ালা আপনাদেরকে তাঁর নবীর উপর সালাত ও সালাম পাঠ করতে নির্দেশ দিয়েছেন।...

সমাপ্ত

আল্লাহর নিকট প্রিয় আমল[১]

إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد ألا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا.

অতঃপর:

আল্লাহর বান্দাগণ! আপনারা যথাযথভাবে আল্লাহর তাকওয়া অবলম্বন করুন এবং ইসলামের রুজ্জুকে সুদৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরুন।

হে মুসলিমগণ!

আল্লাহ তায়ালা তাঁর বান্দাদেরকে সৃষ্টি করেছেন, তাদের কল্যাণে নিয়োজিত করেছেন আসমানসমূহ ও জমিনের সমস্ত কিছু এবং তাদের প্রতি তাঁর প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য অনুগ্রহ সম্পূর্ণ করেছেন, যাতে তারা যাবতীয় ইবাদতে তাঁকে একক সাব্যস্ত করে। আদম আঃ এর পর হতে এক হাজার বছর মানুষ একমাত্র আল্লাহরই ইবাদত করত। তারপর শয়তান কিছু মানুষের নিকট মূর্তি পুজাকে সুশোভিত করে তুলে ধরলে, তারা মূর্তি পুজা শুরু করে দেয়। এ কারণে আল্লাহ তায়ালা রাসূলগণ প্রেরণ করলেন এবং তাদের সাথে কিতাব নাযিল করলেন যেন মানুষ একমাত্র তাঁর ইবাদত পালনে ফিরে আসে।

মানুষের প্রতি আল্লাহর অন্যতম দয়া হল, তিনি তাদের ফিতরাত বা প্রকৃতিকে তাদের সৃষ্টির উদ্দেশ্যের অনুকূল করে দিয়েছেন। ফলে প্রত্যেক নবজাতকই এই ফিতরাতের উপর জন্ম গ্রহণ করে থাকে যে, একমাত্র আল্লাহই ইবাদতের হকদার এবং তিনিই একক উপাস্য, অন্য কেউ নয়। আল্লাহ বলেন:

﴿ فِطۡرَتَ ٱللَّهِ ٱلَّتِي فَطَرَ ٱلنَّاسَ عَلَيۡهَا﴾

অর্থ: [আল্লাহর ফিতরাত (স্বাভাবিক রীতি বা দ্বীন ইসলাম), যার উপর তিনি মানুষকে সৃষ্টি করেছেন।] সূরা আর-রূম: ৩০।

(১) ২৯ শে শাওয়াল, ১৪৩১ হিজরী, জুমার দিনে মসজিদে নববীতে এ খুতবাটি প্রদান করা হয়।

শয়তান মানুষের ফিতরাতকে বিনষ্ট করতে প্রচেষ্ট চালায়। বান্দাদেরকে তাদের রবের সন্তুষ্টি অর্জন এবং চিরস্থায়ী জান্নাতে তাদের জন্য প্রস্তুতকৃত স্থায়ী নেয়ামত থেকে বঞ্চিত করতে চেষ্টা করে। একদিন রাসূল সাঃ তার খুতবায় বলেন: ((**জেনে রাখ আমার রব আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন যে, আমি যেন তোমাদেরকে শিক্ষা দিই, যা তিনি আজকের এই দিনে আমাকে শিক্ষা দিয়েছেন- যেগুলো তোমরা জান না। তা হল: আমি আমার সকল বান্দা কে সৃষ্টি করেছি একনিষ্ঠ শির্কমুক্ত অবস্থায় । তারপর তাদের নিকট শয়তান এসে তাদেরকে দ্বীন থেকে বিচ্যুত করেছে, আমি তাদের জন্য যা হালাল করেছি সে হারাম তা করেছে। সে তাদেরকে নির্দেশ করেছে যেন আমার সাথে শরীক করে, যার পক্ষে আমি কোন প্রমাণ নাযিল করিনি।**)) (সহীহ মুসলিম)

আল্লাহর অবাধ্যতায় সবচেয়ে মারাত্মক পাপে জড়িত হতে ইবলিশ মানুষকে আহ্বান করে। রাসূল সাঃ-কে জিজ্ঞেস করা হল: কোন গোনাহ আল্লাহর কাছে সবচেয়ে মারাত্মক? তিনি বললেন: ((**আল্লাহর সমকক্ষ দাঁড় করানো (শিরক করা), অথচ তিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন।**)) (বুখারী ও মুসলিম) ফলে অনেক মানুষই গায়রুল্লাহর ইবাদত করে যেমন আল্লাহ বলেছেন:

﴿ وَلَٰكِنَّ أَكۡثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يُؤۡمِنُونَ ﴾

অর্থ: [কিন্তু অধিকাংশ মানুষই ঈমান আনে না।] সূরা হুদ: ১৭।

ঈমান না থাকার অন্যতম ফল হল: যে আমলই করুক না কেন, যদিও তা সৎকর্ম হয়, তার কোন প্রতিদান নেই। কেননা এই আমলে দ্বীনের ভিত্তি ঈমান অনুপস্থিত থাকে । আয়েশা রাঃ বললেন: "হে আল্লাহর রাসূল! ইবনে জুদআন জাহেলী যুগে আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করে চলত এবং মিসকীনকে খাদ্যদান করত। তার এ কাজ কি কোন উপকারে আসবে? তখন তিনি বললেন: ((**এটা তার কোন উপকারে আসবে না। কেননা সে একদিনও বলেনি: হে আমার রব! বিচার দিবসে আমার গোনাহগুলো ক্ষমা করে দিন।**")) (সহীহ মুসলিম)

শিরকের এই গোনাহটি ব্যক্তির উপর আল্লাহর ক্রোধ, লাঞ্ছনা ও তার দারিদ্রতার কারণ। মহান আল্লাহ বলেন:

﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ ٱلۡعِجۡلَ سَيَنَالُهُمۡ غَضَبٞ مِّن رَّبِّهِمۡ وَذِلَّةٞ فِي ٱلۡحَيَوٰةِ ٱلدُّنۡيَا﴾

অর্থ: [নিশ্চয় যারা গো-বাছুরকে উপাস্যরূপে গ্রহণ করেছে, দুনিয়ার জীবনে তাদের উপর তাদের রবের ক্রোধ ও লাঞ্ছনা আপতিত হবেই।] সূরা আল-আ'রাফ: ১৫২। শিরকের অপরাধে জড়িত এ ধরণের ব্যক্তি দুশ্চিন্তা ও বিপদাপদে জর্জরিত থাকে। আল্লাহ বলেন:

﴿ وَمَن يُرِدۡ أَن يُضِلَّهُۥ يَجۡعَلۡ صَدۡرَهُۥ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي ٱلسَّمَآءِ ﴾

অর্থ: [আর তিনি কাউকে বিপথগামী করতে চাইলে তার বক্ষ খুব সংকীর্ণ করে দেন; (তার কাছে ইসলামের অনুসরণ) মনে হয় যেন সে কষ্ট করে আকাশে উঠছে।] সূরা আল-আন'আম: ১২৫। এ অপরাধটি তাকে জান্নাতে প্রবেশে বাধা দেয় এবং স্থায়ী জাহান্নামকে আবশ্যক করে। আল্লাহ বলেন:

﴿إِنَّهُۥ مَن يُشۡرِكۡ بِٱللَّهِ فَقَدۡ حَرَّمَ ٱللَّهُ عَلَيۡهِ ٱلۡجَنَّةَ وَمَأۡوَىٰهُ ٱلنَّارُ ﴾

অর্থ: [নিশ্চয় কেউ আল্লাহর সাথে শরীক করলে আল্লাহ তার জন্য জান্নাত অবশ্যই হারাম করে দিয়েছেন এবং তার আবাসস্থল হবে জাহান্নাম।] সূরা আল-মায়েদাহ: ৭২।

অনুরূপভাবে মানুষ যেন শয়তানের ফাঁদে না জড়ায়, তাদের রবকে ক্রোধান্বিত না করে এবং জাহান্নামে স্থায়ী না হয়, তাই আল্লাহ তায়ালা প্রত্যেক জাতির জন্য রাসূল প্রেরণ করেছেন, যিনি তাদেরকে শয়তানের আহ্বান থেকে সতর্ক করেছেন এবং পরম দয়াময়ের ইবাদতের জন্য আদেশ করেছেন। সেই সাথে তিনি বহু কিতাব নাযিল করেছেন এবং কুরআনের অসংখ্য আয়াতে এদিকেই আহ্বান করেছেন। এমনকি কুরআনের সবকিছুই এই তাওহীদের স্বপক্ষে প্রমাণ বহন করে। কুরআনের প্রথম আদেশই এ বিষয়ের উপর। আল্লাহ তায়ালা বলেছেন:

﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱعۡبُدُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّذِي خَلَقَكُمۡ ﴾

অর্থ: [হে মানুষ! তোমরা তোমাদের সেই রবের ইবাদত কর, যিনি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন।] সূরা আল-বাকারাহ: ২১। অর্থাৎ তোমরা তোমাদের রবের তাওহীদ তথা একত্ববাদ ঘোষণা কর। কুরআন তেলাওয়াতকারী সর্বপ্রথম কুরআনের যে নিষেধটি পাঠ করে থাকে, তা হল এর বিপরীত কর্ম অর্থাৎ শিরকের নিষেধাজ্ঞা।

﴿ فَلَا تَجْعَلُوا۟ لِلَّهِ أَندَادًا وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾

অর্থ: [কাজেই তোমরা জেনেশুনে কাউকে আল্লাহর সমকক্ষ দাঁড় করিও না।] সূরা আল-বাকারাহ: ২২।

সূরা ইখলাছ কুরআনের এক তৃতীয়াংশের সমান। যেহেতু এর বিষয়বস্তু তাওহীদ। আল্লাহর কিতাবের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ আয়াত যা তাঁর একত্ববাদের পরিচায়ক- সেটি হল: আয়াতুল কুরসী।

নবুওয়ত লাভের পর নবী সাঃ দীর্ঘ দশ বছর আল্লাহর তাওহীদ তথা একত্ববাদের দিকেই আহ্বান করেছেন, অন্য কোন বিষয়ের দিকে নয়। তারপর ক্রমান্বয়ে শরীয়তের বিধি-বিধান এসেছে। তারপর তিনি আমৃত্যু তাওহীদের পাশাপাশি এর দিকে আহ্বান করেছেন। তিনি সকাল ও সন্ধায় বলতেন: أَصْبَحْنَا عَلَى فِطْرَةِ الْإِسْلَامِ، وَعَلَى كَلِمَةِ الْإِخْلَاصِ، وَعَلَى دِينِ نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَعَلَى مِلَّةِ أَبِينَا إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا مُسْلِمًا، وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ/অর্থ: আমরা ইসলামের ফিতরাতের উপর সকাল করলাম, একনিষ্ঠ বাণীর উপর, আমাদের নবী মুহাম্মাদ সাঃ এর দ্বীনের উপর এবং আমাদের পিতা ইবরাহীম আঃ এর মিল্লাতের উপর যিনি একনিষ্ঠ মুসলিম ছিলেন এবং তিনি মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন না"। (মুসনাদে আহমাদ)

তিনি তাওহীদের স্বীকৃতি দিয়েই দিবস শুরু করতেন। ফজরের সুন্নাত সালাতের দুই রাকাতে সূরা ইখলাছ ও সূরা আল কাফিরূন পাঠ করতেন। তিনি দিনের সমাপ্তিতেও এশার পর বিতরের তিন রাকাত সালাতের মধ্যে সূরা 'ইখলাছ ও আল-কাফিরূন' পাঠ করতেন।

তিনি এর প্রতি তার উম্মতকে অসিয়ত করেছেন। একদা এক বেদুইন ব্যক্তি নবী সাঃ-এর নিকটে এসে বললেন: আমাকে এমন একটি আমলের কথা বলুন, যদি আমি তা করি তাহলে জান্নাতে প্রবেশ করতে পারব। তিনি বললেন: ((**আল্লাহর ইবাদত করবে ও তাঁর সাথে কাউকে শরীক করবে না, ফরয সালাত আদায় করবে, ফরয যাকাত প্রদান করবে এবং রমযান মাসে সিয়াম পালন করবে**)) (বুখারী ও মুসলিম)

তিনি সাহাবীদেরকে এক আল্লাহর ইবাদতের জন্য তার কাছে বায়আত

গ্রহণ করতে আদেশ করতেন। আউফ বিন মালেক রাঃ বলেন: "আমরা নয়জন বা আটজন বা সাতজন লোক একদিন রাসূল সাঃ-এর নিকটে ছিলাম। তখন তিনি বললেন: **তোমরা কি আল্লাহর রাসূলের কাছে বায়আত গ্রহণ করবে না?** আমরা বললাম: হে আল্লাহর রাসূল! আমরা ইতিমধ্যে আপনার কাছে বায়আত গ্রহণ করেছি। কাজেই আপনার কাছে এখন কিসের উপর বায়আত করব? তিনি বললেন: ((**এর উপর যে, তোমরা একমাত্র আল্লাহরই ইবাদত করবে ও তাঁর সাথে কাউকে শরীক করবে না এবং পাঁচ ওয়াক্ত সালাত আদায়ের উপর।**)) (সহীহ মুসলিম)

তিনি যখন বিভিন্ন এলাকায় দ্বীনের দাঈদেরকে প্রেরণ করতেন, তখন তাদেরকে তাওহীদের উপর দাওয়াত শুরু করতে আদেশ দিতেন তিনি মুয়াজ রাঃ-কে ইয়ামানে প্রেরণ করে তাকে বলেন: ((**তুমি আহলে কিতাবের কাছে যাচ্ছ কাজেই সর্বপ্রথম তাদেরকে এ কথার দিকে দাওয়াত দিবে, তারা যেন সাক্ষ্য দিয়ে বলে: আল্লাহ ছাড়া প্রকৃত কোন ইলাহ নেই এবং নিশ্চয় আমি -মুহাম্মাদ- আল্লাহর রাসূল।**)) (বুখারী ও মুসলিম) তাঁর কাছে কোন প্রতিনিধি দল আসলে তাদেরকেও তাওহীদের শিক্ষা দিতেন একদা আব্দুল কায়েস এর প্রতিনিধি দল আসলে তাদেরকে বলেন: ((**তোমরা কি জান একমাত্র আল্লাহর প্রতি ঈমান আনা বলতে কী বুঝায়?**)) তারা বলল: আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই ভাল জানেন। তখন তিনি বললেন: ((**এ কথার সাক্ষ্য দেয়া যে, আল্লাহ ছাড়া সত্য কোন ইলাহ নেই এবং নিশ্চয় মুহাম্মাদ আল্লাহর রাসূল...।**)) (বুখারী ও মুসলিম)

নবী-রাসূলগণ তাদের সন্তানদের ব্যাপারেও মূর্তি পুজার মাধ্যমে শয়তানের অনুসরণের আশঙ্কা করতেন। ইবরাহীম আঃ দোয়া করে বলতেন:

﴿ وَٱجۡنُبۡنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعۡبُدَ ٱلۡأَصۡنَامَ ﴾

অর্থ: [এবং আমাকে ও আমার পুত্রদেরকে মূর্তি পূজা হতে দূরে রাখুন।] সূরা ইবরাহীম: ৩৫। আমাদের নবী সাঃ তার উম্মতের ব্যাপারেও এমনটি আশঙ্কা পোষণ করতেন; তিনি বলেছেন: **((আমি তোমাদের উপর সবচেয়ে বেশি ভয় করি ছোট শির্কের।** তখন তাকে এ বিষয়ে জিজ্ঞেস করা হল। তিনি

বললেন: **সেটি হল 'রিয়া' বা লোক দেখানো আমল।**)) (মুসনাদে আহমাদ)

তাওহীদ হচ্ছে বান্দাদের উপর আল্লাহর হক। নবী সাঃ বলেছেন: ((**হে মুয়াজ! তুমি কি জান বান্দাদের উপর আল্লাহর হক কী?** তিনি বললেন: আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই ভাল জানেন। রাসূল সাঃ বললেন: **বান্দাদের উপর আল্লাহর হক হল: তারা কেবলমাত্র তাঁরই ইবাদত করবে এবং তাঁর সাথে কোন কিছুকে শরীক করবে না।**)) (বুখারী ও মুসলিম)

তাওহীদ বান্দাকে জান্নাতের নিকটবর্তী করে ও জাহান্নাম থেকে দূরে রাখে একদা এক বেদুইন ব্যক্তি নবী সাঃ-এর নিকটে এসে বললেন: আমাকে এমন কিছু বলুন যা আমাকে জান্নাতের নিকটবর্তী করবে ও জাহান্নাম থেকে দূরে রাখবে। বর্ণনাকারী বলেন: অতঃপর নবী সাঃ চুপ রইলেন। তারপর সাহাবীদের দিকে তাকিয়ে বললেন: সে তাওফীকপ্রাপ্ত হয়েছে বা হেদায়াতপ্রাপ্ত হয়েছে। তিনি বললেন: তুমি কী বলেছ? বর্ণনাকারী বলেন: লোকটি পুনরায় জিজ্ঞেস করলেন। তখন নবী সাঃ বললেন: ((**তুমি আল্লাহর ইবাদত করবে ও তাঁর সাথে কাউকে শরীক করবে না, সালাত আদায় করবে, যাকাত প্রদান করবে এবং আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করবে।**)) (বুখারী ও মুসলিম)

তাওহীদ ব্যতীত দুনিয়া ও আখেরাতে কোন সফলতা নেই নবী সাঃ বলেছেন: ((**তোমরা বল: লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ/আল্লাহ ছাড়া সত্য কোন ইলাহ নেই তাহলে সফল হবে।**)) (মুসনাদে আহমাদ) যার জীবনের শেষ কথা হবে কালেমায়ে শাহাদাত সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। রাসূল সাঃ বলেছেন: ((**যার শেষ কথা হবে: লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ/আল্লাহ ছাড়া সত্য কোন ইলাহ নেই সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।**)) সুনানে আবু দাউদ। তাওহীদের উপর যার মৃত্যু হবে সে জান্নাতে যাবে ও জাহান্নাম থেকে মুক্তি পাবে। নবী সাঃ বলেছেন: ((**যে শির্ক না করে আল্লাহর সাথে সাক্ষাত করবে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। আর যে ব্যক্তি শির্ক করে আল্লাহর সাথে সাক্ষাত করবে, সে জাহান্নামে যাবে।**)) (সহীহ মুসলিম)

তাওহীদবাদীদের হৃদয়ে ঈমান ও ইখলাছের প্রভেদ অনুপাতে তাদের আমলেও শ্রেষ্ঠত্বের পার্থক্য রয়েছে। আর একজন মুসলিম সবচেয়ে সম্মানজনক যে জিনিসের মালিক হতে পারে তা হল: তার রবের তাওহীদ বা

একত্ববাদ। এ ক্ষেত্রে তার জন্য আবশ্যক হল: এটাকে নষ্ট হওয়া বা কলুষিত হওয়া বা মানহানী থেকে হেফাযত করা। ইবনুল কাইয়্যিম রহঃ বলেন: ((তাওহীদ হল সবচেয়ে কোমল, পবিত্র ও খাঁটি বস্তু কাজেই এতটুকু তুচ্ছ বস্তুও এটাকে নষ্ট, কলুষিত ও প্রভাবিত করতে পারে। এটা ধবধবে সাদা পোশাকের ন্যায় হালকা দাগও এর উপর প্রতিয়মান হয়। এটা একদম স্বচ্ছ আয়নার ন্যায় ক্ষুদ্র বস্তুও এর উপর ছাপ ফেলে।))

আল্লাহ তায়ালা তাঁর রাসূলদেরকেও ওহী করেছেন যে, যদি তাদের দ্বারা শির্ক সংঘটিত হয় তাহলে তাদেরও আমল বিনষ্ট হয়ে যাবে। সুতরাং ভেবে দেখুন, অন্যদের অবস্থা কেমন হবে? মহান আল্লাহ বলেন:

﴿وَلَقَدۡ أُوحِيَ إِلَيۡكَ وَإِلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبۡلِكَ لَئِنۡ أَشۡرَكۡتَ لَيَحۡبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ ٱلۡخَٰسِرِينَ﴾

অর্থ: [আর আপনার প্রতি ও আপনার পূর্ববর্তীদের প্রতি অবশ্যই ওহী হয়েছে যে, যদি আপনি শির্ক করেন তবে আপনার সমস্ত আমল তো নিস্ফল হবে এবং অবশ্যই আপনি হবেন ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত।] সূরা যুমার: ৬৫।

এজন্য ইবরাহীম আঃ শির্ককে খুব ভয় করতেন। তাই তিনি কাবাঘর নির্মাণের সময় দোয়া করে বলেছিলেন:

﴿ وَٱجۡنُبۡنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعۡبُدَ ٱلۡأَصۡنَامَ ﴾

অর্থ: [এবং আমাকে ও আমার পুত্রদেরকে মূর্তি পূজা হতে দূরে রাখুন।] সূরা ইবরাহীম: ৩৫। যদি ইবরাহীম খলীল আঃ নিজের উপর শির্কের ভয় করে থাকেন, তাহলে অন্যদের তো আরও বেশি ভয় করা উচিত।

সন্তানদেরকে দ্বীনের মূল ভিত্তি সম্পর্কে শিক্ষা দেয়া এবং সর্বদা তাদেরকে এ সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা নবী-রাসূলগণের নীতি ইয়াকুব আঃ মুমূর্ষ অবস্থায় স্বীয় সন্তানদেরকে তাওহীদ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছিলেন। এ মর্মে কুরআনে এসেছে:

﴿ أَمۡ كُنتُمۡ شُهَدَآءَ إِذۡ حَضَرَ يَعۡقُوبَ ٱلۡمَوۡتُ إِذۡ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعۡبُدُونَ مِنۢ بَعۡدِي قَالُواْ نَعۡبُدُ إِلَٰهَكَ وَإِلَٰهَ ءَابَآئِكَ إِبۡرَٰهِـۧمَ وَإِسۡمَٰعِيلَ وَإِسۡحَٰقَ إِلَٰهٗا وَٰحِدٗا وَنَحۡنُ لَهُۥ مُسۡلِمُونَ﴾

অর্থ: [ইয়াকুবের যখন মুত্যু এসেছিল তোমরা কি তখন উপস্থিত ছিলে? তিনি যখন সন্তানদের বলেছিলেন, 'আমার পরে তোমরা কার ইবাদত করবে?' তারা বলেছিল, 'আমরা আপনার ইলাহ ও আপনার পিতৃ পুরুষ ইবরাহীম, ইসমাঈল ও ইসহাকের ইলাহ- সেই এক ইলাহরই ইবাদত করবো। আর আমরা তাঁর কাছেই আত্মসমর্পণকারী।] সূরা আল-বাকারাহ: ১৩৩।

আমাদের নবী মুহাম্মাদ সাঃ একটি ছোট মেয়েকে জিজ্ঞেস করেছিলেন: ((**আল্লাহ কোথায়? সে উত্তরে বলেছিল: তিনি আসমানে**।)) (সহীহ মুসলিম)

দ্বীনের উপর অবিচল থাকার অন্যতম উপায় হল: বিশুদ্ধ আক্বীদার কিতাব পাঠ করা এবং আলেমদের ইলমী বৈঠকে নিয়মিত বসা রাসূল সাঃ বলেছেন: ((**আমি তোমাদের মাঝে দু'টি জিনিস রেখে গেলাম, এ দুটোকে আঁকড়ে ধরলে তোমরা আর পথভ্রষ্ট হবে না: আল্লাহর কিতাব ও আমার সুন্নাত**।)) মুস্তাদরাক হাকেম।

শায়খ মুহাম্মাদ বিন আব্দুল ওয়াহাব রহঃ বলেন: ((আপনার উপর সবচেয়ে বড় কর্তব্য হল: সকল ইবাদতের আগে এমনকি সালাতের আগেও তাওহীদ তথা আল্লাহর একত্ব সম্পর্কে জ্ঞানার্জন করা।))

দ্বীনের উপর অবিচল থাকার জন্য দোয়া করা নবীগণের রীতি ইউসুফ আঃ আল্লাহর কাছে আরয করে বলেন:

﴿ تَوَفَّنِي مُسۡلِمٗا وَأَلۡحِقۡنِي بِٱلصَّٰلِحِينَ ﴾

অর্থ: [আপনি আমাকে মুসলিম হিসেবে মৃত্যু দিন এবং আমাকে সৎকর্মপরায়ণদের অন্তর্ভুক্ত করুন।] সূরা ইউসুফ: ১০১।

সৃষ্টিকর্তার একত্বকে সম্মান করা, এর গুরুত্ব অনুধাবন করা এবং যাবতীয় সংশয় থেকে দূরে থাকা হেদায়াত লাভের একটি উপায়।

أَعُوذُ بِٱللَّهِ مِنَ ٱلشَّيۡطَٰنِ ٱلرَّجِيمِ

﴿ فَٱعۡلَمۡ أَنَّهُۥ لَآ إِلَٰهَ إِلَّا ٱللَّهُ وَٱسۡتَغۡفِرۡ لِذَنۢبِكَ وَلِلۡمُؤۡمِنِينَ وَٱلۡمُؤۡمِنَٰتِۗ

وَٱللَّهُ يَعۡلَمُ مُتَقَلَّبَكُمۡ وَمَثۡوَىٰكُمۡ ﴾

অর্থ: [অতএব জেনে রাখ যে, আল্লাহ ছাড়া অন্য কোন সত্য ইলাহ নেই।

আর ক্ষমা প্রার্থনা কর তোমার ও মুমিন নর নারীদের ত্রুটির জন্য। আল্লাহ তোমাদের গতিবিধি এবং অবস্থান সম্পর্কে অবগত রয়েছেন।] সূরা মুহাম্মাদ: ১৯।

بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم...

দ্বিতীয় খুতবা

الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا.

হে মুসলিমগণ!

আত্মশুদ্ধি অর্জনের বড় মাধ্যম হল তাওহীদ। আর তা নিশ্চিত হবে না যতক্ষণ না আল্লাহ ব্যতীত অন্যান্য সকল উপাস্যকে অস্বীকার করা হবে -আর এটাই শাহাদাতের অর্থ বহন করে নবী সাঃ বলেছেন: ((**যে ব্যক্তি বলে: লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ/আল্লাহ ছাড়া সত্য কোন মাবুদ নেই, এবং আল্লাহ ব্যতীত অন্যান্য উপাস্যকে অস্বীকার করে তার জান-মাল নিরাপদ এবং তার (অন্তরের) হিসেব-নিকাশ আল্লাহর নিকট।**)) (সহীহ মুসলিম) যে ব্যক্তি তাওহীদকে বাস্তবায়ন করে: তার বিপদাপদ দূর হয়, সে তার রবের সন্তুষ্টি লাভ করে, তার আমল কবুল হয়, আমলের প্রতিদান বৃদ্ধি করা হয়, তার জীবন হয় পবিত্র, তার গোনাহ ক্ষমা করে দেয়া হয় এবং সে বিনা হিসাবে ও বিনা শাস্তিতে জান্নাতে প্রবেশ করবে। সঠিক দ্বীন পাওয়া ও তার উপর অবিচল থাকার চেয়ে বড় কোন নেয়ামত নেই।

অতঃপর জেনে রাখুন যে, আল্লাহ তায়ালা আপনাদেরকে তাঁর নবীর উপর সালাত ও সালাম পাঠ করতে নির্দেশ দিয়েছেন।...

সমাপ্ত

আল্লাহর মহত্ত্ব[১]

إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد ألا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا.

অতঃপর:

আল্লাহর বান্দাগণ! আপনারা যথাযথভাবে আল্লাহর তাকওয়া অবলম্বন করুন এবং ইসলামের রুজ্জুকে সুদৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরুন।

হে মুসলিমগণ!

আল্লাহ তায়ালা বান্দাদেরকে অস্তিত্বহীনতা থেকে অস্তিত্ব দিয়েছেন, তাদের উপর ব্যাপক নেয়ামত সরবরাহ করেছেন এবং তাদের উপর থেকে বিপদাপদ ও কষ্ট দূর করে দিয়েছেন। বিশুদ্ধ ফেতরাত/প্রকৃতি তার উপর অনুগ্রহ ও ইহসানকারীকে ভালবাসে। মানুষের পানাহার ও শ্বাস-প্রশ্বাস গ্রহণের প্রয়োজনীয়তার চেয়েও তাদের রবকে চেনা অধিক প্রয়োজন। আল্লাহকে চেনা, তাকে মহব্বত করা ও তাঁর ইবাদত করা ব্যতীত দুনিয়া ও আখেরাতে কোন সফলতা নেই। আর মানুষের মধ্যে যারা আল্লাহকে অধিক জানে তারাই তাঁর প্রতি বেশি সম্মান ও বিশ্বাস পোষণ করে।

অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের ইবাদতের চেয়ে অন্তরের ইবাদতই বড়, অধিক ও টেকসই। এ ইবাদতটি সব সময়ের জন্য আবশ্যক। আর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের ইবাদতের উদ্দেশ্য অন্তরকে সংশোধন করা ইবনুল কাইয়্যিম রহঃ বলেন: ((বান্দা তার নফসকে যে পর্যায়ে রাখে, আল্লাহও তাকে সে পর্যায়ে রাখেন।)) যখন মানুষ তার রবকে চিনতে পারে, তখন তার আত্মা প্রশান্তি পায় ও অন্তর শান্তি অনুভব করে। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর গুণাবলী সম্পর্কে অধিক জ্ঞানী তার

(১) ১৮ ই যুমাদিউল আওয়াল, ১৪৩২ হিজরী, জুমার দিনে মসজিদে নববীতে এ খুতবাটি প্রদান করা হয়।

তাওয়াক্কুলও অধিক বিশুদ্ধ ও শক্তিশালী হয়। ইবাদত পালনে সেই ব্যক্তি অধিক পরিপূর্ণ, যে আল্লাহকে সম্মান প্রদর্শন করে এবং তাঁর যাবতীয় নাম ও গুণাবলীর সাহায্যে ইবাদত পালন করে।

আল্লাহর অনেক সুন্দর সুন্দর নাম রয়েছে, তাঁর নামসমূহ সবই উচ্চ প্রশংসা ও গৌরবময়, এবং রয়েছে সুউচ্চ গুণাবলী, তাঁর সকল গুণই পরিপূর্ণ ও ত্রুটিমুক্ত। রাসূল সাঃ রুকুতে এ দোয়া পাঠ করতেন: ((سُبْحَانَ ذِي الْجَبَرُوتِ، وَالْمَلَكُوتِ، وَالْكِبْرِيَاءِ، وَالْعَظَمَةِ / **পবিত্রতা বর্ণনা করছি তাঁর যিনি ক্ষমতা, রাজত্ব, অহংকার ও বড়ত্বের মালিক।**)) সুনানে নাসায়ী। সর্ব বিষয়ে তিনিই পরিপূর্ণতার অধিকারী। নবী সাঃ বলতেন: ((**আমি তোমার প্রশংসা করে শেষ করতে পারব না। তুমি নিজে যেরূপ তোমার প্রশংসা বর্ণনা করেছ, তুমি ঠিক তদ্রুপ।**)) (সহীহ মুসলিম)

আসমান ও জমিনের সবাই আল্লাহকে যাবতীয় দোষ-ত্রুটি থেকে মুক্ত ঘোষণা করে, তাঁর পবিত্রতা বর্ণনা করে। মহান আল্লাহ বলেন:

﴿ سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلۡأَرۡضِۖ وَهُوَ ٱلۡعَزِيزُ ٱلۡحَكِيمُ ﴾

অর্থ: [আসমানসমূহ ও জমিনে যা কিছু আছে সবই আল্লাহর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে। আর তিনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।] সূরা আল-হাদীদ: ১। আর সৃষ্টির সবাই আল্লাহকে সিজদা করে। এ মর্মে তিনি বলেন:

﴿ وَلِلَّهِ يَسۡجُدُ مَا فِي ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَمَا فِي ٱلۡأَرۡضِ مِن دَآبَّةٖ وَٱلۡمَلَٰٓئِكَةُ وَهُمۡ لَا يَسۡتَكۡبِرُونَ ﴾

অর্থ: [আর আল্লাহকেই সিজদা করে আসমানসমূহ ও জমিনের সকল জীবজন্তু এবং ফেরেশতাগণও। আর তারা অহংকার করে না।] সূরা আন-নাহ্‌ল: ৪৯।

সৃষ্টি ও আদেশ কেবলমাত্র তাঁরই তিনি যা করেছেন তা দৃঢ়তার সাথেই করেছেন, যা কিছু সৃষ্টি করেছেন তা নিপুণতার সাথেই করেছেন। আসমান ও জমিন সৃষ্টির পঞ্চাশ হাজার বছর পূর্বেই তিনি সৃষ্টিকুলের সকলের ভাগ্য নির্ধারণ করে রেখেছেন। তাঁর হুকুমই চূড়ান্ত এবং এতে তাঁর সাথে কেউ শরীক হতে পারে না। তাঁর ফয়সালা ও হুকুমের রদকারী কেউ নেই। তিনি চিরঞ্জীব, মৃত্যু বরণ করবেন না। সকল সৃষ্টি তাঁর ক্ষমতার অধীন ও করায়ত্বে তিনিই

তাদের মৃত্যু দেন, জীবন দেন, আনন্দিত করেন, কাঁদান, অভাবমুক্ত করেন, অভাবী করেন এবং মাতৃগর্ভে ইচ্ছামত আকৃতি দান করেন। মহান আল্লাহ বলেন:

﴿ مَّا مِن دَآبَّةٍ إِلَّا هُوَ ءَاخِذُۢ بِنَاصِيَتِهَآ ﴾

অর্থ: [এমন কোন জীব-জন্তু নেই, যে তাঁর পূর্ণ আয়ত্বাধীন নয়।] সূরা হুদ: ৫৬। এগুলোকে তিনি নিজ ইচ্ছামত পরিচালনা করেন। বান্দাদের অন্তরসমূহ তাঁর দুই আঙ্গুলের মাঝে অবস্থিত, তিনি সেগুলোকে যেভাবে ইচ্ছা ওলট-পালট করেন। তাদের ভাগ্য তাঁর হাতেই এবং সকল বিষয়ের নিয়ন্ত্রণ তাঁর সিদ্ধান্ত ও ফয়সালায় হয়ে থাকে।

কোন বিতন্ডাকারী তাঁর সাথে বিতন্ডা করতে পারে না এবং কেউ তাকে পরাভূত করতে পারে না। উম্মতের সবাই মিলে যদি কারো ক্ষতি করতে চায়, অথচ আল্লাহ তার ভাগ্যে ক্ষতি লিখে রাখেননি কেউই তার ক্ষতি পারবে না। আবার সবাই মিলে যদি তার উপকার করতে চায়, অথচ আল্লাহ তার জন্য সেটা চান না তাহলে কেউই তার উপকার করতে পারবে না।

তাঁর শাস্তি নাযিল হলে প্রতিহতকারী কেউ নেই এবং তা অবধারিত হলে সেটাকে দূরীভূত করার কেউ নেই। তিনি যেমন চান তেমনি সৃষ্টি করেন এবং যা ইচ্ছে তাই করেন;

﴿ لَا يُسْـَٔلُ عَمَّا يَفْعَلُ ﴾

অর্থ: [তিনি যা করেন সে সম্বন্ধে তিনি জিজ্ঞাসিত হবেন না।] সূরা আল-আম্বিয়া: ২৩। বরং সৃষ্টির সকলেই জিজ্ঞাসিত হবে। তিনি নিজ সত্ত্বায় প্রতিষ্ঠিত, তিনি সৃষ্টিকুল থেকে অমুখাপেক্ষী এবং সকলের উপর কর্তৃত্বকারী। অদৃশ্যের চাবিকাঠি তাঁর হাতে, তিনি ছাড়া কেউ তা জানে না। এ সম্পর্কিত জ্ঞান তিনি ফেরেশতাদের কাছেও গোপন রেখেছেন। কাজেই তারাও জানে না আগামীকাল কে মৃত্যু বরণ করবে অথবা জগতে কী ঘটবে তার আগাম খবর।

তিনি বান্দার সকল বিষয় নিয়ন্ত্রণ করার মালিক। তিনি আদেশ করেন ও নিষেধ করেন, দান করেন ও বঞ্চিত করেন, অপদস্ত করেন ও সম্মানিত করেন। তাঁর আদেশসমূহ সময়ের সাথে সাথে ধারাবাহিকভাবে আবর্তিত হয়, তাঁর

ইচ্ছা ও অভিপ্রায় অনুযায়ী বাস্তবায়ন হয় কাজেই তিনি যা চান তা হয়, যা চান না তা হয় না। আল্লাহ বলেন:

﴿ يَسۡـَٔلُهُۥ مَن فِي ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلۡأَرۡضِۚ كُلَّ يَوۡمٍ هُوَ فِي شَأۡنٖ ﴾

অর্থ: [আসমানসমূহ ও জমিনে যারা আছে সবাই তাঁর কাছে প্রার্থী। তিনি প্রত্যহ গুরুত্বপূর্ণ কাজে রত।] সূরা আর-রহমান: ২৯। তাঁর গুরুত্বপূর্ণ কাজের অন্তর্ভুক্ত হচ্ছে: বিপদগ্রস্তকে মুক্ত করা, অসহায়কে সাহায্য করা, অভাবগ্রস্তকে অভাবমুক্ত করা এবং দোয়ায় সাড়া প্রদান করা। তিনি নিজের সম্পর্কে বলেছেন:

﴿ وَمَا كُنَّا عَنِ ٱلۡخَلۡقِ غَٰفِلِينَ ﴾

অর্থ: [আর আমি সৃষ্টির বিষয়ে মোটেও উদাসীন নই।] সূরা আল-মুমিনুন: ১৭।

সকল কিছুকে তাঁর জ্ঞান বেষ্টন করে আছে যা ঘটেছে, যা ঘটবে এবং যা ঘটবে না সব সম্পর্কে তিনি জানেন। শস্য দানা বা এর চেয়েও সূক্ষ্ম বস্তু তাঁর বিনা অনুমতিতে নড়ে না। কোন পাতা তার অজান্তে নাড়াচাড়া করে না এবং কোন গোপন বিষয়ই তাঁর কাছে গোপন নয়। গোপন ও প্রকাশ্য সব বিষয়ই তাঁর কাছে সমান মহান আল্লাহ বলেন:

﴿ سَوَآءٞ مِّنكُم مَّنۡ أَسَرَّ ٱلۡقَوۡلَ وَمَن جَهَرَ بِهِۦ وَمَنۡ هُوَ مُسۡتَخۡفِۭ بِٱلَّيۡلِ وَسَارِبُۢ بِٱلنَّهَارِ ﴾

অর্থ: [তোমাদের মধ্যে যে কথা গোপন রাখে বা যে তা প্রকাশ করে, রাতে যে আত্মগোপন করে এবং দিনে যে প্রকাশ্যে বিচরণ করে, তারা সবাই আল্লাহর নিকট সমান।] সূরা আর-রা'দ: ১০। তিনি আরশের উপরে থেকেও সৃষ্টিকুলের আওয়াজ শুনতে পান। আয়েশা রাঃ বলেন: ((সমস্ত প্রশংসা সেই সত্তার জন্য যার শ্রবণশক্তি সবকিছুকে শামিল করে। বাদানুবাদকারিনী খাওলা বিনতে সা'লাবা রাঃ রাসূল সাঃ এর কাছে এসে তার স্বামীর ব্যাপারে অভিযোগ করছিল । তখন আমি ঘরের এক পাশেই ছিলাম, কিন্তু আমি তার কথা শুনতে পাচ্ছিলাম না। অথচ আল্লাহ তায়ালা অবতীর্ণ করলেন:

﴿ قَدۡ سَمِعَ ٱللَّهُ قَوۡلَ ٱلَّتِي تُجَٰدِلُكَ فِي زَوۡجِهَا وَتَشۡتَكِيٓ إِلَى ٱللَّهِ وَٱللَّهُ يَسۡمَعُ تَحَاوُرَكُمَآۚ

﴿إِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعُۢ بَصِيرٌ﴾

অর্থ: [আল্লাহ অবশ্যই শুনেছেন সে নারীর কথা, যে তার স্বামীর বিষয়ে আপনার সাথে বাদানুবাদ করছে এবং আল্লাহর কাছেও ফরিয়াদ করছে। আল্লাহ তোমাদের কথোপকথন শুনেন। নিশ্চয় আল্লাহ সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা।] সূরা আল-মুজাদালাহ: ১।)) (মুসনাদে আহমাদ) গভীর অন্ধকার রাত্রিতে বান্দার কোন কাজই তাঁর কাছে গোপন নয়। মহান আল্লাহ বলেন:

﴿ٱلَّذِى يَرَىٰكَ حِينَ تَقُومُ * وَتَقَلُّبَكَ فِى ٱلسَّٰجِدِينَ﴾

অর্থ: [যিনি আপনাকে দেখেন যখন আপনি দাঁড়ান, এবং সিজদাকারীদের মাঝে আপনার উঠাবসা।] সূরা আশ-শু'আরা: ২১৮-২১৯। গভীর অন্ধকারে মসৃন পাথরের উপর হেঁটে চলা কালো পিঁপড়ার পদচারণাও তিনি আসমানের উপর থেকে দেখতে পান।

তাঁর আসমান ও জমিনের ভান্ডারসমূহ পরিপূর্ণ এবং তাঁর হস্তদ্বয় বদান্যতায় সুপ্রশস্থ। ((**রাত ও দিনে অনবরত প্রদানকারী।**)) তিনি ইচ্ছেমত খরচ করেন, প্রচুর দান করেন, বদান্যতায় সুপ্রশস্থ এবং তিনি চাওয়ার আগেই দান করেন ও চাওয়ার পরও। তিনি অবতরণ করেন ((**প্রত্যেক রাতে দুনিয়ার আকাশে, যখন রাতের শেষ তৃতীয়াংশ বাকি থাকে। অতঃপর বলতে থাকেন: কে আছ আমার কাছে দোয়া করবে? আমি তার দোয়া কবুল করব। কে আছ আমার কাছে চাইবে? আমি তাকে প্রদান করব।**)) পক্ষান্তরে যে তাঁর কাছে চায় না, তিনি তার উপর অসন্তুষ্ট হন।

তিনি সৃষ্টিকুলের জন্য তাঁর দানের দ্বারসমূহ উন্মুক্ত করে দিয়েছেন। ফলে তিনি সমুদ্রকে অনুকূল করেছেন, নদী-নালা প্রবাহিত করেছেন এবং প্রচুর পরিমাণে রিযিক দিয়েছেন। তিনিই সকল সৃষ্টির জন্য রিযিকের ব্যবস্থা করেছেন। ফলে তিনি মাটির গভীরে পিপিলিকার, শুন্যে পাখির এবং পানিতে মাছের জন্য রিযিকের ব্যবস্থা করেছেন। তিনি বলেছেন:

﴿وَمَا مِن دَآبَّةٍ فِى ٱلْأَرْضِ إِلَّا عَلَى ٱللَّهِ رِزْقُهَا﴾

অর্থ: [আর জমিনে বিচরণকারী সবার জীবিকার দায়িত্ব আল্লাহরই।] সূরা হুদ: ৬। তাঁর রিযিক সকলকে শামিল করে, মায়ের গর্ভের ভ্রুণের রিযিক

তিনিই সরবরাহ করেন। তিনি মহা-দানবীর, দান ও বদান্যতা পছন্দ করেন। তাঁর কাছে চাওয়া হলে তিনি প্রদান করেন। অন্যের কাছে চাইলে তিনি তা অপছন্দ করেন। যত কল্যাণ রয়েছে তা তাঁরই নিকট হতে। তিনি বলেছেন:

﴿وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ ٱللَّهِ﴾

অর্থ: [আর তোমাদের কাছে যেসব নিয়ামত রয়েছে, তা তো আল্লাহরই কাছ থেকে।] সূরা আন-নাহ্‌ল: ৫৩।

তাঁর রিযিক ফুরায় না। রাসূল সাঃ বলেছেন: ((**একটু ভেবে দেখ, আসমান ও জমিন সৃষ্টির পর থেকে তিনি কত পরিমাণ দান করেছেন? অথচ তাতে তাঁর ডান হাতে যা আছে তা মোটেও কমেনি।**)) (সহীহ মুসলিম) যদি সকল মানুষ তাঁর কাছে চায়, আর তিনি তাদের চাহিদা অনুপাতে তাদেরকে দান করেন, তাতে তাঁর মালিকানা থেকে এতটুকুও হ্রাস পাবে না। নবী সাঃ আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তায়ালার কাছ থেকে বর্ণনা করে বলেছেন: ((**আল্লাহ বলেছেন: হে আমার বান্দারা! তোমাদের আদি থেকে অন্ত পর্যন্ত সকল মানুষ ও জিন যদি কোন বিশাল মাঠে দাঁড়িয়ে সবাই আমার কাছে আবদার করে, আর আমি প্রত্যেক ব্যক্তির চাহিদা পূরণ করি, তাতে আমার কাছে যা আছে তা হতে এতটুকুই কমবে যতটুকু একটা সমুদ্রে সূঁচ ডুবালে তা থেকে পানি হ্রাস করে থাকে।**)) (সহীহ মুসলিম)

তিনি আমলের সওয়াবকে বৃদ্ধি করে দেন তিনি একটি নেকীকে দশগুণ থেকে সাত'শ গুণ, এমনকি তার চেয়েও বহুগুণ বৃদ্ধি করেন। অল্প সময়ের ইবাদতকে তিনি অনেক বাড়িয়ে দেন কদরের একটি রাত হাজার মাসের চেয়েও উত্তম, প্রতি মাসের তিন দিন সিয়াম সারা বছর সিয়াম পালনের সমান। বান্দা যখন আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য সম্পদ ব্যয় করে তিনি সেটাকে বহুগুণ বৃদ্ধি করে ফেরত দেন। তিনি বান্দার বদান্যতায় আশাতীত প্রবৃদ্ধি দান করেন। ফলে জান্নাতবাসীকে জান্নাতে এমন কিছু প্রদান করবেন, যা কোন চক্ষু দেখেনি, কোন কর্ণ শ্রবণ করেনি এবং মানুষের অন্তর কল্পনাও করেনি। বান্দা কোন কিছু তাঁর সন্তুষ্টির জন্য বর্জন করলে, তিনি তাকে এর চেয়েও উত্তম বিকল্প কিছু প্রদান করেন।

তিনি সৃষ্টির সকলের কাছ থেকে অমুখাপেক্ষী আর প্রত্যেকেই তাঁর মুখাপেক্ষী। আল্লাহ বলেন:

﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ أَنتُمُ ٱلْفُقَرَآءُ إِلَى ٱللَّهِ ۖ وَٱللَّهُ هُوَ ٱلْغَنِىُّ ٱلْحَمِيدُ ﴾

অর্থ: [হে মানুষ! তোমরা আল্লাহর কাছে মুখাপেক্ষী। আর আল্লাহ, তিনিই অমুখাপেক্ষী, প্রশংসনীয়।] সূরা ফাতির: ১৫। বান্দারা তাঁর কোন উপকার বা ক্ষতি কোনটাই করতে সক্ষম নয়। তিনি সুউচ্চ সুমহান কুরসী হল তাঁর পা'দ্বয় রাখার স্থান। অথচ এ কুরসী আসমানসমূহ ও জমিনকে বেষ্টন করে আছে। আর কুরসীর তুলনায় সাত আসমান তেমন, যেমন একটি ঢালের উপর নিক্ষিপ্ত সাতটি দিরহামের অবস্থা। আরশের সাথে কুরসীর তুলনা তেমন যেমন বিরাট ময়দানে নিক্ষিপ্ত লোহার আংটির অবস্থান। তাঁর আরশ সবচেয়ে বড় সৃষ্টি আরশের নিচে সাগর রয়েছে। আরশকে বহন করছে এমন কিছু ফেরেশতা, যাদের প্রত্যেকের কানের লতি থেকে কাঁধ পর্যন্ত সাত'শত বছরের দূরত্ব। আমাদের রব তাঁর আরশের উপর উঠেছেন যেভাবে তাঁর শান ও মর্যাদার সাথে মানানসই। তিনি আরশ বা অন্য কিছু থেকে অমুখাপেক্ষী।

তিনি সব কিছুকে বেষ্টন করে আছেন, তাঁকে কোন কিছু পরিবেষ্টন করতে পারে না। তিনি সকল দৃষ্টিসমূহকে আয়ত্ব করেন, কোন দৃষ্টি তাঁকে তাকে আয়ত্ব করতে পারে না। তাঁর ক্ষমতা সৃষ্টির সবাইকে শামিল করে। এরা সবাই তাঁর সামনে দুর্বল, যদিও মানুষের দৃষ্টিতে কোন কোন মাখলুক অনেক বড়। কেয়ামতের দিন মহান আল্লাহ আসমানসমূহকে ভাঁজ করে নিজের ডান হাতে নিবেন। তারপর বলবেন: ((**আমিই সর্বময় কর্তা, স্বৈরাচারীরা কোথায়? দাম্ভিকেরা কোথায়? তারপর জমিনকে গুটিয়ে বাম হতে নিয়ে বলবেন: আমিই সর্বময় কর্তা, স্বৈরাচারীরা কোথায়? দাম্ভিকেরা কোথায়?**)) (সহীহ মুসলিম) আর তিনি রাখবেন ((**আসমানসমূকে এক আঙ্গুলে, জমিনকে আরেক আঙ্গুলে, পানি ও মাটিকে আরেক আঙ্গুলে এবং বাকি সমস্ত সৃষ্টিকে আরেক আঙ্গুলে নিবেন। তারপর সেগুলোকে হেলাতে থাকবেন ও বলতে থাকবেন: আমিই সর্বময় কর্তা, আমি সকল কিছুর মালিক।**)) (বুখারী ও মুসলিম) তিনি যখন ওহীর বিষয়ে কথা বলেন, তখন আল্লাহর ভয়ে আসমানসমূহ প্রবলভাবে

প্রকম্পিত হয় এবং আসমানের অধিবাসীরা এটা শ্রবণ করে চমকে উঠে মূর্ছা যায়, সর্বপ্রথম চেতনা ফিরে পাবে জিবরাঈল আঃ। আসমানসমূহও তাকে ভয় করে। মহান আল্লাহ বলেন:

﴿ تَكَادُ ٱلسَّمَٰوَٰتُ يَتَفَطَّرۡنَ مِن فَوۡقِهِنَّ ﴾

অর্থ: [আসমানসমূহ উপর থেকে ভেঙ্গে পড়ার উপক্রম হয়।] সূরা আশ-শুরা: ৫। যাহ্হাক রহঃ বলেন: ((অর্থাৎ: এগুলো আল্লাহর বড়ত্বের কারণে অর্থাৎ তাঁর ভয়ে ফেঁটে পড়ার উপক্রম হয়।))

((**তিনি চিরন্তন সত্তা। ঘুমান না, আর ঘুমানো তার জন্য সঙ্গতও নয়। তিনি মিযান -তুলাদন্ড- নিচু করেন ও উঁচু করেন। রাতের আমলসমূহ দিনের আমলসমূহের পূর্বেই এবং দিনের আমলসমূহ রাতের আমলসমূহের আগেই তাঁর কাছে পৌঁছানো হয়। তাঁর পর্দা হচ্ছে নূর/জ্যোতি। তিনি তাঁর পর্দা তুলে নিলে তাঁর চেহারার জ্যোতি সৃষ্টির দৃষ্টিসীমা পর্যন্ত সব কিছুকে ভস্মীভূত করে দিত।**)) (সহীহ মুসলিম) তিনি সমুদয় বিষয় পরিচালনা করেন: আল্লাহ বলেন:

﴿ مِنَ ٱلسَّمَآءِ إِلَى ٱلۡأَرۡضِ ثُمَّ يَعۡرُجُ إِلَيۡهِ فِي يَوۡمٖ كَانَ مِقۡدَارُهُۥٓ أَلۡفَ سَنَةٖ مِّمَّا تَعُدُّونَ ﴾

অর্থ: [আসমান থেকে জমিন পর্যন্ত, তারপর সব কিছুই তাঁর সমীপে উত্থিত হবে এমন এক দিনে, যার পরিমাণ হবে তোমাদের গণনা অনুসারে হাজার বছর।] সূরা আস-সাজদাহ: ৫। তিনি আরো বলেন:

﴿ وَلَوۡ أَنَّمَا فِي ٱلۡأَرۡضِ مِن شَجَرَةٍ أَقۡلَٰمٞ وَٱلۡبَحۡرُ يَمُدُّهُۥ مِنۢ بَعۡدِهِۦ سَبۡعَةُ أَبۡحُرٖ مَّا نَفِدَتۡ كَلِمَٰتُ ٱللَّهِۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٞ ﴾

অর্থ: [আর জমিনের সব গাছ যদি কলম হয় এবং সাগর, তার পরে আরও সাত সাগর কালি হিসেবে যুক্ত হয়, তবুও আল্লাহর (প্রশংসার) বাণী নিঃশেষ হবে না। নিশ্চয় আল্লাহ মহাপরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।] সূরা লোকমান: ২৭।

তিনি সর্বশক্তিমান, তাকে কোন কিছু পরাভূত করতে পারে না। তিনি কিছু ইচ্ছে করলে শুধু বলেন: 'হও' তখনি তা হয়ে যায়। তাঁর আদেশ জারি হওয়া মাত্রই চোখের পলকের মধ্যে সংঘটিত হয়ে যায়; বরং এর চেয়েও অতি অল্প

সময়ে বাস্তবায়ন হয়। তাঁর অসংখ্য বাহিনী রয়েছে যাদের সম্পর্কে তিনি ছাড়া আর কেউ জানে না। তিনি লূত জাতির জনপদকে উল্টিয়ে উপর-নীচ করে দিয়েছেন। বনী ইসরাঈল যখন তাওরাতকে গ্রহণ করা হতে বিরত ছিল তখন তিনি তাদের উপর শামিয়ানার মত করে এক পর্বতকে উত্তোলন করেন, তারা মনে করল যে, সেটা তাদের উপর পড়ে যাবে। মহান আল্লাহ যখন তূর পাহাড়ে নিজের নূর করলেন, তখন তা পাহাড়কে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দেয়। আর মুসা আঃ এই দৃশ্য দেখে সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়েন।

পৃথিবীর সময় শেষ হলে (কিয়ামতের পূর্বে) জমিন প্রবল কম্পনে প্রকম্পিত হবে ও তা চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যাবে। আর পর্বতমালাকে সমূলে উৎপাটন করে বিক্ষিপ্ত করা হবে। জিবরাঈল আঃ কর্তৃক শিঙ্গায় একটিমাত্র ফুঁৎকারে সৃষ্টির সকলে ভীত-বিহ্বল হয়ে পড়বে। তারপর দ্বিতীয় ফুঁৎকারে তারা সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়বে। অতঃপর তৃতীয় ফুঁৎকারে তারা হাশরের ময়দানে দন্ডায়মান হবে। মহান আল্লাহ যখন চুড়ান্ত বিচারের জন্য অবতীর্ণ হবেন, তখন তাঁর আগমণে ভয় ও সম্মানার্থে আসমান বিদীর্ণ হবে।

তিনি বর্ণনাকারীদের বর্ণনা এবং প্রশংসাকারীদের প্রশংসারও অনেক ঊর্ধ্বে। তাঁর কোন সমকক্ষ নেই, নেই কোন দৃষ্টান্ত, উপমা ও সদৃশ। রাসূলগণ তাদের রবকে অধিক জেনেছেন, বিধায় তারা তাঁর প্রতি অধিক বিনয় ও নম্রতা প্রকাশ করেছেন ও তাঁর ইবাদত পালন করেছেন। দাঊদ আঃ একদিন পরপর সিয়াম পালন করতেন, আমাদের নবী মুহাম্মাদ সাঃ রাতে দীর্ঘক্ষণ দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করতেন, এমনকি তার দু'পা ফুলে যেত। আর ইবরাহীম আঃ ছিলেন অত্যন্ত কোমল হৃদয়ের অধিকারী এবং সর্বদা তার রবের অভিমুখী। কাজেই যে ব্যক্তি নবীদের নীতি অবলম্বন করে চলবে, সে সুখ ও সমৃদ্ধি লাভ করবে ।

أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ

﴿ وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴾

অর্থ: [আর তারা আল্লাহকে যথোচিত সম্মান করেনি অথচ কিয়ামতের দিন

সমস্ত জমিন থাকবে তাঁর হাতের মুঠিতে এবং আসমানসমূহ থাকবে ভাঁজ করা অবস্থায় তাঁর ডান হাতে। মহাপবিত্র ও সুমহান তিনি, তারা যাদেরকে শরীক করে তিনি তাদের ঊর্ধ্বে।] সূরা আয-যুমার: ৬৭।

بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم...

দ্বিতীয় খুতবা

الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد ألا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا.

হে মুসলিমগণ!

আল্লাহর চেয়ে অন্য কারো নিকট প্রশংসা এত প্রিয় নয়। তাই তিনি নিজেরই প্রশংসা করেছেন। আর মানুষের মধ্যে তারতম্যের ভিত্তি হল: আল্লাহকে চেনা, তাকে ভালবাসা ও তার প্রশংসা করা। কাজেই যে ব্যক্তি আল্লাহকে চিনেছে এবং বিশুদ্ধ করেছে তার অন্তরকে, সে আল্লাহকে ভালবাসে ও তাকে সম্মান করে। আল্লাহ সম্পর্কে জ্ঞান যত বাড়তে তাঁর প্রতি আনুগত্যও তত বৃদ্ধি পাবে।

পাপাচার আল্লাহকে সম্মান ও ভক্তির বিষয়টিকে দুর্বল করে দেয়। বান্দার হৃদয়ে আল্লাহর প্রতি সম্মান ও ভক্তি প্রদর্শনের বিষয়টি সুদৃঢ় হলে, কেউ তাঁর অবাধ্যতা করার দুঃসাহস দেখাতে পারে না। সকল পাপের মূলে রয়েছে আল্লাহর বিষয়ে অজ্ঞতা।

আল্লাহকে সম্মান দেখানো ইবাদতকে শানিত করে। যে শ্রেষ্ঠ ইবাদত যা দ্বারা বান্দা রবের নৈকট্য লাভ করতে পারে তা হল: ইবাদতে তাকে একক সাব্যস্ত করা। ফলে সে আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো নিকট কামনা করবে না, তিনি ছাড়া অন্য কারো কাছে সাহায্য কামনা করবে না এবং যে কোন ইবাদত কেবলমাত্র তাঁর জন্যই পালন করবে ।

যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে অন্যের ইবাদত করে, মূলত সে আল্লাহকে যথাযোগ্য সম্মান দেখায়নি এবং সে শির্কে লিপ্ত হয়ে নিজের উপর যুলুম করল। আর যাকে আল্লাহ তায়ালা রবকে সম্মান প্রদর্শন ও একমাত্র তাঁর ইবাদত পালনের দিকে সুপথ দেখিয়েছেন, তার উপর আবশ্যক হল, অন্যদেরকে আল্লাহর একত্ববাদ ও তাকে সম্মান প্রদর্শনের দিকে দাওয়াত দেয়া ।

অতঃপর জেনে রাখুন যে, আল্লাহ তায়ালা আপনাদেরকে তাঁর নবীর উপর সালাত ও সালাম পাঠ করতে নির্দেশ দিয়েছেন।...

সমাপ্ত

আল্লাহর মর্যাদা[১]

إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد ألا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا.

অতঃপর:

আল্লাহর বান্দাগণ! আপনারা যথাযথভাবে আল্লাহর তাকওয়া অবলম্বন করুন এবং ইসলামের রুজ্জুকে সুদৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরুন।

হে মুসলিমগণ!

কোন বিষয়ের গুরুত্বের বিচারে সে বিষয়ের জ্ঞানের মর্যাদা নির্ণিত হয়। আর সর্বশ্রেষ্ঠ ও মর্যাদাপূর্ণ জ্ঞান হল: আল্লাহ সম্পর্কে জ্ঞান। মহান আল্লাহ সম্পর্কে জানার প্রয়োজনীয়তা সকল প্রয়োজনের ঊর্ধ্বে এবং তাকে সম্মান প্রদর্শন করা সকল চাহিদার উপরে; বরং এটা সকল প্রয়োজনের মূল ভিত্তি।

আল্লাহ তায়ালা তাকে ভালবাসা ও তাঁর প্রতি মহব্বতের উপর তাঁর বান্দাদেরকে সৃষ্টি করেছেন। অন্তরকে এজন্যই সৃষ্টি করা হয়েছে: আল্লাহ বলেন:

﴿ فِطۡرَتَ ٱللَّهِ ٱلَّتِي فَطَرَ ٱلنَّاسَ عَلَيۡهَاۚ لَا تَبۡدِيلَ لِخَلۡقِ ٱللَّهِ ﴾

অর্থ: [আল্লাহর ফিতরাত (স্বাভাবিক রীতি বা দ্বীন ইসলাম), যার উপর তিনি মানুষ সৃষ্টি করেছেন।] সূরা আর-রূম: ৩০। এটাই একনিষ্ঠ দ্বীন যার উপর প্রত্যেক নবজাতক জন্ম গ্রহণ করে। আর শয়তান জিন ও মানুষ মানুষের এ প্রকৃতিকে পরিবর্তনের চেষ্টা করে। হাদিসে কুদুসীতে আল্লাহ তায়ালা বলেন: **((আমি আমার বান্দাদের সকলকে একনিষ্ঠ দ্বীনের উপর সৃষ্টি করেছি। অতপর শয়তান তাদের কাছে এসে তাদেরকে তাদের দ্বীন হতে বিচ্যুত করেছে।))**

(১) ২৪ শে যুমাদিউল আওয়াল, ১৪৩৭ হিজরী, জুমার দিনে মসজিদে নববীতে এ খুতবাটি প্রদান করা হয়।

(সহীহ মুসলিম) আর প্রত্যেক মুসলিমই তার ফিতরাত বা প্রকৃতিকে সংরক্ষণ করতে আদিষ্ট। যেন যা বিকৃত হয়েছে তা মূলে ফিরে আসে এবং মুমিনদের ঈমান বৃদ্ধি পায়।

আল্লাহ তায়ালা তাঁর আয়াত সমূহকে তার রুবুবিয়্যাত ও উলুহিয়্যাতের দলীল হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। যদি সমুদ্রের পানি কালি হয় এবং এর সাথে আরো বহু সমুদ্র যুক্ত করা হয়, তবুও আল্লাহর কালেমাসমূহ ও তাঁর নিদর্শনাবলী লিপিব্ধ করা শেষ হবে না।

উক্ত ফিতরাতকে প্রতিষ্ঠিত ও পূর্ণতা দিতে রাসূলগণ প্রেরিত হয়েছেন। অনুরূপভাবে তারা যেসব গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে এসেছেন সেগুলোর অন্যতম হল: 'তাওহীদে রুবুবিয়্যাত', যা আল্লাহর সকল কাজে তাকে একক সাব্যস্ত করার মাধ্যমে প্রতিষ্ঠা করা হয়। এটা দ্বীনের একটি মুলনীতি এবং যে জন্য আল্লাহ বান্দাদেরকে সৃষ্টি করেছেন সেই তাওহীদের একটি প্রকার। এটা তাঁর উপাস্য হওয়ার বিষয়ে তাঁর একত্বের উপর একটি প্রমাণ। এর দ্বারা আল্লাহ তায়ালা ইবাদতে তাঁর একত্বের দাবীর উপর হুজ্জত কায়েম করেছেন। কাজেই এ বিষয়ে শির্ক করা সবচেয়ে বড় ও গর্হিত শির্কের পর্যায়ভুক্ত। আর তাঁর হক যথাযথভাবে আদায় করে না সেই তাঁর প্রভুত্বের বিষয়ে ভুল করে থাকে।

আল্লাহ তায়ালা তাঁর সত্ত্বা, গুণাবলী ও কর্মে পরিপূর্ণ। তাঁর একটি গুণ হল: 'রুবুবিয়্যাত বা প্রভুত্ব' এতে তাঁর কোন অংশীদার নেই, যেমন তাঁর 'উলুহিয়্যাত/উপাস্যত্বে' কোন অংশীদার নেই। মহান আল্লাহ বলেন:

﴿ قُلْ أَغَيْرَ ٱللَّهِ أَبْغِى رَبًّا وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَىْءٍ ﴾

অর্থ: [বলুন, আমি কি আল্লাহকে ছেড়ে অন্যকে রব খুঁজব? অথচ তিনিই সবকিছুর রব!] সূরা আল-আন'আম: ১৬৪।

সৃজন, রাজত্ব, রিযিক প্রদান এবং পরিচালনায় মহান আল্লাহ একক। তিনি স্রষ্টা, তাঁর সাথে অন্য কোন স্রষ্টা নেই। তিনি আসমানসমূহ ও জমিনের উদ্ভাবক। তিনিই সৃষ্টি করেন অতঃপর সুঠাম করেন এবং তিনি তাঁর প্রত্যেক বস্তুকে সৃজন করেছেন উত্তমরূপে। তিনি মহাস্রষ্টা, সর্বজ্ঞ। তিনি যেভাবে প্রথম সৃষ্টির সূচনা করেছিলেন কিয়ামতের দিন সেভাবে পুনরায় সৃষ্টি করবেন, আর

এটা তাঁর জন্য নিতান্তই সহজ ব্যাপার কেননা তিনিই তো সৃষ্টিকর্তা:

﴿ أَفَمَن يَخۡلُقُ كَمَن لَّا يَخۡلُقُۚ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ﴾

অর্থ: [কাজেই যিনি সৃষ্টি করেন তিনি কি তার মত যে সৃষ্টি করতে পারে না? তবুও কি তোমরা শিক্ষা গ্রহণ করবে না?] সূরা আন-নাহল: ১৭।

তিনিই রাজা, রাজত্বও তাঁরই। তিনি বলেছেন:

﴿ ذَٰلِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُمۡ لَهُ ٱلۡمُلۡكُۚ وَٱلَّذِينَ تَدۡعُونَ مِن دُونِهِۦ مَا يَمۡلِكُونَ مِن قِطۡمِيرٍ ﴾

অর্থ: [তিনিই আল্লাহ তোমাদের রব। আধিপত্য তাঁরই। আর তোমরা তাঁর পরিবর্তে যাদেরকে ডাক তারা তো খেজুর আঁটির আবরণের অধিকারী নয়।] সূরা ফাতির: ১৩। তিনি সৃষ্টিকুলের মালিক আসমানসমূহ ও জমিনে যা কিছু আছে সবই তাঁর। আর সকল সৃষ্টি তাঁরই অনুগত, পবিত্রতা ঘোষণাকারী এবং সবাই তাঁকে সিজদাকারী।

তিনিই মহাসর্দার, তাঁর কোন শরীক নেই সকলেই তাঁর বান্দা। তিনি বলেছেন:

﴿ إِن كُلُّ مَن فِي ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلۡأَرۡضِ إِلَّآ ءَاتِي ٱلرَّحۡمَٰنِ عَبۡدٗا ﴾

অর্থ: [আসমানসমূহ ও জমিনে এমন কেউ নেই, যে দয়াময়ের কাছে বান্দারূপে উপস্থিত হবে না।] সূরা মারইয়াম: ৯৩। চিরস্থায়ী পূর্ণ রাজত্ব কেবলমাত্র তাঁরই; তিনিই দুনিয়া ও বিচার দিবসের অধিপতি। আখেরাতে তিনি প্রকাশিত হবেন ও বলবেন:

﴿ لِّمَنِ ٱلۡمُلۡكُ ٱلۡيَوۡمَۖ لِلَّهِ ٱلۡوَٰحِدِ ٱلۡقَهَّارِ ﴾

অর্থ: [আজ কর্তৃত্ব কার? আল্লাহরই, যিনি এক, প্রবল প্রতাপশালী।] সূরা আল-মু'মিন: ১৬। তারপর তিনি নিজেই উত্তর দিবেন:

﴿ لِلَّهِ ٱلۡوَٰحِدِ ٱلۡقَهَّارِ ﴾

অর্থ: [আল্লাহরই, যিনি এক, প্রবল প্রতাপশালী।] সূরা আল-মু'মিন: ১৬।

সৃষ্টিকুল ও রাজত্বকে এককভাবে তিনিই নিয়ন্ত্রণ করেন। সকল বিষয়ের কর্তৃত্ব কেবলমাত্র তাঁরই হাতে। তিনি বলেছেন:

﴿ أَلَا لَهُ ٱلۡخَلۡقُ وَٱلۡأَمۡرُ ﴾

অর্থ: [জেনে রাখ, সৃজন ও আদেশ তাঁরই।] সূরা আল-আ'রাফ: ৫৪। তিনি আদেশ ও নিষেধ করেন, সৃষ্টি করেন ও রিযিক প্রদান করেন, দান করেন ও বঞ্চিত করেন, নিচু ও উত্তোলন করেন, সম্মানিত ও অপদস্ত করেন, জীবন ও মৃত্যু দান করেন। তিনি বলেছেন:

﴿ يُكَوِّرُ ٱلَّيۡلَ عَلَى ٱلنَّهَارِ وَيُكَوِّرُ ٱلنَّهَارَ عَلَى ٱلَّيۡلِۖ وَسَخَّرَ ٱلشَّمۡسَ وَٱلۡقَمَرَ ﴾

অর্থ: [তিনি রাত দ্বারা দিনকে আচ্ছাদিত করেন এবং রাতকে আচ্ছাদিত করেন দিন দ্বারা। আর সূর্য ও চাঁদকে তিনি করেছেন নিয়মাধীন।] সূরা আয-যুমার: ৫। তিনি আরো বলেছেন:

﴿ يُخۡرِجُ ٱلۡحَيَّ مِنَ ٱلۡمَيِّتِ وَيُخۡرِجُ ٱلۡمَيِّتَ مِنَ ٱلۡحَيِّ وَيُحۡيِ ٱلۡأَرۡضَ بَعۡدَ مَوۡتِهَا ﴾

অর্থ: [তিনিই মৃত থেকে জীবিতকে বের করেন এবং তিনিই বের করেন মৃতকে জীবিত থেকে, আর জমিনকে জীবিত করেন তার মৃত্যুর পর।] সূরা আর-রূম: ১৯।

সকল সৃষ্টি তাঁর ক্ষমতা ও ইচ্ছার অধীন। বান্দাদের অন্তর ও ভাগ্য তাঁরই হাতে। সকল বিষয়ের নিয়ন্ত্রণ তাঁর ফয়সালা ও সিদ্ধান্তের সাথে জড়িত। প্রত্যেক আত্মা যা উপার্জন করে তিনি সেগুলো তদারক করেন। আসমান ও জমিন তাঁর নির্দেশে স্থির/দন্ডায়মান। আল্লাহ বলেন:

﴿ وَيُمۡسِكُ ٱلسَّمَآءَ أَن تَقَعَ عَلَى ٱلۡأَرۡضِ إِلَّا بِإِذۡنِهِۦٓۚ ﴾

অর্থ: [আর তিনিই আসমানকে ধরে রাখেন যাতে তা পড়ে না যায় জমিনের উপর তাঁর অনুমতি ছাড়া।] সূরা আল-হাজ্জ: ৬৫। তিনি আরো বলেন:

﴿ يُمۡسِكُ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلۡأَرۡضَ أَن تَزُولَاۚ ﴾

অর্থ: [তিনি আসমানসমূহ ও জমিনকে ধারণ করেন যাতে তারা স্থানাচ্যুত না হয়।] সূরা ফাতির: ৪১। আসমান ও জমিনে যারা আছে সবাই তাঁর কাছে যাচনা করে।

﴿ كُلَّ يَوۡمٍ هُوَ فِي شَأۡنٍ ﴾

অর্থ: [তিনি প্রত্যহ গুরুত্বপূর্ণ কাজে রত।] সূরা আর-রহমান: ২৯। তাঁর

গুরুত্বপূর্ণ কাজের অন্তর্ভুক্ত হচ্ছে: গোনাহ মাফ করেন, পথভ্রষ্টকে হেদায়াত দেন, বিপদগ্রস্তকে বিপদমুক্ত করেন, অসহায়কে সাহায্য করেন, অভাবগ্রস্তকে অভাবমুক্ত করেন, দোয়ায় সাড়া প্রদান করেন ইত্যাদি। মহান আল্লাহ বলেন:

﴿ وَمَا كُنَّا عَنِ ٱلۡخَلۡقِ غَٰفِلِينَ ﴾

অর্থ: [আর আমি সৃষ্টির বিষয়ে মোটেও উদাসীন নই।] সূরা আল-মুমিনুন: ১৭।

তাঁর আদেশসমূহ পর্যায়ক্রমে প্রতিফলিত হয়, তাঁর ইচ্ছে বাস্তবায়ন হয়। তাঁর অনুমতি ছাড়া জগতের ছোট্র শস্যদানাও নড়াচাড়া করে না। তিনি যা চান তা-ই হয়, যা চান না তা হয় না। যা ইচ্ছে তা-ই সৃষ্টি করেন, যা ইচ্ছে তা-ই করেন এবং তাঁর ফয়সালা সুনির্ধারিত, অবশ্যম্ভাবী। তিনি যা প্রদান করেন তা প্রতিহতকারী কেউ নেই, তিনি যা প্রতিহত করেন তার দাতা কেউ নেই। তাঁর আদেশ খন্ডনকারী ও সিদ্ধান্ত রদকারী কেউ নেই। তাঁর ইচ্ছে পূরণে বাঁধা প্রদানকারী ও তাঁর বাণীসমূহের পরিবর্তনকারী কেউ নেই। আসমান ও জমিন সৃষ্টির পঞ্চাশ হাজার বছর পূর্বেই সৃষ্টিকুলের ভাগ্য নির্ধারিন করে রেখেছেন। কোন কিছু সংঘটিত করতে সৃষ্টির সকলে মিলে যদি একত্রিত হয়, আর তা আল্লাহ লিখে না রাখেন; তারা সেটা করতে সক্ষম হবে না। অনুরূপভাবে এমন কিছু প্রতিহত করতে তারা সবাই যদি একত্রিত হয়, যা সংঘটিত হওয়া অবশ্যম্ভাবী; তাতেও তারা সক্ষম হবে না। যদি উম্মতের সবাই কারো ক্ষতি করতে একমত হয়, অথচ আল্লাহ তার ক্ষতি চান না; তারা তার ক্ষতি করতে পারবে না। অনুরূপভাবে তারা যদি কারো উপকার করতে একমত হয়, অথচ আল্লাহ তার উপকার সাধনের অনুমতি দেননি; তারা কখনো তার উপকার সাধন করতে পারবে না। তিনি যাকে ইচ্ছে নিজ অনুগ্রহে হেদায়াত দান করেন, যাকে ইচ্ছে ইনসাফের ভিত্তিতে পথভ্রষ্ট করেন। তিনি কিছু করার ইচ্ছে করলে তাকে শুধু বলেন 'হও', সাথে সাথে তা হয়ে যায়:

﴿ لَا يُسۡـَٔلُ عَمَّا يَفۡعَلُ وَهُمۡ يُسۡـَٔلُونَ ﴾

অর্থ: [তিনি যা করেন সে বিষয়ে তিনি জিজ্ঞাসিত হবেন না; বরং তাদেরকেই জিজ্ঞাসা করা হবে।] সূরা আল-আম্বিয়া: ২৩।

তাঁর বাণীই শ্রেষ্ঠ বাণী; তাঁর বাণীর আদি বা অন্ত নেই। তিনি বলেছেন:

﴿ وَلَوْ أَنَّمَا فِي ٱلْأَرْضِ مِن شَجَرَةٍ أَقْلَٰمٌ وَٱلْبَحْرُ يَمُدُّهُۥ مِنۢ بَعْدِهِۦ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَّا نَفِدَتْ كَلِمَٰتُ ٱللَّهِ﴾

অর্থ: [আর জমিনের সব গাছ যদি কলম হয় এবং সাগর, তার পরে আরও সাত সাগর কালি হিসেবে যুক্ত হয়, তবুও আল্লাহর বাণী নিঃশেষ হবে না। নিশ্চয় আল্লাহ মহাপরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।] সূরা লোকমান: ২৭।

তাঁর জ্ঞান সবকিছুকে বেষ্টন করে আছে। ফলে যা হয়েছে, যা হবে এবং যা হয়নি ও যা হবে না সবই তিনি জানেন। সৃষ্টিকুল কী করেছে, কী কী করবে তাও জানেন। জলে ও স্থলে যা কিছু আছে সে সম্পর্কে তিনি সম্যক অবগত এবং কোন পাতা পড়লে তিনি সেটাও জানেন। আর

﴿لَا يَعْزُبُ عَنْهُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ فِي ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَلَا فِي ٱلْأَرْضِ ﴾

অর্থ: [আসমানসমূহ ও জমিনে তাঁর অগোচরে নয় অণু পরিমাণ কিছু।] সূরা সাবা: ৩। অর্থাৎ তাঁর কাছ থেকে গোপন হয় না। যা আমাদের কাছে উপস্থিত ও যা অনুপস্থিত সবই তিনি জানেন। প্রবৃত্তি যেসব কুমন্ত্রণা দেয় এবং বক্ষে যা গোপন রাখে তাও তিনি জানেন। নারী তার গর্ভে যা ধারণ করে তাও তিনি জানেন। গায়েবের চাবিকাঠি তিনি ছাড়া কারো কাছে নেই । সৃষ্টিকুলের যাবতীয় জ্ঞান তাঁর জ্ঞানের সাগরের এক বিন্দু সমপরিমাণ মাত্র। আল্লাহর ইচ্ছায় তাদের জ্ঞানের পরিমাণ ততটুকু যতটুকু সাগর থেকে চুড়ুই পাখি ঠোকর দিয়ে পানি গ্রহণ করে। খাজির আঃ মুসা আঃ-কে বললেন: ((**আমার এবং তোমার জ্ঞান মিলে আল্লাহর জ্ঞানের ততটুকু হ্রাস করেছে যতটুকু এ চুড়ুই পাখি তার ঠোট দ্বারা সমুদ্রের পানি কমিয়েছে।**)) (বুখারী ও মুসলিম)

তাঁর শ্রবণশক্তি সকল আওয়াজকে পরিবেষ্টন করে। আওয়াজসমূহ তাঁর কাছে বিশৃঙ্খল বা সাদৃশ্যময় মনে হয় না। জনৈকা মহিলা তার স্বামীর বিরুদ্ধে নবী সাঃ এর কাছে অভিযোগ করেন। তখন আয়েশা রাঃ ঘরের এক পাশেই ছিলেন, তার কাছে ঐ মহিলার কিছু কথা অস্পষ্ট ছিল। অথচ সাত আসমানের উপর থেকে আল্লাহ তায়ালা ঐ মহিলার কথা শুনে আয়াত নাযিল করে বলেছেন:

﴿ قَدْ سَمِعَ ٱللَّهُ قَوْلَ ٱلَّتِي تُجَٰدِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِيٓ إِلَى ٱللَّهِ وَٱللَّهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَآ إِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعُۢ بَصِيرٌ ﴾

অর্থ: [আল্লাহ অবশ্যই শুনেছেন সে নারীর কথা; যে তার স্বামীর বিষয়ে আপনার সাথে বাদানুবাদ করছে এবং আল্লাহর কাছেও ফরিয়াদ করছে। আল্লাহ তোমাদের কথোপকথন শুনেন; নিশ্চয় আল্লাহ সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা।] সূরা আল-মুজাদালাহ: ১।

সমস্ত দৃশ্যকে তাঁর দৃষ্টিশক্তি আয়ত্ব করে আছে। কাজেই রাতের অন্ধকারে বান্দাদের কৃতকর্ম তাঁর গোপন নয়। তাদের সমস্ত কৃতকর্মের তিনি সতর্ক দৃষ্টি রাখেন।

যেহেতু সৃষ্টিকুলের সবাই তাঁর সৃষ্টি, কাজেই বিধানও একমাত্র তাঁরই। মহান আল্লাহ বলেন:

﴿ إِنِ ٱلْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ ﴾

অর্থ: [বিধান দেয়ার অধিকার কেবলমাত্র আল্লাহরই।] সূরা ইউসুফ: ৪০। তাঁর বিধান, বিধি-নিষেধ ও শরিয়ত সর্বশ্রেষ্ঠ এবং তাঁর চেয়ে সেরা বিচারক আর নেই।

﴿ وَهُوَ خَيْرُ ٱلْحَٰكِمِينَ ﴾

অর্থ: [আর তিনিই শ্রেষ্ঠ বিচারক।] সূরা ইউনুস: ১০৯। তিনি বিচার করেন, তা খন্ডন বা রদ করার কেউ নেই। আল্লাহ বলেন:

﴿ وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا ﴾

অর্থ: [আর আপনার রব তো কারো উপর যুলুম করেন না।] সূরা আল-কাহাফ: ৪৯। তাঁর চেয়ে অধিক দয়ালু কেউ নেই; তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ দয়ালু ও পরম করুণাময় । সন্তানের প্রতি মায়ের দয়ার চেয়েও তিনি বান্দার প্রতি অধিক দয়াময় । তাঁর দয়া সকল কিছুকে বেষ্টন করে আছে। তাঁর দয়ার একশ'টি ভাগ রয়েছে; তা থেকে তিনি মাত্র এক ভাগ বিতরণ করেছেন। আর তা দ্বারাই সৃষ্টির সকলে একে অপরের প্রতি দয়া অনুগ্রহ করে থাকে। আর বাকি নিরানব্বই ভাগ দয়া তিনি নিজের কাছে রেখে দিয়েছেন।

তিনি মহান দানশীল, তাঁর চেয়ে দানবীর কেউ নেই। সৃষ্টির প্রতি ইহসান ও দান করাকে তিনি পছন্দ করেন। তিনি তাদেরকে তাদের উপর ও নিচ হতে রিযিক প্রদান করেন। তাঁর অনুগ্রহ বিশাল এবং তাঁর ভান্ডার অশেষ। তিনি বলেন:

﴿ قُلۡ مَن يَرۡزُقُكُم مِّنَ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلۡأَرۡضِ ﴾

অর্থ: [বলুন, আসমানসমূহ ও জমিন থেকে কে তোমাদেরকে রিযিক প্রদান করেন?] সূরা সাবা: ২৪। তাঁর হাত (ধনভান্ডারে) পরিপূর্ণ, রাত-দিন অনবরত খরচ করলেও কমে না। ((**তিনি রাত ও দিনে অনবরত প্রদানকারী।**)) রাসূল সাঃ বলেছেন: ((**একটু ভেবে দেখ, আসমান ও জমিন সৃষ্টির পর থেকে তিনি কত পরিমাণ দান করেছেন? অথচ তাতে তাঁর হাতে যা আছে তা মোটেও কমেনি।**)) (বুখারী ও মুসলিম) তিনি বান্দাদের দুয়া কবুল করেন করেন। এ মর্মে মহান আল্লাহ বলেন:

﴿ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌۖ أُجِيبُ دَعۡوَةَ ٱلدَّاعِ إِذَا دَعَانِ ﴾

অর্থ: [আর আমার বান্দা যখন আমার সম্পর্কে আপনাকে জিজ্ঞেস করে, (তখন বলে দিন যে) নিশ্চয় আমি অতি নিকটে। কোন মানুষ যখন আমাকে ডাকে করে, আমি তার ডাকে সাড়া দিই।] সূরা আল-বাকারাহ: ১৮৬। কোন অভাব পূরণই তাঁর কাছে বড় বা ভারি নয় । যদি আদি থেকে অন্ত পর্যন্ত সকল মানুষ ও জিন কোন বিশাল মাঠে দাঁড়িয়ে সবাই তাঁর কাছে আবদার করে, আর তিনি প্রত্যেক ব্যক্তির আবদার পূরণ করেন, তাতে তাঁর কাছে যা আছে তা এতটুকুই কমবে যতটুকু একটা সমুদ্রে সূঁচ ডুবালে তা থেকে পানি হ্রাস করে থাকে।

প্রত্যেক মাখলুকের রিযিকের দায়িত্ব আল্লাহ নিয়েছেন -মানুষ ও জিন, মুসলিম ও কাফের সকলের-। আল্লাহ বলেন:

﴿ وَمَا مِن دَآبَّةٖ فِي ٱلۡأَرۡضِ إِلَّا عَلَى ٱللَّهِ رِزۡقُهَا ﴾

অর্থ: [আর জমিনে বিচরণকারী সবার জীবিকার দায়িত্ব আল্লাহরই।] সূরা হুদ: ৬। তিনিই সর্বশ্রেষ্ঠ রিযিকদাতা। বান্দাদের জন্য তিনি রিযিকের দ্বার উন্মুক্ত করে দিয়েছেন; ফলে সাগরকে অনুকূল করেছেন, নদী নালা প্রবাহিত

করেছেন, প্রচুর পরিমাণে রিযিক দিয়েছেন। বান্দারা না চাইলেও তিনি তাদেরকে অসংখ্য নেয়ামত দান করেছেন। তারা যা চেয়েছে তিনি তা-ই তাদেরকে দিয়েছেন। তিনি বান্দাদের সামনে প্রতি রাতে এ প্রশ্নটি ছুড়ে বলেন: ((**কে আমার কাছে চাইবে? আমি তাকে দিব**।)) (বুখারী ও মুসলিম) সকল কল্যাণ তাঁর পক্ষ থেকেই আসে। তিনি বলেন:

﴿ وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ ٱللَّهِ ﴾

অর্থ: [আর তোমাদের কাছে যেসব নিয়ামত রয়েছে তা তো আল্লাহরই কাছ থেকে।] সূরা আন-নাহ্‌ল: ৫৩। প্রত্যেক মাখলুকের কাছে তিনি রিযিক পৌঁছান। ফলে মায়ের গর্ভের ভ্রূণ, গর্তের পিপিলিকা, আকাশে উড়ন্ত পাখি আর পানির গভীরে মাছের রিযিকের ব্যবস্থা তিনিই করেন। তিনি বলেছেন:

﴿ وَكَأَيِّن مِّن دَآبَّةٍ لَّا تَحْمِلُ رِزْقَهَا ٱللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ ﴾

অর্থ: [আর কত জীব-জন্তু আছে যারা নিজেদের রিযিক মজুদ রাখে না। আল্লাহই রিযিক দান করেন তাদেরকে ও তোমাদেরকে।] সূরা আল-আনকাবূত: ৬০।

তিনি অতি নিকটবর্তী, সাড়া প্রদানকারী। যে তাঁর কাছে আবেদন করে না, তিনি তার উপর অসন্তুষ্ট হন। প্রকৃত বঞ্চিত সেই ব্যক্তি যে রবকে বাদ দিয়ে অন্যের কাছে কামনা করে। কষ্টদায়ক কিছু শুনেও আল্লাহর চেয়ে অধিক ধৈর্যশীল কেউ নেই। তারা তাঁর সাথে অংশীদার স্থাপন করে, তাঁর সন্তান রয়েছে মর্মে দাবি করে; তারপরও তিনি তাদেরকে ক্ষমা করেন ও রিযিক দেন।

তিনি নিজ দয়া ও অনুগ্রহে আনুগত্যশীল বান্দাদেরকে সৎকাজে তাওফীক দান করেন, তাওফীক দানের পর তাদেরকে সওয়াব দান করেন। তিনি গুণগ্রাহী; অল্পেও প্রতিদান দেন এবং আধিক্যতাতেও প্রচুর প্রতিদান দেন; তাঁর নিকট একটি নেকী দশগুণ থেকে বহুগুণ পর্যন্ত বৃদ্ধি পায়। তিনি তাঁর বান্দাদের জন্য জান্নাতে এমন কিছু প্রস্তুত করে রেখেছেন যা কোন চক্ষু দেখেনি, কোন কর্ণ শ্রবণ করেনি এবং কারো হৃদয়ে কল্পনাও জাগেনি। তিনি অনবরত তাদেরকে খুশি করেই যাবেন। অবশেষে তিনি বলবেন: ((**তোমরা কি খুশি হয়েছ? তারা বলবে, কেন খুশি হব না, আপনি তো আমাদেরকে এমন বস্তু দান**

করেছেন যা আপনার সৃষ্টি জগতের আর কাউকেই দান করেননি! তখন তিনি বলবেন, আমি এর চেয়েও উত্তম বস্তু তোমাদেরকে দান করব। তারা বলবে, হে আমাদের প্রতিপালক! এর চেয়েও উত্তম সেই বস্তুটি কী? আল্লাহ বলবেন, আমি তোমাদের উপর আমার সন্তুষ্টি অবধারিত করব। এরপর আমি আর কখনো তোমাদের উপর নাখোশ হব না।)) (বুখারী ও মুসলিম)

তিনি সত্তাগতভাবে অমুখাপেক্ষী, অভাবমুক্ত, তাঁর কাছেই সৃষ্টিকুলের সবাই প্রয়োজন ব্যক্ত করে। তিনি পরিপূর্ণ সর্দার, তাঁর কোন চাহিদা নেই:

﴿ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ * وَلَمْ يَكُن لَّهُۥ كُفُوًا أَحَدٌۢ ﴾

অর্থ: [তিনি কাউকে জন্ম দেননি এবং তাকেও জন্ম দেয়া হয়নি। তাঁর সমতুল্য কেউ নেই।] সূরা আল-ইখলাছ: ৩-৪। আর

﴿ مَا ٱتَّخَذَ صَٰحِبَةً وَلَا وَلَدًا ﴾

অর্থ: [তিনি গ্রহণ করেননি কোন সঙ্গিনী এবং না কোন সন্তান।] সূরা আল-জিন: ৩।

﴿ وَلَمْ يَكُن لَّهُۥ شَرِيكٌ فِى ٱلْمُلْكِ وَلَمْ يَكُن لَّهُۥ وَلِىٌّ مِّنَ ٱلذُّلِّ ﴾

অর্থ: [তাঁর সার্বভৌমত্বে কোন অংশীদার নেই এবং দুর্দশাগ্রস্ততা থেকে বাঁচতে তাঁর অভিভাবকের প্রয়োজন নেই।] সূরা আল-ইসরা: ১১১।

﴿ وَمَا كَانَ مَعَهُۥ مِنْ إِلَٰهٍ ﴾

অর্থ: [আর তাঁর সাথে অন্য কোন ইলাহও নেই।] সূরা আল-মুমিনুন: ৯১। তাঁর করুণা ছাড়া কেউই তাঁর আনুগত্য করতে পারে না এবং তাঁর অজান্তে কেউ তাঁর অবাধ্যতা করতে পারে না। তিনি তাঁর সৃষ্টিকুলের অমুখাপেক্ষী, স্বীয় সত্তায় প্রতিষ্ঠিত এবং প্রত্যেক বস্তু তাঁর সাহায্যে প্রতিষ্ঠিত ও তাঁর মুখাপেক্ষী। মহান আল্লাহ বলেন:

﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ أَنتُمُ ٱلْفُقَرَآءُ إِلَى ٱللَّهِ ۖ وَٱللَّهُ هُوَ ٱلْغَنِىُّ ٱلْحَمِيدُ ﴾

অর্থ: [হে মানুষ! তোমরা আল্লাহর কাছে মুখাপেক্ষী। আর আল্লাহ, তিনিই অমুখাপেক্ষী, প্রশংসনীয়।] সূরা ফাতির: ১৫। আনুগত্যকারীদের ইবাদত তাঁর কোন উপকারে আসে না, অবাধ্যদের কার্যকলাপ তাঁর কোন ক্ষতি করে না।

যদি মানুষ ও জিন জাতির সবাই একজন সর্বাধিক তাকওয়াবান ব্যক্তির হৃদয়ের মত হয়ে যায়, তাহলে এটা তাঁর রাজত্বের কিছুই বৃদ্ধি করবে না। আর যদি তারা একজন সবচেয়ে পাপী ব্যক্তির হৃদয়ের মত হয়ে যায়, তাতেও তাঁর রাজত্বের কিছুই হ্রাস পাবে না। বান্দারা কখনই তাঁর কোন উপকার করতে সক্ষম নয় এবং তারা কখনো তাঁর ক্ষতি করতেও সক্ষম নয়।

তিনি চিরঞ্জীব, সকিছুর ধারক। তাকে তন্দ্রা স্পর্শ করতে পারে না, নিদ্রাও না। তিনি মিযান তুলাদন্ড নিচু করেন ও উঁচু করেন। **((রাতের আমলসমূহ দিনের আমলসমূহের পূর্বেই এবং দিনের আমলসমূহ রাতের আমলসমূহের আগেই তাঁর কাছে পৌঁছানো হয়। তাঁর পর্দা হচ্ছে নূর বা জ্যোতি। তিনি এই পর্দা তুলে নিলে তাঁর চেহারার জ্যোতি সৃষ্টির দৃষ্টিসীমা পর্যন্ত সব কিছুকে ভস্মীভূত করে দিত।))**

তিনি সুমহান বিশাল, প্রতাপশালী, সুদৃঢ়। মর্যাদা তাঁর ভূষণ, অহংকার তাঁর চাদর। তিনি শক্তিমান, তাঁর কোন সাহায্যকারী নেই। তিনি সুউচ্চ, তাঁর কোন উপমা নেই। সব কিছু ধ্বংস হবে তাঁর চেহারা (সত্ত্বা) ব্যতীত।

তিনি সবকিছুকে বেষ্টন করে আছেন, তাকে কোন কিছু পরিবেষ্টন করতে পারে না। আল্লাহ বলেন:

﴿ لَّا تُدۡرِكُهُ ٱلۡأَبۡصَٰرُ وَهُوَ يُدۡرِكُ ٱلۡأَبۡصَٰرَ ﴾

অর্থ: [দৃষ্টিসমূহ তাকে আয়ত্ব করতে পারে না, অথচ তিনি সকল দৃষ্টিকে আয়ত্ব করেন।] সূরা আল-আন'আম: ১০৩।

﴿ وَٱلۡأَرۡضُ جَمِيعٗا قَبۡضَتُهُۥ يَوۡمَ ٱلۡقِيَٰمَةِ وَٱلسَّمَٰوَٰتُ مَطۡوِيَّٰتُۢ بِيَمِينِهِۦ ﴾

অর্থ: [কিয়ামতের দিন সমস্ত জমিন থাকবে তাঁর হাতের মুঠিতে এবং আসমানসমূহ থাকবে ভাঁজ করা অবস্থায় তাঁর ডান হাতে।] সূরা আয-যুমার: ৬৭। তাঁর সুপারিশ নিয়ে সৃষ্টির কারো কাছে যাওয়া যায় না এবং তাঁর কাছে কেউ তাঁর অনুমতি ছাড়া সুপারিশ করতে পারে না। তাঁর কুরসী -তাঁর দু'পা রাখার স্থান- আসমানসমূহ ও জমিনকে পরিব্যাপ্ত করে আছে। আর **((আরশের সাথে কুরসীর তুলনা তেমন যেমন বিরাট ময়দানে নিক্ষিপ্ত লোহার আংটির অবস্থান।))**

আরশ সবচেয়ে বড় সৃষ্টি। তাঁর আরশকে বহন করছে এমন ফেরেশতাগণ যাদের প্রত্যেকের কানের লতি থেকে কাঁধ পর্যন্ত সাত'শত বছরের দূরত্ব।

আল্লাহ তাঁর আরশের উপর উন্নীত হয়েছেন যেভাবে তাঁর মর্যাদার সাথে মানানসই। তিনি আরশ বা অন্য কিছু থেকে অমুখাপেক্ষী।

﴿ تَكَادُ ٱلسَّمَٰوَٰتُ يَتَفَطَّرۡنَ مِن فَوۡقِهِنَّ ﴾

অর্থ: [আসমানসমূহ উপর থেকে ভেঙ্গে পড়ার উপক্রম হয়।] সূরা আশ-শুরা: ৫। অর্থাৎ ফেটে চৌচির হওয়ার উপক্রম হয়; আল্লাহর মহত্বের ভয়ে। তিনি যখন ওহীর বিষয়ে কথা বলেন তখন আল্লাহর ভয়ে আসমানসমূহ প্রবলভাবে প্রকম্পিত হয় ও বিদ্যুত চমকায়। আসমানের অধিবাসীরা চমকে উঠে এবং আল্লাহর উদ্দেশ্যে সেজদায় লুটিয়ে পড়ে।

তিনিই আদি; তাঁর পূর্বে কিছু নেই, তিনিই অন্ত; তাঁর পরে কিছু থাকবে না। তিনি প্রকাশ্য/সবার উপর; তাঁর উপরে কেউ নেই, তিনি গুপ্ত; তাঁর দৃষ্টির অন্তরালে কিছু নেই। তিনি সবকিছুর উপর ক্ষমতাবান, সর্বময় ক্ষমতা তাঁরই। আসমান জমিনের কোন কিছুই তাকে পরাভূত করতে পারে না। তাঁর নির্দেশ চোখের পলকের মত, বরং তার চেয়েও কম সময়ে সম্পন্ন হয়। তাঁর অনেক বাহিনী রয়েছে যাদের সম্পর্কে তিনি ছাড়া আর কেউ জানেনা। দুনিয়ার সময় ফুরিয়ে গেলে জমিন প্রবলভাবে প্রকম্পিত হবে ও তা চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যাবে। আর পর্বতমালাকে সমূলে উৎপাটন করে বিক্ষিপ্ত করা হবে। শিঙ্গায় একটিমাত্র ফুঁৎকারে সৃষ্টির সকলে ভীত-বিহ্বল হয়ে পড়বে। তারপর দ্বিতীয় ফুঁৎকারে তারা সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়বে। অতঃপর তৃতীয় ফুঁৎকারে তারা হাশরের ময়দানে দন্ডায়মান হবে। মহান আল্লাহ যখন চুড়ান্ত বিচারের জন্য অবতীর্ণ হবেন; তখন তাঁর আগমণে ভয় ও সম্মানার্থে আসমান বিদীর্ণ হবে।

তিনি মহামহিম, অতি পবিত্র; সকল ত্রুটি-বিচ্যুতি থেকে পবিত্র। তিনি সর্বোচ্চ পূর্ণতা ও সৌন্দর্য্যের অধিকারী। তাঁর কোন সমকক্ষ ও সাদৃশ্য নেই, নেই কোন উপমা ও দৃষ্টান্ত। তিনি বলেছেন:

﴿ لَيۡسَ كَمِثۡلِهِۦ شَيۡءٞۖ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلۡبَصِيرُ ﴾

অর্থ: [কোন কিছুই তাঁর সদৃশ্য নয়; তিনি সর্বশ্রোতা সর্বদ্রষ্টা।] সূরা আশ-

শূরা: ১১।

পরিশেষে, হে মুসলিমগণ!

আমাদের কি উচিৎ নয়, যে রব এমন গুণাবলী ও কর্মের অধিকারী তাকে ভালবাসব, তাঁর প্রশংসা করব, গুণকীর্তন করব ও একনিষ্ঠভাবে তাঁরই ইবাদত করব?

যে ব্যক্তি আল্লাহকে যথাযথভাবে চিনতে পারে, সে তাঁর নিকটবর্তী হয়, তাঁর প্রতি বিনয়াবনত ও নম্র হয় এবং তার সঙ্গ নেয়। তাঁর প্রতিদানের আশা করে ও প্রশান্তি লাভ করে, তাঁর শাস্তির ভয় করে। তাঁর কাছেই প্রয়োজন ব্যক্ত করে ও পূর্ণ তাওয়াক্কুল করে।

যে ব্যক্তি আল্লাহর প্রশংসা করে ও বেশি বেশি তাঁর গুণকীর্তন করে, সে উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন হয়; কেননা আল্লাহর চেয়ে আর কারো কাছে নিজ প্রশংসা এত বেশি প্রিয় নয়। এজন্যই তিনি নিজের প্রশংসা করেছেন। আর যে ব্যক্তি আল্লাহকে ভালবাসে ও তাঁর ইবাদত করে, আল্লাহও তাকে ভালবাসেন, তার প্রতি সন্তুষ্ট হন এবং তাকে জান্নাতে প্রবেশ করান।

أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ

﴿ إِنَّ ٱللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَٱعْبُدُوهُ هَٰذَا صِرَٰطٌ مُّسْتَقِيمٌ ﴾

অর্থ: [নিশ্চয় আল্লাহ আমার রব এবং তোমাদেরও রব। কাজেই তোমরা তাঁরই ইবাদত কর। এটাই সরল পথ।] সূরা আলে ইমরান: ৫১।

بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم...

দ্বিতীয় খুতবা

الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد ألا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا.

হে মুসলিমগণ!

যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে সৃষ্টির কাউকে অংশীদার স্থাপন করল; মূলত সে বিশ্বপ্রভুর মানহানি করল, তাঁর প্রতি মন্দ ধারণা পোষণ করল এবং অন্যকে তাঁর সমকক্ষ দাঁড় করাল।

শির্ক সমস্ত আমলকে বরবাদ করে দেয় এবং শির্ককারীকে আল্লাহ ক্ষমা করেন না ও তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন না। বরং সে জাহান্নামে স্থায়ী হবে। শির্ক হল ফিতরাতের উপর সবচেয়ে বিরূপ প্রভাব বিস্তারকারী, দুনিয়ার মধ্যে সবচেয়ে বড় ফেতনা, সকল বালা-মসিবতের মূল এবং সকল রোগের সমন্বয়ক। এর ক্ষতি বিশাল ও ভয়াবহতা চরম অসহনীয়।

পাপের কুফল অনেক বড়। এগুলো বান্দার উপর একত্রিত হয়ে তাকে ধ্বংস করে দেয় এবং ব্যক্তি ও তার অন্তরের মাঝে প্রতিবন্ধকতা তৈরি করে। আপতদৃষ্টিতে কোন পাপকে ছোট মনে হলেও তা আল্লাহর কাছে বড়; কাজেই পাপের তুচ্ছতার দিকে না তাকিয়ে আপনি যার অবাধ্যতা করছেন তাঁর বিশাল মর্যাদার দিকে লক্ষ্য করুন।

অতঃপর জেনে রাখুন যে, আল্লাহ তায়ালা আপনাদেরকে তাঁর নবীর উপর সালাত ও সালাম পাঠ করতে নির্দেশ দিয়েছেন।...

সমাপ্ত

বান্দা কর্তৃক তার রবকে চেনা[১]

إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد ألا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا.

অতঃপর:

আল্লাহর বান্দাগণ! আপনারা যথাযথভাবে আল্লাহর তাকওয়া অবলম্বন করুন। কেননা হেদায়াতের পথ অনুসরণে রয়েছে নেয়ামত, আর প্রবৃত্তির অনুকূলে রয়েছে দুঃক-কষ্ট।

হে মুসলিমগণ!

আল্লাহ তায়ালা সৃষ্টিকুলকে সৃষ্টি করেছেন যেন তাঁর জন্য আনুগত্য করা হয় ও তাঁর প্রতি অবনত হয়। সৌভাগ্যের পূর্ণতা রয়েছে আল্লাহকে চেনা ও তাঁর প্রতি বিশ্বাস স্থাপনের মধ্যে। বান্দা কর্তৃক তার রবকে চেনা হচ্ছে প্রথম মূলনীতি যা জানা মানুষের উপর আবশ্যক। এ সম্পর্কেই বান্দাকে সর্বপ্রথম কবরে জিজ্ঞাসা করা হবে। অস্তিত্বহীনতার পর আল্লাহ সৃষ্টিকুলকে অস্তিত্ব দিয়েছেন এবং তাদের উপর অগণিত নেয়ামত অবারিত করেছেন ও তাদের রিযিকের দায়িত্ব নিয়েছে। তিনি বলেছেন:

﴿ وَمَا مِن دَآبَّةٖ فِي ٱلۡأَرۡضِ إِلَّا عَلَى ٱللَّهِ رِزۡقُهَا ﴾

অর্থ: [জমিনে বিচরণকারী সবার জীবিকার দায়িত্ব আল্লাহরই।] সূরা হুদ: ৬।

বিশ্ববাসী কিছুই না থাকার পর তাদেরকে তিনি সৃষ্টি করেছেন। এ মর্মে তিনি বলেন:

﴿ هَلۡ أَتَىٰ عَلَى ٱلۡإِنسَٰنِ حِينٞ مِّنَ ٱلدَّهۡرِ لَمۡ يَكُن شَيۡـٔٗا مَّذۡكُورًا ﴾

অর্থ: [কালপ্রবাহে মানুষের উপর কি এমন এক সময় আসেনি যখন সে

(১) ১৫ ই সফর, ১৪২৬ হিজরী, জুমার দিনে মসজিদে নববীতে এ খুতবাটি প্রদান করা হয়।

উল্লেখযোগ্য কিছুই ছিল না?] সূরা আদ-দাহ্‌র: ১। তিনিই একমাত্র প্রতিপালক যিনি সৃজন, রিযিক প্রদান ও পরিচালনায় একক। তিনি বলেন:

﴿ أَلَا لَهُ ٱلْخَلْقُ وَٱلْأَمْرُ ۗ تَبَارَكَ ٱللَّهُ رَبُّ ٱلْعَٰلَمِينَ ﴾

অর্থ: [জেনে রাখ, সৃজন ও আদেশ তাঁরই। সৃষ্টিকুলের রব কত বরকতময়!] সূরা আল-আ'রাফ: ৫৪।

তিনি স্বীয় একত্বে অদ্বিতীয়, বড়ত্ব ও প্রতাপশালিতার গুণে গুণান্বিত। সকল বিষয়ের চাবিকাঠি তাঁরই করতলে। তিনি সর্বশক্তিমান, সুদৃঢ়, বান্দাদের উপর প্রভাবশালী। তিনি ব্যতীত অন্যের ইবাদত করাকে মোটেও পছন্দ করেন না। তিনি বলেছেন:

﴿ إِن تَكْفُرُوا۟ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَنِىٌّ عَنكُمْ ۖ وَلَا يَرْضَىٰ لِعِبَادِهِ ٱلْكُفْرَ ۖ وَإِن تَشْكُرُوا۟ يَرْضَهُ لَكُمْ ﴾

অর্থ: [যদি তোমরা কুফুরী কর তবে (জেনে রাখ) আল্লাহ তোমাদের মুখাপেক্ষী নন। আর তিনি তাঁর বান্দাদের জন্য কুফুরী পছন্দ করেন না। আর যদি তোমরা কৃতজ্ঞ হও তবে তিনি তোমাদের তা-ই পছন্দ করেন।] সূরা আয-যুমার: ৭।

আল্লাহ তাঁর একত্বের প্রমাণ স্বরূপ প্রত্যেক মাখলুকের মাঝে নিদর্শন রেখেছেন, যেন রবের সাথে অন্তরের সম্পর্ক বৃদ্ধি পায়। পর্যায়ক্রমে আগমণকারী দু'টি নিদর্শন আল্লাহর একত্বকে আমাদেরকে স্মরণ করিয়ে দেয়: রাত যা আচ্ছন্ন করে এবং দিন যা উদ্ভাসিত হয়। একে অপরকে তড়িৎ গতিতে অনুসরণ করে। মহান আল্লাহ বলেন:

﴿ يُغْشِى ٱلَّيْلَ ٱلنَّهَارَ يَطْلُبُهُۥ حَثِيثًا ﴾

অর্থ: [তিনিই দিনকে রাত দিয়ে ঢেকে দেন, তাদের একে অন্যকে দ্রুতগতিতে অনুসরণ করে।] সূরা আল-আ'রাফ: ৫৪। সূর্য ও চন্দ্র উভয়ে সুক্ষ্ম গতিপথে চলাচল করে যা জ্ঞানীদের চমকে দেয়। এটা আগমন করে তো ওটা প্রস্থান করে। সুবিন্যস্ত চলাচল; আগেও আসে না, দেরীও করে না। মহান আল্লাহ বলেন:

﴿ لَا ٱلشَّمْسُ يَنۢبَغِى لَهَآ أَن تُدْرِكَ ٱلْقَمَرَ وَلَا ٱلَّيْلُ سَابِقُ ٱلنَّهَارِ ۚ وَكُلٌّ فِى فَلَكٍ يَسْبَحُونَ ﴾

অর্থ: [সূর্যের পক্ষে সম্ভব নয় চাঁদের নাগাল পাওয়া এবং রাতের পক্ষে সম্ভব নয় দিনেকে অতিক্রমকারী হওয়া। আর প্রত্যেকে নিজ নিজ কক্ষপথে সাঁতার কাটে।] সূরা ইয়াসীন: ৪০। জমিন আমাদেরকে আশ্রয় দেয় আর আকাশ আমাদেরকে ছায়া দেয়। আমরা কোনটা ছাড়া থাকতে পারি না। এটা চমৎকার সৃষ্টি এবং মহাস্রষ্টা কর্তৃক নিয়ন্ত্রণ। আল্লাহ বলেন:

﴿ هَٰذَا خَلۡقُ ٱللَّهِ فَأَرُونِي مَاذَا خَلَقَ ٱلَّذِينَ مِن دُونِهِۦ ﴾

অর্থ: [এটা আল্লাহর সৃষ্টি! সুতরাং তিনি ছাড়া অন্যরা কী সৃষ্টি করেছে আমাকে দেখাও।] সূরা লুকমান: ১১।

এ বিশাল জগতের মহা নিয়ন্ত্রকের বান্দা হয়ে একজন মুসলিম গর্ববোধ করে। আল্লাহ বলেন:

﴿ قُلۡ إِنَّنِي هَدَىٰنِي رَبِّيٓ إِلَىٰ صِرَٰطٖ مُّسۡتَقِيمٖ ﴾

অর্থ: [বলুন, আমার রব তো আমাকে সৎপথে পরিচালিত করেছেন।] সূরা আল-আন'আম: ১৭। সে একমাত্র এ জগতের প্রতিপালকের ইবাদত করে এবং অন্যের জন্য কোন ইবাদত পালন করে না। বিপদে তাঁর কাছে আশ্রয় নেয় এবং প্রকাশ্য ও গোপনে একমাত্র তাকেই ভয় করে। আল্লাহ বলেন:

﴿ وَإِن يَمۡسَسۡكَ ٱللَّهُ بِضُرّٖ فَلَا كَاشِفَ لَهُۥٓ إِلَّا هُوَ ﴾

অর্থ: [আর যদি আল্লাহ আপনাকে কোন দুর্দশা দ্বারা স্পর্শ করেন, তবে তিনি ছাড়া তা মোচনকারী আর কেউ নেই।] সূরা আল-আন'আম: ১৭। ফলে কোন মৃত ব্যক্তি তার কোন ক্ষতি করবে এমনটি সে আশংকা করে না অথবা সে কোন উপকার করবে এমনও আশা করে না।

একমাত্র তাঁকে ভয় করা বিবেকের মধ্যে প্রাধান্য, অন্তরের ভিতরে শান্তি, আত্মায় প্রশান্তি এনে দেয়। যে ব্যক্তি তার রবকে ভয় করে তাকে কেউ আতঙ্কিত করতে পারে না; বরং সে স্থির হৃদয়, শান্ত দেহের অধিকারী হয়। সে হৃদয় কতই না নেয়ামতপূর্ণ যে আল্লাহ ছাড়া কোন সঙ্গ গ্রহণ করে না। মহান আল্লাহ বলেন:

﴿ فَلَا تَخَافُوهُمۡ وَخَافُونِ إِن كُنتُم مُّؤۡمِنِينَ ﴾

অর্থ: [কাজেই যদি তোমরা মুমিন হও তবে তাদেরকে ভয় করো না, আমাকেই ভয় কর।] সূরা আলে ইমরান: ১৭৫। আবু সালমান দারানী রহঃ বলেন: ((যে অন্তর থেকে আল্লাহর ভয় আলাদা হয়ে যায়, সে অন্তর নষ্ট হয়ে যায়।))

বান্দাদের মধ্যে আল্লাহর অধিক নিকটবর্তী তারা যারা তাকে বেশি ভয় করে। নবী সাঃ বলেছেন: ((**তাদের চেয়ে আমি আল্লাহকে বেশি জানি এবং তাদের চেয়ে তাকে বেশি ভয় করি।**)) (বুখারী ও মুসলিম) আর এ জিনিসটি ঈমানের জন্য আবশ্যকীয় বিষয়। যে ব্যক্তি একমাত্র তার রবকে ভয় করে তার জন্য জান্নাতের দরজাসমূহ উন্মুক্ত করে দেয়া হয়। মহান আল্লাহ বলেন:

﴿ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِۦ جَنَّتَانِ﴾

অর্থ: [আর যে তার রবের সম্মুখে উপস্থিত হওয়ার ভয় রাখে, তার জন্য রয়েছে দুটি উদ্যান।] সূরা আর-রাহমান: ৪৬। জনৈক মনীষী বলেছেন: ((আল্লাহ তাঁর বান্দার মাঝে দুইটি ভয় একত্রিত করেন না; কাজেই যে তাকে দুনিয়ায় ভয় করে চলে, তাকে তিনি কেয়ামতের দিন নিরাপত্তা দিবেন । আর যে তাকে দুনিয়ায় নিরাপদ ভাবে ও তার রবকে ভয় করে না, তাকে তিনি আখেরাতে ভীত-সন্ত্রস্ত রাখবেন ।)) তাই আপনি রবকে সমীহ করে চলুন ও আপনার স্রষ্টাকে ভয় করুন; আল্লাহর কাছে আপনি সৃষ্টির সেরা সৌভাগ্যবান হবেন।

কাঙ্খিত বিষয় অর্জন অথবা ভয় থেকে বাঁচতে -যেমন সমস্যা সামাধান বা রোগমুক্তি বা রিযিক কামনা অথবা নিরাপত্তা লাভ- আল্লাহ ছাড়া অন্যের কাছে আশা করবেন না। আপনার আশা-আকাঙ্খা আল্লাহর কাছেই ব্যক্ত করুন, অন্যের কাছে নয়; কেননা সৃষ্টির সবাই প্রকৃতিগতভাবেই দুর্বল, তারা নিজেদেরই উপকার করতে এবং নিজেদের উপর থেকে অকল্যাণ প্রতিহত করতে অক্ষম। অন্যদের ব্যাপারে তারা আরও বেশি অক্ষম। কেউ কোন মাখলুকের কাছে আশা করলে সে নিরাশ হবে । সুতরাং আপনার কামনা ও বাসনা আল্লাহ ছাড়া অন্যের কাছে পেশ করবেন না। না পাওয়া ও চাওয়ার লাঞ্ছনা বৈ কিছুই অর্জন করতে পারবেন না। আল্লাহর অনুগ্রহ, দান ও অপার

করুণার আশা করুন। কেননা আল্লাহর কাছে যা আছে তা কামনা করাও ইবাদত। আল্লাহর কাছে অন্তরকে অবনমিত করায় আত্মসম্মান, মর্যাদা বৃদ্ধি ও আশা পূরণ রয়েছে।

সৃষ্টিকর্তার কাছে অন্তরের বিষয় ন্যস্ত করণে অন্তরের প্রশান্তি রয়েছে এবং যখন সে স্মরণ করবে যে, প্রতিপালক তার অবস্থা সম্পর্কে অবগত, তার বিষয়ে দয়াময়, তার বিপদ দূর করতে সক্ষম, তখন তার সৃষ্টিকর্তার সাথে তার সম্পর্ক বৃদ্ধি পাবে। আর কেনই বা বিপদ দূর করতে অক্ষম, দানে কৃপণ মাখলুকের সাথে সে সম্পর্ক স্থাপন করবে?! আপনার রবই আপনার যাবতীয় বিষয়ে যথেষ্ট; তিনিই আপনার অভিভাবক যদি আপনার প্রয়োজন তাঁর উপর ছেড়ে দেন এবং আপনার যাবতীয় বিষয়ের চাবিকাঠি তাঁর উপর সমর্পণ করেন। আল্লাহ বলেন:

﴿ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى ٱللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُۥ ﴾

অর্থ: [যে ব্যক্তি আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল করে তার জন্য আল্লাহই যথেষ্ট।] সূরা আত্ব-তালাক: ৩।

সৌভাগ্যবান সেই ব্যক্তি যে আল্লাহর রহমতের প্রত্যাশী, তাঁর আযাবের ভয়ে ভীত এবং মাওলার ইবাদতে একাগ্র, বিনয়াবনত। আর এ সকল সুউচ্চ গুণাবলী নবীগণের পরিবারে ছিল। যাকারিয়া আঃ ও তার পরিবার সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন:

﴿ إِنَّهُمْ كَانُوا۟ يُسَـٰرِعُونَ فِى ٱلْخَيْرَٰتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا ۖ
وَكَانُوا۟ لَنَا خَـٰشِعِينَ ﴾

অর্থ: [তারা সৎকাজে প্রতিযোগিতা করত, আর তারা আমাকে ডাকত আগ্রহ ও ভীতির সাথে এবং তারা ছিল আমাদের নিকট বিনয়াবনত।] সূরা আল-আম্বিয়া: ৯০। আল্লাহর নিকট যা আছে রাসূলগণ তা কামনায় অগ্রগামী ছিলেন। মহান আল্লাহ তাঁর নবী মুহাম্মাদ সাঃ-কে উদ্দেশ্য করে বলেন:

﴿ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَٱرْغَب ﴾

অর্থ: [আর আপনার রবের প্রতি গভীর মনোযোগী হোন।] সূরা আল-

ইনশিরাহ: ৮। আর এটা বান্দার গোনাহের অনুপাতে হ্রাস পায় অথবা তার ঈমান বৃদ্ধির ফলে বৃদ্ধি পায়। ইবনুল কাইয়্যিম রহঃ বলেন: ((আল্লাহ যখন বান্দার কল্যাণ চান, তখন তাঁর কাছে আশা ও ভয়ের বিষয়ে তাকে তার সাধ্য নিঃশেষ ও সাধনা করতে তাওফীক দান করেন; কেননা এ দুটো -আশা ও ভয়- তাওফীক লাভের মূলবস্তু। হৃদয়ে আশা ও ভয় প্রতিষ্ঠার অনুপাতে তাওফীক অর্জিত হয়।))

মাখলুককে ভয় করা চরম লাঞ্ছনা ও অপমান । যে ব্যক্তি স্রষ্টাকে ভয় করে সে সম্মানের সাথে জীবন যাপন করে, জীবনে সফলতা পায় এবং সে তার বিচক্ষণতাকে আলোকিত করে। ফলে সে উপদেশ গ্রহণকারী হয়। মহান আল্লাহ বলেন:

﴿ سَيَذَّكَّرُ مَن يَخۡشَىٰ ﴾

অর্থ: [যে ভয় করে সেই উপদেশ গ্রহণ করবে।] সূরা আল-আ'লা: ১০। এবং সে নসিহত থেকে উপদেশ ও শিক্ষা নেয়। আল্লাহ বলেন:

﴿ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَعِبۡرَةٗ لِّمَن يَخۡشَىٰٓ ﴾

অর্থ: [নিশ্চয় যে ভয় করে তার জন্য এতে শিক্ষা রয়েছে।] সূরা আন-নাযি'আত: ২৬। আর আল্লাহর কিতাব তার জন্য আনন্দ ও উপদেশ স্বরূপ হয়:

﴿ مَآ أَنزَلۡنَا عَلَيۡكَ ٱلۡقُرۡءَانَ لِتَشۡقَىٰٓ * إِلَّا تَذۡكِرَةٗ لِّمَن يَخۡشَىٰ ﴾

অর্থ: [আপনি কষ্ট-ক্লেশে পতিত হন- এ জন্য আমি কুরআন নাযিল করিনি; বরং যে ভয় করে তার জন্য উপদেশ হিসেবে।] সূরা ত্বা-হা: ২-৩। এটা আল্লাহর ক্ষমা ও অফুরন্ত প্রতিদানকে আবশ্যক করে। আল্লাহ বলেন:

﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَخۡشَوۡنَ رَبَّهُم بِٱلۡغَيۡبِ لَهُم مَّغۡفِرَةٞ وَأَجۡرٞ كَبِيرٞ ﴾

অর্থ: [নিশ্চয় যারা তাদের রবকে না দেখেই ভয় করে, তাদের জন্য রয়েছে ক্ষমা ও মহাপুরস্কার।] সূরা আল-মুল্ক: ১২। কাজেই আপনার রবকে আপনার দু'চোখের সামনে রাখুন, তাঁর কৌশল ও আযাব অবধারিত হওয়ার বিষয়ে নিরাপদ অনুভব করবেন না। রিযিক বন্ধ বা আরোগ্য লাভে বিলম্ব বা

বিপদাপদ ইত্যাদি বিষয়ে আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে ভয় করবেন না। মহান আল্লাহ বলেন:

﴿ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَٱخْشَوْنِى وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِى عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ﴾

অর্থ: [কাজেই তাদেরকে ভয় করো না এবং আমাকেই ভয় কর। আর যাতে আমি তোমাদের উপর আমার নিয়ামত পরিপূর্ণ করি এবং যাতে তোমরা হেদায়াত লাভ কর।] সূরা আল-বাকারাহ: ১৫০।

বান্দা নিজে দুর্বল, তাই সে সর্বশক্তিমান রবের সাহায্যের মুখাপেক্ষী। তাঁর কাছে সাহায্য প্রার্থনার মাধ্যমে আপনি মাখলুকের কাছে সাহায্য প্রার্থনা থেকে বিমুখ থাকুন। যে ব্যক্তি কাঙ্খিত বিষয় অর্জন করতে চায়, অথচ তা অর্জনে আল্লাহর দ্বারস্ত হয়ে তাঁর কাছে সাহায্য চায়নি; তার সামনে তার পন্থাগুলো বন্ধ করে দেয়া হবে ও অর্জনসমূহ কঠিন হয়ে পড়বে। নবী সাঃ বলেছেন: ((**হে তরুণ! আমি তোমাকে কয়েকটি কথা শিখিয়ে দিচ্ছি; তুমি আল্লাহর বিধানের সংরক্ষণ করবে, তাহলে তিনি তোমাকে হেফাযত করবেন। তুমি আল্লাহর হক রক্ষা করবে, তাহলে তুমি তাঁকে তোমার সামনে পাবে। তুমি কিছু চাইলে আল্লাহর কাছে চাইবে, আর যদি কোন সাহায্য কামনা কর তবে আল্লাহর কাছেই সাহায্য কামনা করবে।**)) (সুনানে তিরমিযি।)

তাঁর কাছে সাহায্য চাওয়া দ্বীনের মূল বিষয়:

﴿ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ﴾

অর্থ: [আমরা শুধু আপনারই ইবাদত করি, এবং শুধু আপনার কাছেই সাহায্য প্রার্থনা করি।] সূরা আল-ফাতিহা: ৫। রাসূলগণ নিজ নিজ সম্প্রদায়কে এটার প্রতি নির্দেশ দিয়েছেন।

﴿ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ ٱسْتَعِينُوا۟ بِٱللَّهِ وَٱصْبِرُوٓا۟ ﴾

অর্থ: [মুসা তার সম্প্রদায়কে বললেন, 'আল্লাহর সাহায্য চাও এবং ধৈর্য ধর।] সূরা আল-আ'রাফ: ১২৮। শায়খুল ইসলাম রহঃ বলেন: ((দ্বীন হল: আল্লাহ ছাড়া অন্যের ইবাদত না করা এবং তিনি ছাড়া অন্যের কাছে সাহায্য কামন না করা।))

বান্দার পরিপূর্ণ অমুখাপেক্ষিতা রয়েছে তার রবের সাথে তার সম্পর্ক

স্থাপনে। বান্দাদের উপর আল্লাহর একটি দয়া হল, যে তাঁর সাথে সম্পর্ক করে তিনি তাকে সহযোগিতা করেন। আর রিযিক সহজলভ্য হয় আনুগত্য ও সাহায্য কামনার দ্বারা এবং তা বৃদ্ধি পায় তাওয়াক্কুল ও বিনায়বনত হওয়ার মাধ্যমে। মহান আল্লাহ বলেন:

﴿ وَمَن يَتَّقِ ٱللَّهَ يَجۡعَل لَّهُۥ مَخۡرَجٗا * وَيَرۡزُقۡهُ مِنۡ حَيۡثُ لَا يَحۡتَسِبُۚ ﴾

অর্থ: [আর যে কেউ আল্লাহর তাকওয়া অবলম্বন করে আল্লাহ তার জন্য (উত্তরণের) পথ করে দেবেন।* এবং তিনি তাকে এমন উৎস হতে রিযিক দিবেন যা সে কল্পনাও করতে পারবে না।] সূরা আত-ত্বলাক: ২-৩।

জীবন বিপদাপদ ও কষ্ট দ্বারা পরিপূর্ণ; মহান আল্লাহ বলেন:

﴿ لَقَدۡ خَلَقۡنَا ٱلۡإِنسَٰنَ فِي كَبَدٍ ﴾

অর্থ: [নিঃসন্দেহে আমি মানুষকে সৃষ্টি করেছি কষ্ট-ক্লেশের মধ্যে।] সূরা আল-বালাদ: ৪। আর প্রত্যেক মানুষের জিন ও মানুষ্য শত্রু রয়েছে, এদের অগ্রভাগে রয়েছে ইবলিশ -আল্লাহ তাকে লানত করুন-; মহান আল্লাহ বলেন:

﴿ إِنَّ ٱلشَّيۡطَٰنَ لَكُمۡ عَدُوّٞ فَٱتَّخِذُوهُ عَدُوًّاۚ ﴾

অর্থ: [নিশ্চয় শয়তান তোমাদের শত্রু; কাজেই তাকে তোমরা শত্রু হিসেবেই গ্রহণ কর।] সূরা ফাতির: ৬। আল্লাহর সান্নিধ্যে আত্মরক্ষা করা, একমাত্র তাঁর কাছে আশ্রয় চাওয়া এবং অনিষ্টতা হতে তাঁর সুরক্ষা আঁকড়ে থাকা ছাড়া বান্দার আর কোন উপায় নেই। প্রতিপালক আল্লাহ মহাপরাক্রমশালী ও সর্বশক্তিমান। কাজেই যে তাকে আঁকড়ে থাকবে তাকে কারো অনিষ্টতা স্পর্শ করবে না এবং কারণ বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও তার উপর থেকে ক্ষতি দূরীভূত হবে; রাসূল সাঃ বলেছেন: ((**কেউ কোন স্থানে আগমণ করে যদি এ দোয়াটি পাঠ করে: "أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ/ আমি আল্লাহর পরিপূর্ণ কালামের মাধ্যমে তাঁর নিকট তাঁর সৃষ্টির অনিষ্টতা হতে আশ্রয় চাই।" তাহলে সে ঐ স্থান ত্যাগ করা পর্যন্ত কোন কিছু তার ক্ষতি করতে পারবে না।**)) (সহীহ মুসলিম) কুরতুবী রহঃ বলেন: ((আমি যখন থেকে এ হাদিসটি সম্পর্কে জেনেছি তখন থেকে এর উপর আমল করছি; আমি

এর উপর আমল ছেড়ে দেওয়ার আগ পর্যন্ত কোন কিছুই আমার ক্ষতি করতে পারেনি। তারপর একরাতে মাহদিয়া নামক স্থানে আমাকে এক বিচ্ছু দংশন করে। তারপর আমি মনে মনে চিন্তা করে বের করলাম, আমি ঐ দিন উক্ত কালেমাগুলো দিয়ে সুরক্ষা গ্রহণ করতে ভুলে গেছি।))

মানুষ কষ্টের সম্মুখীন হয়। তার জীবন কখনো সুখের হতে পারে না আল্লাহকে আঁকড়ে ধরা ও তাঁর কাছে আশ্রয় চাওয়া ছাড়া। কেননা উপকার ও ক্ষতি সাধন সবই আল্লাহর হাতে। কেউ আপনার ক্ষতি করতে চাইলে তার ইচ্ছা পূরণ হবে না যতক্ষণ না সেটা আল্লাহ চান; নবী সাঃ বলেছেন: ((**জেনে রাখ, উম্মতের সকলে একত্রিত হয়ে যদি তোমার কোন ক্ষতি করতে ঐক্যবদ্ধ হয়, তারা কেবল ততটুকুই তোমার ক্ষতি করতে পারবে যতটুকু তোমার উপর আল্লাহ লিপিবদ্ধ করে রেখেছেন।**)) (সুনানে তিরমিযি।) আল্লাহ তায়ালা নবী সাঃ-কে নির্দেশ দিয়েছেন যেন তিনি প্রভাতের স্রষ্টার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করেন সৃষ্টিকুলের অনিষ্টতা হতে এবং রাতের অন্ধকার ও হিংসুকের অনিষ্টতা হতে। জগত থেকে এ অন্ধকার অপসারণ করতে যিনি সক্ষম, তিনি আশ্রয় প্রার্থীর ভয় ও আশংকা দূর করতেও সক্ষম। সকল ক্ষেত্রে আল্লাহর আশ্রয়প্রার্থী ব্যক্তি খারাপ ও ষড়যন্ত্রকারীদের কবল থেকে সুরক্ষিত দূর্গে অবস্থান করে।

কঠিন সময়ে আমাদের রব ছাড়া আমাদের জন্য কোন আশ্রয়স্থল নেই এবং তিনি ছাড়া আমাদের কোন গতিও নেই। আল্লাহর কাছে সাহায্যপ্রার্থী, তাঁর আশ্রয়প্রার্থী ব্যক্তি বিশেষ দোয়া পাঠ করে। আর বিপদাপদ ও ষড়যন্ত্র থেকে মহান রবের কাছে সাহায্য প্রার্থনা করা নবী ও রাসূলগণের অবলম্বন ছিল। মহান আল্লাহ বলেন:

﴿ إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَٱسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي مُمِدُّكُم بِأَلْفٍ مِّنَ ٱلْمَلَٰٓئِكَةِ مُرْدِفِينَ ﴾

অর্থ: [স্মরণ কর, যখন তোমরা তোমাদের রবের কাছে উদ্ধার প্রার্থনা করছিলে, অতঃপর তিনি তোমাদের ডাকে সাড়া দিয়েছিলেন যে, 'অবশ্যই আমি তোমাদেরকে সাহায্য করব এক হাজার ফেরেশতা দিয়ে, যারা একের পর এক আসবে।'] সূরা আল-আনফাল: ৯। মহান আল্লাহ আরো বলেন:

﴿ أَمَّن يُجِيبُ ٱلْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ ﴾

অর্থ: [নাকি তিনি, যিনি আর্তের ডাকে সাড়া দেন যখন সে তাকে ডাকে।] সূরা আন-নাম্‌ল: ৬২।

যে ব্যক্তি মৃতদের কাছে দোয়া করে- তার আহ্বান তো শ্রবণ করা হয় না, তার প্রয়োজনও মেটানো হয় না; মহান আল্লাহ বলেন:

﴿ وَٱلَّذِينَ تَدۡعُونَ مِن دُونِهِۦ مَا يَمۡلِكُونَ مِن قِطۡمِيرٍ * إِن تَدۡعُوهُمۡ لَا يَسۡمَعُواْ دُعَآءَكُمۡ وَلَوۡ سَمِعُواْ مَا ٱسۡتَجَابُواْ لَكُمۡ ﴾

অর্থ: [আর তোমরা তাঁর পরিবর্তে যাদেরকে ডাক তারা তো খেজুর আঁটির আবরণেরও অধিকারী নয়।* তোমরা তাদেরকে ডাকলে তারা তোমাদের ডাক শুনবে না এবং শুনলেও তোমাদের ডাকে সাড়া দিবে না।] সূরা ফাতির: ১৩-১৪। যদি আপনার উপর দূর্ঘটনা এবং কঠিন বিপদ নেমে আসে, তখন আপনি অদৃশ্যের মহাজ্ঞানীর কাছে সাহায্যের জন্য ফরিয়াদ করুন।

﴿ إِنَّمَآ أَمۡرُهُۥٓ إِذَآ أَرَادَ شَيۡـًٔا أَن يَقُولَ لَهُۥ كُن فَيَكُونُ ﴾

অর্থ: [তাঁর ব্যাপার শুধু এই যে, তিনি যখন কোন কিছুর ইচ্ছে করেন, তিনি বলেন, 'হও', ফলে তা হয়ে যায়।] সূরা ইয়াসীন: ৮২।

বান্দাদের কর্মের দ্বারা আল্লাহকে একক সাব্যস্ত করা আক্বীদার স্বচ্ছতা, সমাজের সকলের জন্য সুখের কারণ এবং হৃদয়ের প্রশান্তি।

أَعُوذُ بِٱللَّهِ مِنَ ٱلشَّيۡطَٰنِ ٱلرَّجِيمِ

﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱعۡبُدُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّذِي خَلَقَكُمۡ وَٱلَّذِينَ مِن قَبۡلِكُمۡ لَعَلَّكُمۡ تَتَّقُونَ * ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلۡأَرۡضَ فِرَٰشٗا وَٱلسَّمَآءَ بِنَآءٗ وَأَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءٗ فَأَخۡرَجَ بِهِۦ مِنَ ٱلثَّمَرَٰتِ رِزۡقٗا لَّكُمۡۖ فَلَا تَجۡعَلُواْ لِلَّهِ أَندَادٗا وَأَنتُمۡ تَعۡلَمُونَ ﴾

অর্থ: [হে মানুষ! তোমরা তোমাদের সেই রবের ইবাদত কর যিনি তোমাদেরকে এবং তোমাদের পূর্ববর্তীদেরকে সৃষ্টি করেছেন, যাতে তোমরা তাকওয়ার অধিকারী হও। যিনি জমিনকে তোমাদের জন্য বিছানা ও আসমানকে করেছেন ছাদ এবং আকাশ হতে পানি অবতীর্ণ করে তা দ্বারা তোমাদের জীবিকার জন্য ফলমূল উৎপাদন করেছেন। কাজেই তোমরা

জেনেশুনে কাউকে আল্লাহর সমকক্ষ দাঁড় করিও না।] সূরা আল-বাকারাহ: ২১-২২।

بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم...

দ্বিতীয় খুতবা

الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد ألا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا.

অতঃপর, হে মুসলিমগণ!

সফলতা ও কল্যাণের দ্বারসমূহ উন্মুক্ত করা হয় আল্লাহর সাথে হৃদয়ের সুসম্পর্ক স্থাপনের মাধ্যমে। আর অকল্যাণের দ্বারসমূহ বন্ধ করে দেয়া হয় তাওবা ও ইস্তিগফারের মাধ্যমে। পাপ পরিহারে অন্তরের সুস্থতা বিদ্যমান। আল্লাহর প্রতি মহব্বত, তাঁর ভয় ও তাঁর করুণার আশায় অন্তরকে তাঁর প্রতি ধাবমান করাতে দুনিয়ার নেয়ামত বিদ্যমান। কেননা ভয় আপনাকে আল্লাহর অবাধ্যতা থেকে দূরে রাখবে, আশা আপনাকে তাঁর আনুগত্য করতে উদ্বুদ্ধ করবে এবং তাঁর প্রতি ভালবাসা আপনাকে তাঁর পথে পরিচালিত করবে। কাজেই আপনার সমস্ত আমলকে একমাত্র আল্লাহর নিমিত্তে পালন করুন, প্রকাশ্য ও গোপনে পরিপূর্ণ পন্থায় প্রতিষ্ঠিত করুন। পাশাপাশি আল্লাহর প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস রাখুন যে, নিশ্চয় আল্লাহ অন্তরের খবর ও নিয়্যতসমূহ জানেন, তিনি সকল গোপনীয় সম্পর্কে সম্যক দ্রষ্টা, জ্ঞানী।

অতঃপর জেনে রাখুন যে, আল্লাহ তায়ালা আপনাদেরকে তাঁর নবীর উপর সালাত ও সালাম পাঠ করতে নির্দেশ দিয়েছেন।...

সমাপ্ত

মুসলিম ব্যক্তির আক্বীদা[১]

إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد ألا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا.

অতঃপর:

আল্লাহর বান্দাগণ! আপনারা যথাযথভাবে আল্লাহর তাকওয়া অবলম্বন করুন; কেননা যে ব্যক্তি তার রবের তাকওয়া অবলম্বন করে, সে-ই নাজাত পায়। আর যে তাকে বিশ্বাস করে, তাকে কোন ক্ষতি স্পর্শ করে না এবং যে ব্যক্তি তার কাছে আশা পোষণ করে, তার জন্যই রয়েছে প্রত্যাশিত উত্তম বস্তু।

হে মুসলিমগণ!

নিশ্চয় ইসলাম একটি পরিপূর্ণ ধর্ম যা মানবজাতির যাবতীয় স্বার্থ ও কল্যাণের অন্তর্ভুক্তকারী। এতে কিছু ইবাদত, আচরণ, বিধি-বিধান ও দন্ডের নিয়ম রয়েছে যা ব্যক্তি ও দলকে পরিশুদ্ধ করে এবং বিশৃঙ্খলা ও অশান্তি হতে সমাজকে রক্ষা করে এবং মানব অন্তরকে অবাধ্যতামূলক অন্যায় ও পাপকর্ম হতে বিরত রাখে। তা মানুষকে হীন কর্ম ও দুশ্চরিত্রপণার ঊর্ধ্বে নিয়ে যায়। দ্বীনকে আঁকড়ে ধরা ব্যতীত কারো জীবনে সুখ থাকতে পারে না। ঈমান ও ইখলাছের বৃদ্ধিতে নেকী বিশাল হয় এবং তার প্রতিদান বৃদ্ধি পায়। আর শির্কের কারণে আমলের সওয়াব বিনষ্ট হয়।

কুরাইশদের মধ্যে কিছু লোক ছিল যারা ইবাদত করত, হজ্জ ও উমরা পালন করত, দান-সদকা করত, আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখত, মেহমানদারি করত এবং তারা স্বীকার করত যে সৃজন ও জগত পরিচালনায় একমাত্র আল্লাহই একক সত্তা, তারা বিপদে একমাত্র আল্লাহরই ইবাদত করত; কিন্তু তারা তাদের ও আল্লাহর মাঝে বিভিন্ন মাধ্যম গ্রহণ করে এদের কাছে

(১) ১৪ ই যিলহজ্জ, ১৪২১ হিজরী, জুমার দিনে মসজিদে নববীতে এ খুতবাটি প্রদান করা হয়।

দোয়া করত, এদের জন্য কুরবানী করত, নযর মানত ও এদের কাছে সাহায্য প্রার্থনা করত যেন এরা তাদের জন্য সুপারিশ করে- এ ধারণা পোষণ করে যে, অসিলা হিসেবে এরা তাদের চেয়ে আল্লাহর অধিকতর নিকটবর্তী! অতঃপর আল্লাহ তায়ালা মুহাম্মাদ সাঃ-কে প্রেরণ করলেন, যিনি তাদের পিতা ইবরাহীম আঃ-এর দ্বীনকে পুনর্জীবিত করলেন এবং তাদেরকে জানিয়ে দিলেন যে, যাবতীয় ইবাদত কেবলমাত্র আল্লাহরই হক। আর তাদের এ কর্ম তাদের সমস্ত ইবাদতকে বিনষ্ট করে দিয়েছে। তারপর তিনি তাদের সাথে সংগ্রাম করেছেন যেন দোয়া, কুরবানী, নযর, সাহায্য প্রার্থনা এবং সবধরনের ইবাদত একমাত্র আল্লাহর জন্যই পালিত হয়।

রোগমুক্তি কামনা, গোনাহ ক্ষমা করা ইত্যাদি যা আল্লাহ ব্যতীত আর কেউ ক্ষমতা রাখে না- এগুলো তিনি ছাড়া অন্যের কাছে চাওয়া যাবে না। দোয়া ও সালাতের জন্য কোন কবর বা সমাধিতে গমণ করা যাবে না। কবর কেবলমাত্র মৃতদের বাসস্থান। কবর হয় তাদের নেয়ামতপূর্ণ জায়গা নতুবা তাদের জন্য জাহান্নাম স্বরূপ।

অন্যতম বড় অপরাধ হল: কবরবাসীর কাছে সাহায্য চাওয়া এবং সৃষ্টির কারো কাছে এমন বিষয়ে সাহায্য চাওয়া যা করতে সে মালিক নয়; যেমন ডুবে যাওয়া ব্যক্তির কাছে আরেক ডুবন্ত ব্যক্তির উদ্ধার কামনা করা। যখনই কেউ কোন সৃষ্টির কাছে পরিপূর্ণভাবে কোন কিছুর আশা করবে, এক্ষেত্রে তার আশা বিফল হবে। কাজেই আপনি আল্লাহর অভিমুখী হোন; কেননা আল্লাহই তো রিযিক প্রদান করেন কারণে ও বিনা কারণে এবং এমন উৎস হতে যা আপনি কল্পনাও করতে পারবেন না। অভিভাবক ও সাহায্যকারী হিসেবে আল্লাহই যথেষ্ট।

শির্কের কাফ্ফারা হচ্ছে: তাওহীদ; নিশ্চয় সৎকাজ অসৎকাজকে মিটিয়ে দেয়। যে ব্যক্তি নিজের প্রয়োজন মেটানোর জন্য তার রব ব্যতীত অন্যের কাছে আশা পোষণ করে এবং সৃষ্টিকর্তার সাথে সম্পর্ক স্থাপন থেকে হৃদয়কে অন্যমুখী করে; সে তো কল্পনার জগতে বাস করে এবং অসম্ভব কিছু প্রত্যাশা করে।

ঝাড়ফুঁক, তাবিজ-কবজ ইত্যাদির মাধ্যমে গাইরুল্লাহর কাছে বিপদাপদ দূর

করার প্রত্যাশা করা- গাইরুল্লাহর সাথে সম্পর্ক গড়ার শামিল। রাসূল সাঃ বলেছেন: ((**নিশ্চয় মন্ত্র/ঝাড়ফুঁক, তাবিজ-কবজ ও গিটযুক্ত মন্ত্রপূত সূতা শির্কের অন্তর্ভুক্ত।**)) (মুসনাদে আহমাদ) তাবিজ একটি জড় পদার্থ; এটা আল্লাহর কোন আদেশ প্রতিহত করতে পারে না, বিপদাপদ হতে রক্ষা করতে পারে না, অনাকাঙ্খি বিষয় দূর করতে পারে না এবং আশা আকাঙ্খ পূরণ করতে পারে না। যে ব্যক্তি এগুলো বাচ্চাদের, নারীদের বা অন্য কারো গলায় ঝুলাবে- আল্লাহ তাকে এগুলোর উপরই ন্যস্ত করবেন ও তাকে অপদস্ত করবেন। সুতরাং আপনি আল্লাহর স্মরণাপন্ন হোন এবং যাবতীয় প্রয়োজন তাঁর কাছেই ব্যক্ত করুন। তাঁর কাছেই আশ্রয় গ্রহণ করুন এবং আপনার বিষয় তাঁর উপরই ন্যস্ত করুন; আপনার প্রয়োজন মেটাতে এটাই যথেষ্ট এবং আপনার বক্ষ প্রসারিত হবে। মহান আল্লাহ বলেন:

﴿وَيَرۡزُقۡهُ مِنۡ حَيۡثُ لَا يَحۡتَسِبُۚ وَمَن يَتَوَكَّلۡ عَلَى ٱللَّهِ فَهُوَ حَسۡبُهُۥٓ﴾

অর্থ: [যে ব্যক্তি আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল করে তার জন্য আল্লাহই যথেষ্ট।] সূরা আত-ত্বলাক: ৩। আর আল্লাহর উপর ভরসাকারী বান্দার জন্য যখন তিনি যথেষ্ট হয়ে যাবেন, তখন তিনিই তাকে রক্ষা করবেন; শত্রুর টার্গেটে পরিণত হবে না। কাজেই আপনার ভরসাকে দূর্বল করবেন না এবং আপনার দূর্বলতাকেও ভরসা বানাবেন না।

যাদুকর ও গণকের কাছে আসা, তাদের কল্পকাহিনীকে বিশ্বাস করা এবং তাদেরকে অদৃশ্য ও ভবিষ্যত বিষয়ে জিজ্ঞেস করা, তাদের কাছে ফিরিয়ে রাখা অথবা বশীকরণ কামনা করা অথবা এ ধরনের কর্মকান্ডে খুশি হওয়া ইত্যাদি আক্বীদাগত দোষ, তাওয়াক্কুলের ত্রুটি এবং তাকদীরের উপর অসন্তুষ্টির শামিল। নবী সাঃ বলেছেন: ((**যে ব্যক্তি কোন গণক বা জ্যোতিষীর নিকট আসল এবং তার কথা বিশ্বাস করল; সে মুহাম্মাদ সাঃ-এর উপর যা অবতীর্ণ হয়েছে অর্থাৎ কুরআনকে অস্বীকার করল।**)) (মুসনাদে আহমাদ)

আল্লাহর রিযিক কোন আগ্রহী ব্যক্তির কামনা-বাসনা নিয়ে আসে না এবং এটাকে কোন অপছন্দকারীর অনীহা প্রতিহতও করতে পারে না; হাসান বসরী রহঃ বলেন: ((যখন বুঝতে পারলাম যে, আমার রিযিক আমি ছাড়া অন্য কেউ

কখনো ভক্ষণ করতে পারবে না, তখন থেকেই আমার হৃদয় পরিতৃপ্ত।)) যাদুকর বাভেল্কিবাজদের নিকট যাতায়াতে দ্রুত রিযিক লাভ করা যায় না এবং এতে আয়ুও বাড়ে না। ইমাম কুরতুবী রহঃ বলেন: ((সওয়াব প্রত্যাশী ও অন্যান্য ব্যক্তি যাদের ক্ষমতা রয়েছে এদের বিরুদ্ধে অর্থাৎ যাদুকর ও ভেল্কিবাজদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করার, তাদের উপর এদের বিরুদ্ধে কঠিনভাবে প্রতিবাদ করা ওয়াজিব।))

আপনি যদি সত্যবাদীও হন তবুও -শপথ করলে আল্লাহর সম্মানার্থে আপনি আপনার শপথকে হেফাযত করুন এবং একমাত্র আল্লাহর যেকোন নাম বা গুণবাচক নাম দ্বারা শপথ করুন। কখনই আল্লাহ ব্যতীত অন্য কিছুর নামে শপথ করবেন না; যেমন: কাবা, নবী, আমানতদারিতা, অলী ইত্যাদির নামে।

আল্লাহর নির্ধারিত ফয়সালা/তাকদীর, তাঁর সৃজন ও পরিচালনার উপর দৃঢ় বিশ্বাস রাখুন। তাঁর পরীক্ষা ও হুকুমে ধৈর্য ধারণ করুন এবং তাঁর আদেশকে মেনে নিন। পার্থিব জগত দুঃখ-কষ্ট ও বিষণ্নতায় পরিপূর্ণ, এখানে জটিলতা ও দুর্দশা স্বাভাবিক বিষয়; কাজেই আপনি তাকদীরের উপর বিশ্বাসী হোন; কেননা তাকদীরে বিশ্বাস দ্বীনের একটি রূকন। বস্তুত প্রত্যেক কাম্য বস্তু হস্তগত হয় না। তবে করজোড়ে দোয়া করা এবং পরিপূর্ণভাবে আল্লাহর অভিমুখী হওয়াতে পথ খুলে যায় ও আকাঙ্খা পূরণ হয়।

মুমিনের আশা ও আশঙ্কা সমপর্যায়ের হওয়া উচিত; কোন একটি প্রাধান্য লাভ করলে সে ধ্বংস হবে। অতএব যার আশঙ্কা বা ভয় প্রাধান্য লাভ করবে সে নিরাশায় নিমজ্জিত হবে, আর যার আশা প্রাধান্য লাভ করবে সে নিজেকে আল্লাহর কৌশল থেকে নিরাপদ হওয়ার ধোঁকায় নিমজ্জিত হবে। বস্তুত প্রশংসনীয় ভয় তা-ই যা আপনাকে হারাম বস্তু থেকে নিবৃত রাখে।

আপনি যদি সৎকাজে অন্তরে তৃপ্তি/সুখানুভূতি না পান, তাহলে এ জন্য আপনার অন্তরকেই তিরস্কার করুন; কেননা মহান রব অত্যন্ত কৃতজ্ঞ। আর দুনিয়াতেও জান্নাত রয়েছে, যে তাতে প্রবেশ করে না সে আখেরাতের জান্নাতেও প্রবেশ করতে পারবে না। প্রকৃতপক্ষে বঞ্চিত সেই ব্যক্তি যার হৃদয়কে তার রবের পথ থেকে দূরে রাখা হয়েছে। আর আসল বন্দি সেই ব্যক্তি যার প্রবৃত্তি তাকে আটকে রেখেছে। আল্লাহর ঘরে (মসজিদে) জামাতের সাথে

মুসলিমদের সাথে সালাত আদায় করায় ঈমান বৃদ্ধি পায়, তা চেহারাকে উজ্জ্বল করে এবং অবৈধ জিনিসে বাধা প্রদান করে। আল্লাহ তায়ালা বলেন:

﴿وَأَقِمِ ٱلصَّلَوٰةَۖ إِنَّ ٱلصَّلَوٰةَ تَنۡهَىٰ عَنِ ٱلۡفَحۡشَآءِ وَٱلۡمُنكَرِ﴾

অর্থ: [আর আপনি সালাত কায়েম করুন; নিশ্চয় সালাত বিরত রাখে অশ্লীল ও মন্দ কাজ থেকে। আর আল্লাহর স্মরণই তো সর্বশ্রেষ্ঠ।] সূরা আল-আনকাবূত: ৪৫।

হালাল খাদ্যবস্তু ও পানীয় গ্রহণ করা ঈমানের বিশুদ্ধতা ও সুন্দর কর্মপন্থার প্রমাণ বহন করে। এটা দোয়া কবুলের মাধ্যম; রাসূল সাঃ বলেছেন: ((**হে সাদ! তোমার খাদ্যকে হালাল কর, তাহলে তুমি এমন হবে যার দোয়া কবুল করা হয়।**)) সুদের চর্চা অথবা হারাম লেনদেন বর্জনের মাধ্যমে আপনার হৃদয়ের উন্নতি হবে ও আত্মা পবিত্র হবে।

আল্লাহর জন্য ভালবাসা বা ঘৃণা করা এই নীতির উপর অন্যের সাথে আপনার আচরণ তৈরি করুন। যে ব্যক্তি মানুষের অসন্তুষ্টি সত্ত্বেও আল্লাহর সন্তুষ্টি অন্বেষণ করে, মানুষের পীড়া থেকে তার জন্য আল্লাহই যথেষ্ট হয়ে যান।

যুলুম থেকে সাবধান থাকুন; কেননা যুলুম পরকালে বহুগুণ অন্ধকারে পরিণত হবে। তাছাড়া মাযলুম ব্যক্তির দোয়া কবুল হয় ও তার কামনা প্রতিফলিত হয়। কাজেই অন্যদেরকে তাদের হক থেকে বঞ্চিত করবেন না, তাদের উপর অত্যাচার করবেন না। যুলুম সৎকাজ পরিত্যাগ করা বা অসৎকাজ করাকে অব্যাহতই রাখে। আল্লাহ তায়ালা বলেন:

﴿ وَمَن يَظۡلِم مِّنكُمۡ نُذِقۡهُ عَذَابٗا كَبِيرٗا ﴾

অর্থ: [আর তোমাদের মধ্যে যে যুলুম তথা শির্ক করবে, আমরা তাকে মহাশাস্তি আস্বাদন করাব।] সূরা আল-ফুরকান: ১৯।

নিশ্চয় জ্ঞানী ব্যক্তি অন্যের দোষ-ত্রুটি বাদ নিয়ে নিজের ত্রুটি নিয়ে (সংশোধনের জন্য) ব্যস্ত থাকে এবং তার রবের আনুগত্য করতে প্রচেষ্টা চালায়। আল্লাহর পথ অবলম্বনকারীর এমন উচ্চাকাঙ্খা থাকা উচিত যা তাকে পরিচালিত করবে ও উন্নত করবে এবং এমন জ্ঞান থাকা জরুরী যা তাকে পথ

দেখাবে ও হেদায়াত করবে। কাজেই আপনি আল্লাহর পথে চলুন তাঁর অনুগ্রহ প্রত্যক্ষ করা এবং নিজের দোষ পর্যালোচনার সমন্বয় করে। আর পরনিন্দা ও অপবাদের মাধ্যম মানুষের সম্মানহানি করা হতে সতর্ক থাকুন; রাসূল সাঃ বলেছেন: ((**নিশ্চয় তোমাদের রক্ত, ধন-সম্পদ ও মান-সম্মান তোমাদের পরস্পরের উপর এমন সম্মানিত, যেমন সম্মানিত তোমাদের এই দিন, তোমাদের এই মাসে, তোমাদের এই শহরে।**)) (বুখারী ও মুসলিম)

হিংসা ও প্রবৃত্তি যেন আপনাকে অন্যের উপর অপবাদ আরোপে উদ্বুদ্ধ না করে; কেননা চরিত্রের জন্য সবচেয়ে বেশি ক্ষতির কারণ হল হিংসা। মানুষ প্রকৃতিগতভাবেই অপরের উপর নিজেকে উঁচু মনে করতে ভালবাসে। লাঞ্ছনা তার জন্য যে তাকদীরের প্রতি অসন্তোষ হয়ে সে অনুযায়ী কাজ করে অথবা হিংসার শিকার ব্যক্তির সমালোচনায় লেগে থাকে। অতএব এ ধরনের হীনকর্মকে আপনি নিজের নফসের জন্য অপছন্দ করুন এবং হৃদয়ে তাকওয়া অবলম্বন করুন; কেননা যে ব্যক্তি তাকওয়া অবলম্বন করে ও ধৈর্য ধারণ করে, আল্লাহ তাকে তাকওয়া দ্বারা উপকৃত করেন। আপনি উন্নত চরিত্র ধারণ করুন এবং ইবাদতে অবিচল থাকুন; কেননা অধিক ইবাদত রিয়াকে (লোক দেখানো আমল) প্রতিহত করে। ছোট বড় সবধরনের পাপ পরিহার করুন; কেননা পাপ অন্তর ও দেহকে রোগাক্রন্ত করে, নেয়ামত উঠিয়ে নেয় এবং শাস্তি অবধারিত করে। বস্তুত শয়তান অবাধ্যতাকে মানুষের সামনে সুশোভিত করে তুলে এবং তার শাস্তির কথা ভুলিয়ে দেয় ও তাকে ব্যাপক রহমতের দিকে ইঙ্গিত করে; যেন সে তাকে একের পর এক পাপে জড়িত করতে পারে। পরিণতিতে আল্লাহর পথে ও আখেরাতের আবাসের পথে তার চলা দুর্বলতর হয়ে পড়ে। অথচ এ শয়তান মানুষের সামনে নানা জাল/ফাঁদ পেতে রেখেছে এবং তাদের ধ্বংস/বিপদ কামনা করছে; কাজেই আপনি তার পদাঙ্ক অনুসরণ করবেন না এবং তার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে পিছপা হবেন না। আর বেশি বেশি আনুগত্যমূলক আমল করুন; কেননা সৎ আমল কবুলের একটি আলামত হল এরপরে অনুরুপ সৎ আমল করা।

أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ

﴿وَأَنَّ هَٰذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ ذَٰلِكُمْ وَصَّاكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾

অর্থ: [আর এ পথই আমার সরল পথ; কাজেই তোমরা এর অনুসরণ কর এবং বিভিন্ন পথ অনুসরণ করবে না, করলে তা তোমাদেরকে তাঁর পথ থেকে বিচ্ছিন্ন করবে। এভাবে আল্লাহ তোমাদেরকে নির্দেশ দিলেন যেন তোমরা তাকওয়ার অধিকারী হও।] সূরা আল-আন'আম: ১৫৩।

بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم...

দ্বিতীয় খুতবা

الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد ألا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا.

অতঃপর, হে মুসলিমগণ!

নিশ্চয় জীবনের সাথে মৃত্যু জড়িত, আর দুনিয়ার সাথে আখেরাত জড়িত। সব কিছুর একজন হিসেব গ্রহণকারী রয়েছেন এবং সব কিছুর উপর একজন পর্যবেক্ষক রয়েছেন। প্রত্যেক পাপের শাস্তি রয়েছে এবং প্রত্যেক আয়ুর নির্দিষ্ট সীমা রয়েছে। আপনার জীবনে এমন কিছু সঙ্গী থাকা বাঞ্চনীয় যা আপনার (মৃত্যুর পর) দাফনের সময় সঙ্গী হবে, আপনাকে তার সাথে দাফন করা হবে অথচ সে জীবিতই থাকবে; যদি তা মহৎ হয় তাহলে সে আপনাকেও সম্মানিত করবে, আর যদি তা হীন বা নিকৃষ্ট হয় তবে তা আপনার ক্ষতি করবে; অতঃপর এগুলো আপনার সঙ্গেই হাশর করবে, পূনরুত্থিত হবে এবং এগুলো সম্পর্কেই আপনি জিজ্ঞাসিত হবেন। কাজেই তাকে সৎ হিসেবে বাছাই করুন; যদি সৎ হয় তবে তার সঙ্গ পাবেন, আর যদি নিকৃষ্ট হয় তবে তার থেকে নির্জনতাই অনুভব করবেন; আর উক্ত সঙ্গী হল আপনার আমল!

কাজেই বেশি বেশি সৎ আমল করুন এবং দ্বীনের উপর অবিচল থাকুন ও দ্বীনকে শক্তিশালী রাখতে ধৈর্যাবলম্বন করুন। এর নিষেধকৃত বস্তুসমূহ পরিহার করুন ও আদেশসমূহ পালন করুন। দ্বীনের মুখ্য বিষয়গুলোকে আঁকড়ে থাকুন, আবশ্যক বিষয়গুলো বাস্তবায়ন করুন এবং ইল্‌ম, ঈমান ও সৎকাজ দ্বারা নিজেকে সজ্জিত করুন। কঠিন দৃষ্টান্ত থেকে উপদেশ গ্রহণ করুন এবং কুরআনের উপদেশ থেকে শিক্ষা নিন; কেননা এগুলো মহাসত্য সংবাদ। জীবনের সকল সময় আল্লাহর স্মরণ করুন; কেননা তাঁর স্মরণের কোন বিরতি বা শেষ নেই। ভুল-ত্রুটির জন্য বেশি বেশি ক্ষমা প্রার্থনা করুন এবং ভাল কাজে তাওফিক লাভের জন্য আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করুন।

অতঃপর, আল্লাহর সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ মানুষ মুহাম্মাদ বিন আব্দুল্লাহ সাঃ-এর উপর সালাত ও সালাম পাঠ করুন। আপনাদের রবই তাঁর নবীর উপর সালাত ও সালাম পাঠ করতে নির্দেশ দিয়েছেন...

সমাপ্ত

আল্লাহর প্রতি সুধারণা।[১]

إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد ألا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا.

অতঃপর:

আল্লাহর বান্দাগণ! আপনারা যথাযথভাবে আল্লাহর তাকওয়া অবলম্বন করুন এবং ইসলামের রুজ্জুকে সুদৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরুন।

হে মুসলিমগণ!

বান্দাদের উপর আল্লাহর হক হচ্ছে 'তাওহীদ' তথা তাঁর একত্বে বিশ্বাস করা। এটা দিয়েই আল্লাহ তাঁর রাসূলদের প্রেরণ করেছেন ও কিতাব নাযিল করেছেন। আর এর হাকিকত হল: যাবতীয় ইবাদতে আল্লাহকে একক সাব্যস্ত করা। ইবাদত হচ্ছে: প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য কথা ও কাজের যা কিছু আল্লাহ ভালবাসেন ও পছন্দ করেন তার সমষ্টিগত নাম। অন্তরের কিছু ইবাদত রয়েছে যা অন্তরের সাথেই নির্দিষ্ট। আর এ ইবাদতই অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের ইবাদতের চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ, বেশি ও টেকসই। ঈমানে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের আমল প্রবেশের চেয়ে অন্তরের আমল প্রবেশ করা উত্তম। কাজেই জ্ঞান ও অবস্থার ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত ঈমানই মূল লক্ষ্য। আর বাহ্যিক আমলসমূহ এর পরিপূরক ও অনুগামী এবং এগুলো বিশুদ্ধ ও গ্রহণযোগ্য হবে না যতক্ষণ না অন্তরের আমলের মধ্যস্থতায় সম্পন্ন করা হয়; কেননা এটাই ইবাদতের আত্মা ও শ্রেষ্ঠাংশ। যখন বাহ্যিক আমলগুলো এটা থেকে বিচ্ছিন্ন থাকে, তখন তা আত্মাবিহীন নিথর দেহের মত হয়ে যায়। অন্তরের সুস্থতার উপর সারা দেহের সুস্থতা নির্ভর করে; নবী সাঃ বলেছেন: ((**জেনে রাখ, দেহের মধ্যে এক টুকরা গোশত আছে। যখন তা সুস্থ থাকে তখন সমস্ত দেহই সুস্থ থাকে। আর যখন তা নষ্ট হয়ে যায় তখন সমস্ত**

(১) ১৮ ই ররিউস সানী, ১৪৩৯ হিজরী, জুমার দিনে মসজিদে নববীতে এ খুতবাটি প্রদান করা হয়।

দেহই নষ্ট হয়ে যায়। স্মরণ রেখ, তা হল অন্তর।)) (বুখারী ও মুসলিম)

বান্দাদের অন্তরে যা আছে তার পার্থক্য দ্বারা তাদের মর্যাদার পার্থক্য হয়ে থাকে। এর দ্বারা তাদের আমলেরও পার্থক্য হয়ে থাকে। আর আল্লাহ এই অন্তরকেই দেখে থাকেন। নবী সাঃ বলেছেন: ((**নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের দেহ ও বাহ্যিক আকৃতির দিকে দৃষ্টিপাত করেন না। বরং তিনি তোমাদের অন্তরসমূহের দিকে দৃষ্টিপাত করেন।**)) (সহীহ মুসলিম)

অন্তরের একটি গুরুত্বপূর্ণ আমল হল: 'আল্লাহর প্রতি সুধারণা পোষণ করা'। এটা ইসলামের অন্যতম ফরজ এবং তাওহীদের একটি হক ও আবশ্যিক বিষয়। সামগ্রিকভাবে এটার অর্থ হল: আল্লাহর পরিপূর্ণ সত্তা, সকল নাম ও গুণাবলীর সাথে মানানসই প্রত্যেক ধারণা পোষণ। আর এটা আল্লাহ সম্পর্কে জানা ও জ্ঞানের একটি শাখা। আল্লাহর বিশাল দয়া, তাঁর মর্যাদা, ইহসান, ক্ষমতা, জ্ঞান ও উত্তম চয়নের বিষয়ে সঠিক জ্ঞানের উপর এর ভিত্তি। যখন এগুলোর ভিত্তিতে জ্ঞান পরিপূর্ণ হবে, তখন তা অবশ্যই বান্দার মাঝে তার রব সম্পর্কে সুধারণা তৈরি করবে। আল্লাহর কিছু নাম ও গুণাবলী প্রত্যক্ষকরণের মাধ্যমেও তার সূত্রপাত হতে পারে।

যে ব্যক্তি তার হৃদয়ে আল্লাহর নাম ও গুণাবলীর প্রকৃত মর্ম প্রতিষ্ঠা করেছে, সেই তাতে প্রত্যেক নাম ও গুণের জন্য উপযুক্ত সুধারণা প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছে। কেননা প্রত্যেক নামেরই বিশেষ ইবাদত রয়েছে এবং এর সাথে নির্দিষ্ট সুধারণাও রয়েছে।

আল্লাহর পূর্ণতা, মর্যাদা, সৌন্দর্য্য এবং সৃষ্টির উপর অনুগ্রহ তাঁর প্রতি সুধারণাকে আবশ্যক করে। আর এ বিষয়েই আল্লাহ বান্দদেরকে নির্দেশ নির্দেশ দিয়েছেন:

﴿ وَأَحۡسِنُوٓاْۖ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلۡمُحۡسِنِينَ ﴾

অর্থ: [আর তোমরা ইহসান কর; নিশ্চয় আল্লাহ মুহসীনদেরকে ভালবাসেন।] সূরা আল-বাকারাহ: ১৯৫। সুফিয়ান সাওরী রহঃ বলেন: ((তোমরা আল্লাহর প্রতি সুন্দর ধারণা পোষণ কর।)) এ বিষয়ে নবী সাঃ তার মৃত্যুর পূর্বে গুরুত্বারোপ করেছেন; জাবের রাঃ বলেন: ((আমি রাসূল সাঃ-কে

মৃত্যুর তিন দিন আগে বলতে শুনেছি: **তোমাদের কেউ যেন মহান আল্লাহর প্রতি সুন্দর ধারণা পোষণ না করে মারা না যায়।**)) (সহীহ মুসলিম)

আল্লাহ তায়ালার প্রতি সুধারণা পোষণের জন্য বিনয়ী বান্দাদের তিনি প্রশংসা করেছেন এবং তাদের জন্য পার্থিব সুসংবাদ হিসেবে ইবাদত সহজ করে দিয়েছেন ও ইবাদতকে তাদের জন্য সহায়ক বানিয়েছেন। তিনি বলেন:

﴿ وَٱسۡتَعِينُواْ بِٱلصَّبۡرِ وَٱلصَّلَوٰةِۚ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى ٱلۡخَٰشِعِينَ * ٱلَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُم مُّلَٰقُواْ رَبِّهِمۡ وَأَنَّهُمۡ إِلَيۡهِ رَٰجِعُونَ ﴾

অর্থ: [আর তোমরা ধৈর্য ও সালাতের মাধ্যমে সাহায্য প্রার্থনা কর। আর নিশ্চয় তা বিনয়ীরা ছাড়া অন্যদের উপর কঠিন।* যারা বিশ্বাস করে যে, নিশ্চয় তাদের রবের সাথে তাদের সাক্ষাত ঘটবে এবং নিশ্চয় তারা তাঁরই দিকে ফিরে যাবে।] সূরা আল-বাকারাহ: ৪৫-৪৬। রাসূলগণ -আলাইহিমুস সালাম- আল্লাহ সম্পর্কে জ্ঞানার্জনে উচ্চ মর্যাদা লাভ করেছেন। ফলে তারা তাদের রবের প্রতি সুধারণা রেখে তাদের সকল বিষয় তাঁর উপর ন্যস্ত করেছেন। ইবরাহীম আঃ স্ত্রী হাজেরা ও ছেলে ইসমাঈলকে বায়তুল্লাহর কাছে রেখে যান। তখন মক্কায় কোন মানুষ ও পানি ছিল না। তিনি যখন চলে যাচ্ছিলেন তখন হাজেরা তার পিছু নিয়ে বললেন: ((হে ইবরাহীম! আপনি কোথায় যাচ্ছেন আমাদেরকে এই উপত্যকায় রেখে যেখানে কোন মানুষ বা কিছুই নেই? এ কথাটি তিনি কয়েকবার বললেন। কিন্তু ইবরাহীম আঃ তার দিকে ভ্রুক্ষেপই করলেন না। অবশেষে হাজেরা তাকে বললেন: আল্লাহই কি আপনাকে এরূপ করতে আদেশ করেছেন? তিনি বললেন: হ্যাঁ। তখন হাজেরা বললেন: তাহলে তিনি আমাদেরকে ধ্বংস করবেন না।)) (সহীহ বুখারী।) ফলে আল্লাহর প্রতি সুধারণার ফলাফল যা হবার তা-ই হল: বরকতময় পানির ঝর্ণা বইল, বায়তুল্লাহ আবাদ হল, তার স্মরণ চিরস্থায়ী হল, ইসমাঈল নবী হলেন এবং তার বংশধর থেকেই শেষ নবী ও রাসূলদের ইমাম এলেন!!

ইয়াকুব আঃ তার দুই ছেলেকে হারিয়েও ধৈর্য ধারণ করেছেন এবং বিষয়টি আল্লাহর উপর ন্যস্ত করে বলেছেন:

﴿ قَالَ إِنَّمَآ أَشۡكُواْ بَثِّي وَحُزۡنِيٓ إِلَى ٱللَّهِ ﴾

অর্থ: [আমি আমার অসহনীয় বেদনা, আমার দুঃখ শুধু আল্লাহর কাছেই নিবেদন করছি।] সূরা ইউসুফ: ৮৬। তারপর আল্লাহর প্রতি সুধারণা রেখে এবং তিনিই সর্বশ্রেষ্ঠ হেফাযতকারী এই ধারণার উপর তার অন্তর পরিপূর্ণ হয়ে রইল। অতঃপর তিনি বললেন:

﴿ عَسَى ٱللَّهُ أَن يَأۡتِيَنِي بِهِمۡ جَمِيعًاۚ إِنَّهُۥ هُوَ ٱلۡعَلِيمُ ٱلۡحَكِيمُ ﴾

অর্থ: [হয়ত আল্লাহ তাদেরকে একসঙ্গে আমার কাছে এনে দিবেন। নিশ্চয় তিনি সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।] সূরা ইউসুফ: ৮৩। তিনি স্বীয় সন্তানদেরকেও এ নির্দেশ দিলেন এবং বললেন:

﴿ يَٰبَنِيَّ ٱذۡهَبُواْ فَتَحَسَّسُواْ مِن يُوسُفَ وَأَخِيهِ وَلَا تَاْيۡـَٔسُواْ مِن رَّوۡحِ ٱللَّهِۖ
إِنَّهُۥ لَا يَاْيۡـَٔسُ مِن رَّوۡحِ ٱللَّهِ إِلَّا ٱلۡقَوۡمُ ٱلۡكَٰفِرُونَ ﴾

অর্থ: [হে আমার পুত্রগণ! তোমরা যাও, ইউসুফ ও তার ভাইয়ের সন্ধান কর এবং আল্লাহর রহমত হতে তোমরা নিরাশ হয়ো না। কারণ আল্লাহর রহমত হতে কেউই নিরাশ হয় না কাফের সম্প্রদায় ছাড়া।] সূরা ইউসুফ: ৮৭।

বনী ইসরাঈলগণ অসহনীয় কষ্টে আক্রান্ত হয়েছিল। বিশাল বিপদ সত্তেও আল্লাহর প্রতি সুধারণা অব্যাহত ছিল- যাতে আশা ও উত্তরণের পন্থা বিদ্যমান; তখন মুসা আঃ তার সম্প্রদায়কে বললেন:

﴿ ٱسۡتَعِينُواْ بِٱللَّهِ وَٱصۡبِرُوٓاْۖ إِنَّ ٱلۡأَرۡضَ لِلَّهِ يُورِثُهَا مَن يَشَآءُ مِنۡ عِبَادِهِۦۖ وَٱلۡعَٰقِبَةُ لِلۡمُتَّقِينَ ﴾

অর্থ: [তোমরা 'আল্লাহর সাহায্য চাও এবং ধৈর্য ধর; নিশ্চয় জমিন আল্লাহরই। তিনি তাঁর বান্দাদের মধ্যে যাকে ইচ্ছে তার ওয়ারিশ বানান। আর শুভ পরিণাম তো মুত্তাকীদের জন্যই।] সূরা আল-আ'রাফ: ১২৮। মুসা আঃ ও তার সঙ্গীদের দুশ্চিন্তা চরমে উঠেছিল; সামনে সাগর, আর পেছনে ফেরাউন ও তার বাহিনী! আর তখন:

﴿ قَالَ أَصۡحَٰبُ مُوسَىٰٓ إِنَّا لَمُدۡرَكُونَ ﴾

অর্থ: [মুসার সঙ্গীরা বলল, 'আমরা তো ধরা পড়ে গেলাম।'] সূরা আশ-শু'আরা: ৬১। ঐ মুহূর্তে নবী মুসা কালিমুল্লাহর যে জবাব ছিল তা আল্লাহর

প্রতি তার অগাধ ভরসা এবং সর্বশক্তিমান প্রতিপালকের প্রতি তার সুধারণার সাক্ষী।

﴿قَالَ كَلَّآۖ إِنَّ مَعِيَ رَبِّي سَيَهۡدِينِ ﴾

অর্থ: [তিনি বললেন, 'কখনই নয়! আমার সঙ্গে রয়েছেন আমার রব; সত্ত্বর তিনি আমাকে পথনির্দেশ করবেন।'] সূরা আশ-শু'আরা: ৬২। তখনই অকল্পনীয় নির্দেশনা নিয়ে অহী আসল:

﴿ فَأَوۡحَيۡنَآ إِلَىٰ مُوسَىٰٓ أَنِ ٱضۡرِب بِّعَصَاكَ ٱلۡبَحۡرَۖ فَٱنفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرۡقٖ كَٱلطَّوۡدِ ٱلۡعَظِيمِ *

وَأَزۡلَفۡنَا ثَمَّ ٱلۡأٓخَرِينَ * وَأَنجَيۡنَا مُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُۥٓ أَجۡمَعِينَ * ثُمَّ أَغۡرَقۡنَا ٱلۡأٓخَرِينَ ﴾

অর্থ: [অতঃপর আমি মুসার প্রতি অহী করলাম যে, আপনার লাঠি দ্বারা সাগরে আঘাত করুন। ফলে তা বিভক্ত হয়ে প্রত্যেক ভাগ বিশাল পর্বতের মত হয়ে গেল।* আর আমি সেখানে কাছে নিয়ে এলাম অন্য দলটিকে,* এবং আমি উদ্ধার করলাম মুসা ও তার সঙ্গী সকলকে।* তারপর নিমজ্জিত করলাম অন্য দলটিকে।] সূরা আশ-শু'আরা: ৬৩-৬৬।

আল্লাহর দাসত্ব আদায়ে ও তাঁর প্রতি সুধারণা পোষণের দিক থেকে সৃষ্টিকুলের সেরা ব্যক্তি হলেন: আমাদের নবী মুহাম্মাদ সাঃ। মানুষ তাকে কষ্ট দিয়েছে, তবুও তিনি আল্লাহর প্রতিশ্রুতি ও তাঁর দ্বীনকে বিজয়ী করার বিষয়ে পূর্ণ বিশ্বাসী হয়ে রইলেন। পাহাড়ের ফেরেশতা তাকে বললেন: ((**আপনি চাইলে তাদের উপর দুই পাহাড়কে চাপিয়ে দিব। তখন রাসূল সাঃ বললেন: বরং আমি আশা করি আল্লাহ তাদের বংশ থেকে এমন কাউকে নিয়ে আসবেন, যে এক আল্লাহর ইবাদত করবে, আর তাঁর সাথে কাউকে শরীক করবে না।**)) (বুখারী ও মুসলিম) কঠিন চাপ ও ঘোর অমানিশাতেও আমাদের নবী সাঃ তার রবের প্রতি সুধারণা পোষণে ব্যত্যয় করতেন না; মক্কা থেকে বহিস্কৃত হয়ে পথিমধ্যে এক গুহায় আশ্রয় নেন। সেখানেও কাফেররা তার নাগালের কাছে চলে আসে। তখন তিনি তার সঙ্গীকে সান্তনা দিয়ে বলেন:

﴿ لَا تَحۡزَنۡ إِنَّ ٱللَّهَ مَعَنَا ﴾

অর্থ: [বিষণ্ন হয়ো না, আল্লাহ তো আমাদের সাথে আছেন।] সূরা আত-

তাওবাহ: ৪০। আবু বকর রাঃ বলেন: ((আমি গুহায় থাকাবস্থায় নবী সাঃ-কে বললাম: তাদের কেউ যদি নিজের পায়ের দিকে তাকায়, তাহলে সে আমাদেরকে দেখে ফেলবে। তখন তিনি বললেন: **হে আবু বকর! সে দুজন সম্পর্কে তোমার ধারণা কী- যাদের তৃতীয়জন হলেন আল্লাহ।**)) (বুখারী ও মুসলিম)

এত কষ্ট ও বিপদে আক্রান্ত হয়েও এবং সর্বদিক থেকে যুদ্ধের মুখোমুখী হয়েও তিনি যুগের পরিক্রমায় এ দ্বীন জগতব্যাপী পৌঁছে যাওয়ার ব্যাপরে দৃঢ় প্রত্যয়ী ছিলেন। তিনি বলতেন: ((**এ জমিনের উপর এমন কোন মাটির অথবা পশমের ঘর বাকি থাকবে না, যে ঘরে আল্লাহ এ দ্বীন প্রবেশ করাবেন না। সম্মানীর ঘরে সম্মানের সাথে আর লাঞ্ছিতের ঘরে লাঞ্ছনার সাথে তা পৌঁছাবেন।**)) (মুসনাদে আহমাদ) জনৈক বেদুইন ব্যক্তি নবী সাঃ-এর নিদ্রাবস্থায় তার উপর তরবারী কোষমুক্ত করে। নবী সাঃ বলেন: ((**তারপর আমি জেগে উঠি, তখন তার হাতে খোলা তরবারী।** সে বলল: আমার থেকে কে তোমাকে রক্ষা করবে? **আমি বললাম: আল্লাহ** -তিনবার-**;** তারপরও তিনি তাকে শাস্তি দেননি, অথচ সে বসে আছে।)) (বুখারী ও মুসলিম) মুসনাদে আহমাদে এসেছে: ((তারপর তার হাত থেকে তরবারী পড়ে গেল।))

নবীদের পর মানুষের মধ্যে সাহাবীগণই আল্লাহর প্রতি সবচেয়ে বেশি ভাল ধারণা পোষণ করতেন। মহান আল্লাহ বলেন:

﴿ ٱلَّذِينَ قَالَ لَهُمُ ٱلنَّاسُ إِنَّ ٱلنَّاسَ قَدۡ جَمَعُواْ لَكُمۡ فَٱخۡشَوۡهُمۡ

فَزَادَهُمۡ إِيمَٰنٗا وَقَالُواْ حَسۡبُنَا ٱللَّهُ وَنِعۡمَ ٱلۡوَكِيلُ ﴾

অর্থ: [এদেরকে লোকেরা বলেছিল, তোমাদের বিরুদ্ধে লোক জড়ো হয়েছে, কাজেই তোমরা তাদেরকে ভয় কর; কিন্তু এ কথা তাদের ঈমানকে আরো বাড়িয়ে দিয়েছিল এবং তারা বলেছিল, 'আল্লাহই আমাদের জন্য যথেষ্ট এবং তিনি কত উত্তম কর্মবিধায়ক।'] সূরা আলে ইমরান: ১৭৩। জনৈক ইবনে দাগিন্না আবু বকর রাঃ এর নিকট এসে তাকে গোপনে সালাত আদায় ও কুরআন তেলাওয়াত করতে বলেন অথবা তাকে তার যিম্মাদারী ফেরত দিতে বলেন -অর্থাৎ তাকে সুরক্ষা দেয়ার চুক্তি ভঙ্গ করতে বলেন ও কুরাইশ

কাফেরদের যা করার তা করতে অনুমোদন দিতে বলেন-। তখন আবু বকর রাঃ বললেন: ((আমি আপনার যিম্মাদারী ফেরত দিচ্ছি এবং মহান আল্লাহর আশ্রয় লাভেই আমি সন্তুষ্ট।)) (সহীহ বুখারী।) উমর রাঃ বলেছেন: ((রাসূল সাঃ আমাদেরকে দান-সদকা করতে নির্দেশ দিলেন। সেদিন আমার কাছে মালও ছিল। আমি বললাম: যদি কোনদিন আমি আবু বকরের উপর আগ্রগামী হতে পারি তো আজকেই হতে পারব। কাজেই আমি আমার অর্ধেক মাল নিয়ে উপস্থিত হলাম। রাসূল সাঃ আমাকে জিজ্ঞেস করলেন: **পরিবারের জন্য কী অবশিষ্ট রেখে এসেছ?** আমি বললাম: এর সমপরিমাণ। আর আবু বকর রাঃ তার সমস্ত মাল নিয়ে উপস্থিত হলেন। তখন রাসূল সাঃ তাকে বললেন: **পরিবারের জন্য কী অবশিষ্ট রেখে এসেছ?** তিনি বললেন: তাদের জন্য আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে রেখে এসেছি।)) (সুনানে আবু দাউদ।)

বিশ্বের নারীদের সর্দারিনী খাদিজা রাঃ। অহীর সূচনা লগ্নে তার কাছে নবী সাঃ এসে বললেন: ((**আমি আমার জীবনের উপর আশংকাবোধ করছি।**)) তখন তাকে খাদিজা রাঃ বললেন: কখনো নয়; আপনি সুসংবাদ গ্রহণ করুন! আল্লাহ শপথ, আল্লাহ কখনই আপনাকে অপদস্ত করবেন না। আল্লাহর শপথ, আপনি তো আত্মীয়-স্বজনের সঙ্গে সদাচরণ করেন, সত্য কথা বলেন, অসহায় দুঃস্থদের দায়িত্ব বহন করেন, নিঃস্বকে সাহায্য করেন, মেহমানদের আপ্যায়ন করেন এবং হক পথের দুর্দশাগ্রস্থকে সাহায্য করেন।)) (বুখারী ও মুসলিম)

এ পথেই উম্মতের সালাফগণ চলেছিলেন। সুফিয়ান রহঃ বলেন: ((আমার হিসাবের -অর্থাৎ: আমার নেকী ও পাপের প্রতিদান- বিয়য়টি আমার পিতার কাছে অর্পণ করাও আমি পছন্দ করিনা। আমার পিতার চেয়ে আমার জন্য আমার রবই উত্তম।)) সাঈদ বিন জুবাইর রাঃ তার দোয়ায় বলতেন: ((হে আল্লাহ! আমি আপনার কাছে সত্য তাওয়াক্কুল এবং আপনার প্রতি সুধারণা পোষণের তৌফিক কামনা করছি।))

জিনদের মধ্যেও সৎকর্মশীল রয়েছে, আল্লাহ সম্পর্কে তাদের ধারণাও ভাল। তারা আল্লাহর শক্তিমত্তা ও বিস্তৃত জ্ঞানে বিশ্বাস করে; তাদের একটি উক্তি হল:

﴿ وَأَنَّا ظَنَنَّآ أَن لَّن نُّعۡجِزَ ٱللَّهَ فِي ٱلۡأَرۡضِ وَلَن نُّعۡجِزَهُۥ هَرَبًا ﴾

অর্থ: [এও যে, আমরা বুঝেছি, আমরা জমিনে আল্লাহকে পরাভূত করতে পারব না এবং পালিয়েও তাকে ব্যর্থ করতে পারব না।] সূরা আল-জিন: ১২।

আল্লাহর বান্দাদের মধ্যে এমনও ব্যক্তি রয়েছেন যিনি কোন বিষয়ে আল্লাহর নামে শপথ করলে তা পূরণ করেন; শপথ করার কারণে নয়, বরং আল্লাহর প্রতি সুধারণার কারণে। আর মুমিন ব্যক্তির অবস্থা এমন যে, সে সর্বদাই আল্লাহর প্রতি সুধারণা রাখে। বিশেষকরে সে যখন দোয়া করে ও মুনাজাত করে তখন আরো বেশি; এ দৃঢ় বিশ্বাসে যে, তিনি অতি নিকটে এবং যার কাছে দোয়া করছে তিনি সাড়া দিবেন ও যার কাছে আশা পোষণ করছে তিনি নিরাশ করবেন না।

তওবা কবুলের একটি মাধ্যম হল: রবের প্রতি ভাল ধারণা রাখা। নবী সাঃ তার রবের বরাতে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি বলেন: ((**বান্দা কোন পাপ করে ফেলে; তারপর সে জানতে পারে যে, তার একজন রব রয়েছেন যিনি গোনাহ ক্ষমা করেন এবং গোনাহের জন্য পাকড়াও করেন।... এখন যা ইচ্ছা তুমি আমল কর। আমি তোমার গোনাহ মাফ করে দিয়েছি।**)) (বুখারী ও মুসলিম)

কষ্ট ও বিপদকালে সুধারণা খাঁটি হয় এবং মন্দ ধারণা উন্মুক্ত হয়। উহুদ যুদ্ধের সময় ঈমানদারদের অবস্থা অবিচল ও স্থিতিশীল ছিল, আর অন্যরা আল্লাহর ব্যাপারে জাহেলিয়্যাতের ন্যায় অসত্য ধারণা পোষণ করছিল। আহযাবের যুদ্ধেও মানুষ আল্লাহর উপর নানান রকমের ধারণা পোষণকরে; একদল সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন:

﴿ هُنَالِكَ ٱبۡتُلِيَ ٱلۡمُؤۡمِنُونَ وَزُلۡزِلُواْ زِلۡزَالٗا شَدِيدٗا *

وَإِذۡ يَقُولُ ٱلۡمُنَٰفِقُونَ وَٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٞ مَّا وَعَدَنَا ٱللَّهُ وَرَسُولُهُۥٓ إِلَّا غُرُورٗا ﴾

অর্থ: [তখন মুমিনগণ পরীক্ষিত হয়েছিল এবং তারা ভীষণভাবে প্রকম্পিত হয়েছিল।* আর স্মরণ কর, যখন মুনাফিকরা ও যাদের অন্তরে ছিল ব্যাধি, তারা বলছিল, 'আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল আমাদেরকে যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন তা প্রতারণা ছাড়া কিছু নয়।'] সূরা আল-আহযাব: ১১-১২। পক্ষান্তরে সাহাবায়ে কেরামগণ রাঃ বিশ্বাস করেছিলেন যে, এ কষ্ট আল্লাহর পক্ষ থেকে

পরীক্ষা মাত্র! এর পেছনেই বিজয় ও উত্তরণ রয়েছে। তাদের সম্পর্কে আল্লাহ বলেন:

﴿ وَلَمَّا رَءَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلْأَحْزَابَ قَالُوا۟ هَٰذَا مَا وَعَدَنَا ٱللَّهُ وَرَسُولُهُۥ وَصَدَقَ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُۥ ۚ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّآ إِيمَٰنًا وَتَسْلِيمًا ﴾

অর্থ: [আর মুমিনগণ যখন সম্মিলিত বাহিনীকে দেখল, তারা বলে উঠল, 'এটা তো তাই যার প্রতিশ্রুতি আল্লাহ ও তাঁর রাসূল আমাদেরকে দিয়েছিলেন এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সত্যই বলেছেন। এতে তাদের ঈমান ও আনুগত্যই বৃদ্ধি পেল।] সূরা আল-আহযাব: ২২।

দুশ্চিন্তা, বিপদাপদ ও বিষণ্নতার সময়ে উত্তরণের পথ হল: আল্লাহর প্রতি সুধারণা পোষণ। তিন ব্যক্তি যারা (তাবুক যুদ্ধে না গিয়ে) পেছনে রয়ে গিয়েছিল, তাদের দুশ্চিন্তা তো দূরভীত হয়েছিল আল্লাহর প্রতি তাদের সুধারণার দ্বারা। এদের ব্যাপারে আল্লাহ বলেন:

﴿ وَعَلَى ٱلثَّلَٰثَةِ ٱلَّذِينَ خُلِّفُوا۟ حَتَّىٰٓ إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ ٱلْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنفُسُهُمْ وَظَنُّوٓا۟ أَن لَّا مَلْجَأَ مِنَ ٱللَّهِ إِلَّآ إِلَيْهِ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوٓا۟ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلتَّوَّابُ ٱلرَّحِيمُ ﴾

অর্থ: [আর তিনি তওবা কবুল করলেন অন্য তিনজনেরও, যাদের সম্পর্কে সিদ্ধান্ত স্থগিত রাখা হয়েছিল, যে পর্যন্ত না জমিন বিস্তৃত হওয়া সত্ত্বেও তাদের জন্য সেটা সংকুচিত হয়েছিল এবং তাদের জীবন তাদের জন্য দুর্বিষহ হয়েছিল আর তারা নিশ্চিত উপলব্ধি করেছিল যে, আল্লাহর পাঁকড়াও থেকে বাঁচার জন্য তিনি ছাড়া আর কোন আশ্রয়স্থল নেই। তারপর তিনি তাদের তওবা কবুল করলেন যাতে তারা তওবায় স্থির থাকে। নিশ্চয় আল্লাহ অধিক তওবা কবুলকারী, পরম দয়ালু।] সূরা আত-তাওবাহ: ১১৮।

আর আল্লাহ তায়ালা মহাশক্তিশালী, মহাক্ষমতাবান। তাঁর বান্দাদের ও অলীদের প্রতি তাঁর সাহায্যের পর আর কোন পরাভূতকারী নেই। দৃঢ় বিশ্বাসের অন্তর্ভুক্ত হল: তাঁর সাহায্যের বিষয়ে ভরসা রাখা। মহান আল্লাহ বলেন:

﴿ إِن يَنصُرْكُمُ ٱللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ ۖ وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَن ذَا ٱلَّذِى يَنصُرُكُم مِّنۢ بَعْدِهِۦ ﴾

অর্থ: [আল্লাহ তোমাদেরকে সাহায্য করলে তোমাদের উপর জয়ী হবার

কেউ থাকবে না। আর তিনি তোমাদেরকে লাঞ্ছিত করলে, তিনি ছাড়া আর কে এমন আছে, যে তোমাদেরকে সাহায্য করবেন?] সূরা আলে ইমরান: ১৬০।

মহান আল্লাহ পরম করুণাময়, অতিব দয়ালু। যে ব্যক্তি তাঁর প্রতি ঈমান আনে, সৎকাজ করে এবং আল্লাহর রহমতের প্রত্যাশা করে; সে তা-ই পায়। নবী সাঃ বলেছেন: ((**যখন আল্লাহ তায়ালা সমস্ত সৃষ্টিকে সৃষ্টি করার কাজ সম্পন্ন করলেন, তখন তাঁর নিকটে আরশের উপর একটি লেখা লিখে রেখেছেন। তা হল: 'আমার ক্রোধকে আমার রহমত ছাড়িয়ে গেছে।'**)) (সহীহ বুখারী।)

যার জীবন সংকীর্ণময়, তার সুধারণাতেই প্রশস্থতা ও উত্তরণ রয়েছে। নবী সাঃ বলেছেন: ((**কেউ যদি অভাব-অনটনে পড়ে, আর তা মানুষের কাছে উপস্থাপন করে, তাহলে তার অভাব-অনটন দূর হবে না। আর যে ব্যক্তি অভাবে পড়ে তা আল্লাহর কাছে উপস্থাপন করে; তবে অবশ্যই আল্লাহ তাকে দ্রুত বা বিলম্বে হলেও রিযিক প্রদান করেন।**)) (সুনানে তিরমিযি।) যুবাইর বিন আওয়াম তার ছেলেকে রাঃ বলেন: ((বৎস! তুমি যদি কোন বিষয়ে অক্ষম হও, (অর্থাৎ ঋণ পরিশোধ করতে) তাহলে সে বিষয়ে মাওলার সাহায্য চাইবে। তিনি বলেন: আল্লাহর কসম! তিনি কাকে উদ্দেশ্য করেছেন তা আমি বুঝতে পারিনি। অবশেষে আমি বললাম: হে আমার পিতা! আপনার মাওলা কে? তিনি বললেন: আল্লাহ। তিনি বলেন: আল্লাহর শপথ! তারপর আমি যখনই তার ঋণ আদায়ে কোন সমস্যার সম্মুখীন হয়েছি, তখনই বলেছি: হে যুবাইরের মাওলা! তার পক্ষ থেকে তার ঋণ আদায় করে দিন। আর তার ঋণ শোধ হয়ে যেত।)) (সহীহ বুখারী।)

তিনি বিশাল ক্ষমা ও দানশীল; যে তাঁর অমুখাপেক্ষিতা, বদান্যতা ও ক্ষমার বিষয়ে সুধারণা রাখে, তিনি তার চাওয়া পূরণ করেন। তিনি প্রত্যেক রাতে দুনিয়ার আকাশে অবতরণ করেন, যখন রাতের শেষ তৃতীয়াংশ বাকি থাকে। অতঃপর বলতে থাকেন: ((**কে আছ আমার কাছে দোয়া করবে? আমি তার দোয়া কবুল করব। কে আছ আমার কাছে চাইবে? আমি তাকে প্রদান করব। কে আমার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করবে? আমি তাকে ক্ষমা করে দিব।**)) (বুখারী ও মুসলিম) তাঁর হস্তদ্বয় ভরপুর ((**রাত ও দিনে অনবরত প্রদানেও কমে না।**))

তিনি তওবা কবুলকারী; বান্দাদের ক্ষমা প্রার্থনায় তিনি আনন্দিত হন। তিনি রাতে হাত প্রসারিত রাখেন দিনের পাপীর তওবা কবুল করতে, দিনেও হাত প্রসারিত রাখেন রাতের অপরাধীর তওবা কবুল করার জন্য। তাঁর পূর্ণ গুণাবলীর অন্তর্ভুক্ত যে, তিনি তাঁর পথে অগ্রসরমান কাউকে ফেরত দেন না। বান্দার আয়ু ফুরিয়ে এলে, দুনিয়াকে বিদায় জানানোর সময় ঘনিয়ে এলে এবং তার রবের অভিমুখে যাত্রাকালে আল্লাহর প্রতি তার সুধারণা পোষণ করা আরো বেশি জরুরী। নবী সাঃ বলেছেন: ((**তোমাদের কেউ যেন মহান আল্লাহর প্রতি সুধারণা না রেখে মৃত্যু বরণ না করে।**)) (সহীহ মুসলিম)

এই ইবাদতে আল্লাহর আদেশ পালন ও তাঁর দাসত্বের বাস্তবায়ন রয়েছে। রবের পক্ষ থেকে বান্দার জন্য তা-ই রয়েছে যা সে তাঁর প্রতি ধারণা রাখে। নবী সাঃ বলেছেন: ((**আমি বান্দার সাথে তেমন আচরণ করি যেমন সে আমার ব্যাপারে ধারণা পোষণ করে। আর সে যখন আমাকে স্মরণ করে তখন আমি তার সাথেই থাকি।**)) (বুখারী ও মুসলিম) ইবনে মাসঊদ রাঃ বলেন: ((বান্দা আল্লাহ সম্বন্ধে ভাল ধারণা রাখলে তিনি তাকে তার ধারণা অনুপাতে দান করেন। কেননা সকল কল্যাণ তো তাঁরই হাতে।))

বান্দা যখন তার রবের প্রতি সুধারণা পোষণের রিযিকপ্রাপ্ত হয়; তখন মূলত তার জন্য আল্লাহ তায়ালা দ্বীনের মধ্যে মহাকল্যাণের দ্বার উন্মুক্ত করে দেন। ইবনে মাসঊদ রাঃ বলেন: ((সেই সত্তার কসম যিনি ছাড়া সত্য কোন মাবুদ নেই! কোন মুমিন বান্দাকে 'আল্লাহ সম্পর্কে সুধারণা'র চেয়ে উত্তম কিছু দেয় হয়নি।))

মানুষের আমলসমূহ মুল্যায়িত হয় রব সম্পর্কে তাদের ধারণানুপাতে। মুমিন ব্যক্তি আল্লাহর প্রতি ভাল ধারণা পোষণ করে, তাই সে ভাল আমলও করে। আর কাফের ব্যক্তি আল্লাহ সম্পর্কে মন্দ ধারণা করে, তাই তার কর্মও মন্দ। এই ইবাদতটিতে রয়েছে ইসলামের সৌন্দর্য্য ও ঈমানের পূর্ণতা। এটা ব্যক্তির জন্য তার জান্নাতের পথ। এটা অন্তরের ইবাদত যা আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল ও তাঁর প্রতি পূর্ণ আস্থা তৈরি করে। ইবনুল কাইয়্যিম রহঃ বলেন: ((আপনার রবের প্রতি আপনার সুধারণা ও প্রত্যাশা অনুপাতে তাঁর উপর আপনার তাওয়াক্কুল হয়ে থাকে। এজন্যই অনেকে 'তাওয়াক্কুল'কে 'আল্লাহর

প্রতি সুধারণা'র অর্থে ব্যাখ্যা করেছেন। তবে বাস্তবতা হল: তাঁর প্রতি সুধারণা তাকে তাওয়াক্কুলের প্রতি আহ্বান জানায়; যেহেতু যার প্রতি আপনার মন্দ ধারণা তার উপর আপনার তাওয়াক্কুল বা ভরসা করার কল্পনাই করা যায় না। অনুরূপভাবে যার কাছে আপনি কিছু আশা করেন না তার উপর তাওয়াক্কুলও হয় না।))

এই ইবাদতটির অন্যতম সুফল হল: অন্তরের প্রশান্তি লাভ, আল্লাহর অভিমুখী হওয়া এবং তাঁর কাছে তওবা করা। ঈমানের পর আল্লাহর প্রতি আস্থা ও তাঁর কাছে প্রত্যাশার চেয়ে বক্ষকে অধিক উন্মুক্ত ও প্রশস্থকারী কিছু নেই। এটা ব্যক্তিকে শুভ ধারণার দিকে আহ্বান করে। নবী সাঃ বলেছেন: ((**রোগের সংক্রমণ বলতে কিছু নেই এবং পাখি উড়িয়ে শুভ-অশুভ লক্ষণ বলতে কিছু নেই। তবে আমাকে 'ফাল' তথা শুভ ধারণা বিমোহিত করে।**)) (বুখারী ও মুসলিম) ইমাম হালিমী রহঃ বলেন: ((التشاؤم/কুলক্ষণ হল: আল্লাহর প্রতি মন্দ ধারণা, আর التفاؤل/শুভ ধারণা হল: আল্লাহর প্রতি সুধারণা।))

এটা বান্দাকে বদান্যতা ও সাহসিকতায় সহযোগিতা করে এবং তাকে শক্তি যোগায়। আবু আব্দুল্লাহ সাজী রহঃ বলেন: ((যে ব্যক্তি আল্লাহর উপর ভরসা করে; সে তার শক্তিকে সঞ্চয় করল। আর এটা উত্তম পাথেয় ও সেরা অস্ত্র।)) সালামা বিন দীনার রহঃ-কে বলা হল: ((হে আবু হাযেম! আপনার সম্পদ কী আছে? তিনি বললেন: আল্লাহর প্রতি ভরসা, আর মানুষের হাতে যা আছে তাতে অনাস্থা।))

যে ব্যক্তি তার রবের প্রতি সুধারণা রাখে তার হৃদয় আল্লাহর এই বাণীর প্রতি বিশ্বাসী হয়ে দানশীল হয়ে উঠে এবং সম্পদ দান করে:

﴿ وَمَآ أَنفَقۡتُم مِّن شَيۡءٖ فَهُوَ يُخۡلِفُهُۥ ﴾

অর্থ: [আর তোমরা যা কিছু ব্যয় করবে, তিনি তার বিনিময় দিবেন।] সূরা সাবা: ৩৯। সুলায়মান আদ দারানী রহঃ বলেন: ((যে ব্যক্তি নিজের রিযিকের ব্যাপারে আল্লাহর উপর ভরসা করে, তার সচ্চরিত্রতা বৃদ্ধি পায়, তার মাঝে সহনশীলতা আসে, দানে তার হৃদয় বদান্য হয় এবং সালাতে তার মধ্যে ওয়াসওয়াসা কমে যায়।))।

সুধারণা আল্লাহর নিকট যা আছে তা লাভের প্রত্যাশাকে, তাঁর প্রতিশ্রুতির উপর আস্থাকে এবং সৎকাজ সম্পাদনকে তীব্র করে; তাঁর এ বাণীতে যে অনুগ্রহ এসেছে তা অর্জনের প্রত্যাশায়:

﴿ وَمَا يَفۡعَلُواْ مِنۡ خَيۡرٖ فَلَن يُكۡفَرُوهُ ﴾

অর্থ: [আর উত্তম কাজের যা কিছু তারা করে তা থেকে তাদেরকে কখনো বঞ্চিত করা হবে না।] সূরা আলে ইমরান: ১১৫।

আল্লাহ তাঁর বান্দাদের সাথে তেমন আচরণ করেন যেমন তারা তাঁর প্রতি ধারণা পোষণ করে। যেমন কর্ম, তার ফলও তেমন; কাজেই যে ভাল ধারণা রাখে, তার জন্যও ভাল ফল রয়েছে। আর যে অন্য রকম ধারণা পোষণ করে, সেই ক্ষতিগ্রস্ত হয়। নবী সাঃ বলেছেন: ((**মহান আল্লাহ বলেছেন: আমি বান্দার সাথে তেমনি আচরণ করি যেমন সে আমার ব্যাপারে ধারনা করে; কাজেই সে আমার ব্যাপারে যেমন ইচ্ছে তেমন ধারণা করুক। যদি ভাল ধারণা করে তো তার জন্যই ভাল, আর যদি মন্দ ধারণা করে তো তাতে তারই মন্দ হবে।**)) (মুসনাদে আহমাদ)

বান্দা যদি আল্লাহ সম্পর্কে সুধারণা রাখে, তবে অবশ্যই আল্লাহ তাকে কখনো নিরাশ করবেন না। যে ব্যক্তি তার রব সম্পর্কে সুন্দর ধারণা পোষণ করত সে কেয়ামতের দিন বলবে:

﴿ هَآؤُمُ ٱقۡرَءُواْ كِتَٰبِيَهۡ ۞ إِنِّي ظَنَنتُ أَنِّي مُلَٰقٍ حِسَابِيَهۡ ۞ فَهُوَ فِي عِيشَةٖ رَّاضِيَةٖ ۞ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٖ ﴾

অর্থ: ['লও, আমার 'আমলনামা' পড়ে দেখ। আমি দৃঢ় বিশ্বাস করতাম যে, আমাকে আমার হিসেবের সম্মুখীন হতে হবে।' কাজেই সে যাপন করবে সন্তোষজনক জীবন, সুউচ্চ জান্নাতে।] সূরা আল-হাক্কাহ: ১৯-২২।

পরিশেষে, হে মুসলিমগণ!

আল্লাহ মহাসম্মানিত, মহামহিম, সর্বশক্তিমান ও সুমহান; তিনি কিছু চাইলে তাকে শুধু বলেন: 'হও', তখনি তা হয়ে যায়। তিনি তাঁর কিতাব সংরক্ষণের ওয়াদা করেছেন, তাঁর দ্বীনকে বিজয়ী করেছেন এবং মুত্তাকীদের জন্য শুভ পরিণাম নির্ধারণ করেছেন। তিনি যাকে ইচ্ছে অগণিত রিযিক প্রদান করেন। যে তাঁর নিকট আশ্রয় গ্রহণ করে তার বিপদাপদ তিনি দূর করেন।

আল্লাহ সম্পর্কে যার জ্ঞান বৃদ্ধি পায়; তাঁর ব্যাপারে তার বিশ্বাসও বৃদ্ধি পায়। আর যে ব্যক্তি তাঁর ব্যাপারে মন্দ ধারণা পোষণ করে; সেটা তো তাঁর পরিপূর্ণ নাম ও গুণাবলী সম্পর্কে তার অজ্ঞতার কারণেই। আর এটা জাহেল লোকদের বৈশিষ্ট্য। মহান আল্লাহ বলেন:

﴿ يَظُنُّونَ بِٱللَّهِ غَيۡرَ ٱلۡحَقِّ ظَنَّ ٱلۡجَٰهِلِيَّةِ ﴾

অর্থ: [তারা আল্লাহ সম্পর্কে জাহেলী ধারণার ন্যায় অসত্য ধারণা পোষণ করছিল।] সূরা আলে ইমরান: ১৫৪।

আল্লাহর নাম ও গুণাবলীর প্রতি ঈমানের অন্যতম সুফল হল: তাঁর প্রতি ভাল ধারণা পোষণ করা, তাঁর উপর নির্ভর করা এবং সবকিছু তাঁর উপরই ন্যস্ত করা।

أَعُوذُ بِٱللَّهِ مِنَ ٱلشَّيۡطَٰنِ ٱلرَّجِيمِ

﴿ فَمَا ظَنُّكُم بِرَبِّ ٱلۡعَٰلَمِينَ ﴾

অর্থ: [তাহলে সকল সৃষ্টির রব সম্বন্ধে তোমাদের ধারণা কী?] সূরা আস-সাফ্ফাত: ৮৭।

بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم...

দ্বিতীয় খুতবা

الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد ألا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا.

হে মুসলিমগণ!

আল্লাহর প্রতি সুধারণার প্রকৃত রূপ সুন্দর আমলে প্রকাশ পায়। ইহসানের সাথে তা পালনে সেটা উপকারী হয়। আর আল্লাহর অধিক অনুগত ব্যক্তিরাই তাঁর প্রতি সবচেয়ে সুন্দর ধারণা পোষণ করে থাকে। বান্দা তার রবের ব্যাপারে যত সুন্দর ধারণা পোষণ করে তার আমলও তত সুন্দর হয়। আর যার কর্ম মন্দ হয় তার ধারণাগুলোও মন্দ হয়। আর যখন সুধারণার সাথে পাপকর্ম মিলিত হয়, তখন আল্লাহর কৌশল থেকে নিরাপদ হওয়ার ধারণা চলে আসে। সুধারণা যদি ব্যক্তিকে সৎকাজে উদ্বুদ্ধ করে, তবেই সেটা উপকারী। আর অন্তরে এর ঘাটতি তৈরি হলে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দ্বারা অবাধ্যতা প্রকাশ পায়।

অতঃপর জেনে রাখুন যে, আল্লাহ তায়ালা আপনাদেরকে তাঁর নবীর উপর সালাত ও সালাম পাঠ করতে নির্দেশ দিয়েছেন।...

সমাপ্ত

তাওহীদ বিনষ্টকারী বিষয়সমূহ(১)

إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد ألا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا.

অতঃপর:

আল্লাহর বান্দাগণ! আপনারা যথাযথভাবে আল্লাহর তাকওয়া অবলম্বন করুন; কেননা যে ব্যক্তি তার রবের তাকওয়া অবলম্বন করে, সে-ই নাজাত পায়। আর যে তার থেকে বিমুখ হয় সে-ই লাঞ্ছিত হয়।

হে মুসলিমগণ!

বান্দার সফলতা নির্ভর করে আল্লাহর প্রতি তার পূর্ণ দাসত্ব প্রকাশের উপর। আর দাসত্বের নিশ্চিত বাস্তবায়ন হয় আল্লাহর জন্য ইখালাছের সাথে আমল এবং নবী সাঃ-এর আদর্শের অনুসরণের মাধ্যমে। বান্দা যদি আল্লাহর প্রতি মুখলিছ তথা একনিষ্ঠ না হয়ে আমল করে, তাহলে তার আমল হবে ধূলিকণার ন্যায়; মহান আল্লাহ তায়ালা বলেন:

﴿ وَقَدِمْنَآ إِلَىٰ مَا عَمِلُوا۟ مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَٰهُ هَبَآءً مَّنثُورًا ﴾

অর্থ: [আর আমি তাদের কৃতকর্মে দিকে অগ্রসর হয়ে সেগুলোকে বিক্ষিপ্ত ধূলিকণায় পরিণত করব।] সূরা আল-ফুরকান: ২৩। আর যদি সে আমলে মুখলিছ হয়, কিন্তু নবীর সুন্নাতের অনুসারী না হয়, তাহলে তার আমল পরিত্যাজ্য বলে গণ্য হবে। রাসূল সাঃ বলেছেন: ((**যে ব্যক্তি এমন আমল করল যার উপর আমাদের কোন দিকনির্দেশনা নেই; তাহলে তা পরিত্যজ্য হবে।**)) (সহীহ মুসলিম) তবে যদি আমল একনিষ্ঠ ও সঠিকভাবে আদায় করা হয়, তাহলে সেটা গ্রহণযোগ্য ও প্রতিদানযোগ্য হবে; মহান আল্লাহ বলেন:

(১) ২৮ শে যিলক্বদ, ১৪২৬ হিজরী, জুমার দিনে মসজিদে নববীতে এ খুতবাটি প্রদান করা হয়।

﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّٰلِحَٰتِ كَانَتۡ لَهُمۡ جَنَّٰتُ ٱلۡفِرۡدَوۡسِ نُزُلًا ﴾

অর্থ: [নিশ্চয় যারা ঈমান এনেছে এবং সৎকাজ করেছে তাদের আতিথেয়তার জন্য রয়েছে জান্নাতুল ফেরদাউস।] সূরা আল-কাহ্ফ: ১০৭।

কিছু বিষয় গ্রহণ ও কিছু বর্জন, এ দুই নীতির উপর দ্বীন ইসলাম প্রতিষ্ঠিত। এ দুটো ছাড়া কারো ইসলাম বিশুদ্ধ হতে পারে না; সমস্ত উপাস্য ও উপসনাকারীদের বর্জন এবং একমাত্র আল্লাহর জন্য যাবতীয় উপাসনাকে সাব্যস্ত করা। মহান আল্লাহ বলেন:

﴿ فَمَن يَكۡفُرۡ بِٱلطَّٰغُوتِ وَيُؤۡمِنۢ بِٱللَّهِ فَقَدِ ٱسۡتَمۡسَكَ بِٱلۡعُرۡوَةِ ٱلۡوُثۡقَىٰ لَا ٱنفِصَامَ لَهَاۗ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴾

অর্থ: [অতএব যে তাগূতকে অস্বীকার করবে ও আল্লাহর উপর ঈমান আনবে সে এমন এক দৃঢ়তর রুজ্জু ধারণ করল যা কখনো ভাঙ্গবে না। আর আল্লাহ সর্বশ্রোত, সর্বজ্ঞ।] সূরা আল-বাকারাহ: ২৫৬। আর রাসূল সাঃ বলেছেন: ((**যে ব্যক্তি 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলল এবং আল্লাহ ব্যতীত অন্যান্য উপাস্যকে অস্বীকার করল, তার জান-মাল নিরাপদ। আর তার অন্তরের হিসাব-নিকাশ আল্লাহর নিকটে।**)) (বুখারী ও মুসলিম)

ইসলামের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশ হল তাওহীদ । সবেচেয়ে কঠিন নিষেধাজ্ঞা হল এর বিপরীত বিষয় তথা শিরক। রাসূল সাঃ-কে জিজ্ঞেস করা হল: ((কোন গোনাহ আল্লাহর কাছে সবচেয়ে মারাত্মক? তিনি বললেন: **আল্লাহর সমকক্ষ দাঁড় করানো, অথচ তিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন।**)) (বুখারী ও মুসলিম) সকল রাসূলের দাওয়াতও এক ছিল; ইবাদতে আল্লাহকে একক সাব্যস্তকরণের নির্দেশ প্রদান এবং শির্ক বা তদসংশ্লিষ্ট কাজে জড়িত হওয়া থেকে সতর্ক করা। মহান আল্লাহ বলেন:

﴿ وَلَقَدۡ بَعَثۡنَا فِي كُلِّ أُمَّةٖ رَّسُولًا أَنِ ٱعۡبُدُواْ ٱللَّهَ وَٱجۡتَنِبُواْ ٱلطَّٰغُوتَۖ ﴾

অর্থ: [আর অবশ্যই আমি প্রত্যেক জাতির মধ্যে রাসূল পাঠিয়েছিলাম এ নির্দেশ দিয়ে যে, তোমরা আল্লাহর ইবাদত কর এবং তাগুতকে বর্জন কর।] সূরা আন-নাহল: ৩৬। যে ব্যক্তি আল্লাহর নির্দেশমত তাঁর ইবাদতে অবিচল

থাকবে, সে তার নিজের মধ্যে, ধন-সম্পদে, সন্তানাদিতে ও বাড়িতে শান্তি পাবে এবং কবরে ও হাশরের দিনে নিরাপত্তা পাবে। মহান আল্লাহ বলেন:

﴿ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَلَمۡ يَلۡبِسُوٓاْ إِيمَٰنَهُم بِظُلۡمٍ أُوْلَٰٓئِكَ لَهُمُ ٱلۡأَمۡنُ وَهُم مُّهۡتَدُونَ ﴾

অর্থ: [যারা ঈমান এনেছে এবং তাদের ঈমানকে যুলুম (শির্ক) দ্বারা কলুষিত করেনি, নিরাপত্তা তাদেরই জন্য এবং তারাই হেদায়াতপ্রাপ্ত।] সূরা আল-আন'আম: ৮২।

প্রকৃত তাওহীদ পাপাচারকে বিদূরিত করে, গোনাহ মিটিয়ে দেয় এবং জাহান্নামে প্রবেশে প্রতিবন্ধক হয়। রাসূল সাঃ বলেছেন: ((**সেই ব্যক্তির উপর আল্লাহ জাহান্নামের আগুণ হারাম করে দেন, যে আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে বলে: 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ'/আল্লাহ ছাড়া সত্য কোন মাবুদ নেই।**)) (বুখারী ও মুসলিম) যে ব্যক্তি তাওহীদের ওয়াজিব ও মুস্তাহাব বিষয়গুলো বাস্তবায়ন করবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। নবী সাঃ এদের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করে বলেন: ((**এরা তারাই, যারা ঝাড়ফুঁক করে না, পাখি উড়িয়ে ভাগ্য পরীক্ষা করে না, (চিকিৎসার জন্য) আগুনে পোড়ানো লোহার দাগ লাগায় না। বরং তারা তাদের রবের উপর ভরসা রাখে।**)) (বুখারী ও মুসলিম) তাদের হৃদয় আল্লাহর সাথে সংযুক্ত এবং অন্তরের যাবতীয় বিষয়ও তাঁর উপর ন্যস্ত।

শির্কের পরিণতি ভয়াবহ; আমল বরবাদ করে দেয় এবং রবকে ক্রোধান্বিত করে। মহান আল্লাহ বলেন:

﴿ وَلَقَدۡ أُوحِيَ إِلَيۡكَ وَإِلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبۡلِكَ لَئِنۡ أَشۡرَكۡتَ لَيَحۡبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ ٱلۡخَٰسِرِينَ ﴾

অর্থ: [আপনার প্রতি ও আপনার পূর্ববর্তীদের প্রতি অবশ্যই ওহী হয়েছে যে, যদি আপনি শির্ক করেন তবে আপনার সমস্ত আমল তো নিস্ফল হবে এবং অবশ্যই আপনি হবেন ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত।] সূরা যুমার: ৬৫। রাসূল সাঃ বলেছেন: ((**যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে শির্ক করে মৃত্যু বরণ করল; সে জাহান্নামে প্রবেশ করবে।**)) (বুখারী ও মুসলিম) বরং এটা স্থায়ীভাবে জাহান্নামকে আবশ্যক করে দেয়। যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন:

﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَغۡفِرُ أَن يُشۡرَكَ بِهِۦ وَيَغۡفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَن يَشَآءُ ﴾

অর্থ: [নিশ্চয় আল্লাহ তাঁর সাথে শরীক করাকে ক্ষমা করেন না। এর নিম্ন পর্যায়ের অপরাধ যাকে ইচ্ছে ক্ষমা করেন।] সূরা আন-নিসা: ৪৮। যেহেতু শির্ক দুনিয়া ও আখেরাতে ধ্বংস অবধারিত করে, তাই তা থেকে রক্ষা করার জন্য ইবরাহীম খলীল আঃ তার রবের কাছে দোয়া করেছিলেন। মহান আল্লাহ তার ব্যাপারে সংবাদ দিয়ে বলেন:

﴿ وَٱجۡنُبۡنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعۡبُدَ ٱلۡأَصۡنَامَ ﴾

অর্থ: [আর আমাকে ও আমার পুত্রদেরকে মূর্তি পূজা হতে দূরে রাখুন।] সূরা ইবরাহীম: ৩৫। ইবরাহীম তাইমী রহঃ বলেন: ((ইবরাহীম আঃ-এর পর এমন কে আছে যে নিজেকে শির্ক থেকে নিরাপদ ভাবতে পারে?!))

একজন দায়ী সবচেয়ে উত্তম যে বিষয়ের দিকে দাওয়াত দেয় তা হল: কালেমায়ে তাওহীদ এবং এর মর্ম। নবী সাঃ মুয়াজ বিন জাবাল রাঃ-কে বলেন: ((**তুমি আহলে কিতাবের কাছে যাচ্ছ; কাজেই তাদেরকে সর্বপ্রথম যে দিকে দাওয়াত দিবে তা হল: এ কথার সাক্ষ্য দেয়া যে, আল্লাহ ছাড়া প্রকৃত কোন ইলাহ নেই।**)) (বুখারী ও মুসলিম)

যে ব্যক্তি গায়রুল্লাহকে ডাকে সে মূলত নিজের উপরই যুলুম করে। আল্লাহ বলেন:

﴿ وَلَا تَدۡعُ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَۖ فَإِن فَعَلۡتَ فَإِنَّكَ إِذٗا مِّنَ ٱلظَّٰلِمِينَ ﴾

অর্থ: [আর আপনি আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে ডাকবেন না,যা আপনার কোন উপকারও করে না, অপকারও করে না। কারণ এটা করলে তখন আপনি অবশ্যই যালিমদের অন্তর্ভুক্ত হবেন।] সূরা ইউনুস: ১০৬। যে ব্যক্তি উপকারের আশায় কোন মূর্তির সামনে নতজানু হয় অথবা কবরের কাছে মাথা নত করে, সে যেন অসম্ভব কিছু চাইল এবং মরীচিকাকে পানি মনে করল। মহান আল্লাহ বলেন:

﴿ وَمَنۡ أَضَلُّ مِمَّن يَدۡعُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَن لَّا يَسۡتَجِيبُ لَهُۥٓ إِلَىٰ يَوۡمِ ٱلۡقِيَٰمَةِ
وَهُمۡ عَن دُعَآئِهِمۡ غَٰفِلُونَ * وَإِذَا حُشِرَ ٱلنَّاسُ كَانُواْ لَهُمۡ أَعۡدَآءٗ وَكَانُواْ بِعِبَادَتِهِمۡ كَٰفِرِينَ ﴾

অর্থ: [আর সে ব্যক্তির চেয়ে বেশি বিভ্রান্ত কে যে আল্লাহর পরিবর্তে এমন কাউকে ডাকে যা কিয়ামতের দিন পর্যন্ত তাকে সাড়া দিবে না? এবং এগুলো তাদের আহ্বান সম্বন্ধেও গাফেল। আর যখন কিয়ামতের দিন মানুষকে একত্র করা হবে তখন সেগুলো হবে এদের শত্রু এবং এরা তাদের ইবাদত অস্বীকার করবে।] সূরা আল-আহ্কাফ: ৫-৬।

মৃতদেরকে ডাকা এবং তাদের কাছে প্রয়োজন মেটানোর আবেদন মূলত এমন যা শ্রবণ করা হয় না, ফলে তাদের বিপদাপদও দূর করা হয় না। মহান আল্লাহ বলেন:

﴿ وَٱلَّذِينَ تَدۡعُونَ مِن دُونِهِۦ مَا يَمۡلِكُونَ مِن قِطۡمِيرٍ * إِن تَدۡعُوهُمۡ لَا يَسۡمَعُواْ دُعَآءَكُمۡ وَلَوۡ سَمِعُواْ مَا ٱسۡتَجَابُواْ لَكُمۡۖ وَيَوۡمَ ٱلۡقِيَٰمَةِ يَكۡفُرُونَ بِشِرۡكِكُمۡۚ وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثۡلُ خَبِيرٖ ﴾

অর্থ: [আর তোমরা তাঁর পরিবর্তে যাদেরকে ডাক তারা তো খেজুর আঁটির আবরণেরও অধিকারী নয়। তোমরা তাদেরকে ডাকলে তারা তোমাদের ডাক শুনবে না এবং শুনলেও তোমাদের ডাকে সাড়া দিবে না। আর তোমরা তাদেরকে যে শরীক করেছ তা তারা কিয়ামতের দিন অস্বীকার করবে। সর্বজ্ঞ আল্লাহর মত কেউই আপনাকে অবহিত করতে পারে না।] সূরা ফাতির: ১৩-১৪।

মৃত ব্যক্তি ও নেককার বান্দাদের বিষয়ে বাড়াবাড়ি করা আদম সন্তানদের কুফরী ও তাদের দ্বীন ত্যাগের কারণ। অথচ এ থেকে মুস্তাফা সাঃ সতর্ক করে বলেছেন: ((**সাবধান! তোমরা দ্বীনের মধ্যে বাড়াবাড়ি করা হতে সতর্ক থাক। কেননা দ্বীনের বিষয়ে সীমালঙ্ঘন তোমাদের পূর্ববর্তীদেরকে ধ্বংস করেছিল।**)) সুনানে নাসায়ী। সৃষ্টির নিকৃষ্ট মানুষ সেই ব্যক্তি যে কবরস্থানে যায় এবং আল্লাহকে বাদ দিয়ে কবরবাসীর নিকটে দোয়া করে। রাসূল সাঃ উম্মে সালামা রাঃ-কে বলেছেন: ((**এদের মধ্যে কোন সৎ ব্যক্তি -অথবা: নেককার বান্দা- মারা গেলে তারা তার কবরের উপর মসজিদ তৈরি করত এবং তাতে ছবি অংকন করত। এরাই আল্লাহর নিকটে সবচেয়ে নিকৃষ্ট সৃষ্টি।**)) (বুখারী ও মুসলিম)

যাদু-টোনা ঈমানের জ্যোতি নিভিয়ে দেয় এবং ইসলামকে ধ্বংস করে।

আল্লাহ বলেন:

﴿ وَلَقَدْ عَلِمُواْ لَمَنِ ٱشْتَرَىٰهُ مَا لَهُۥ فِي ٱلْآخِرَةِ مِنْ خَلَٰقٍ ﴾

অর্থ: [আর তারা নিশ্চিত জানে যে, যে কেউ তা খরিদ করে (অর্থাৎ জাদুর আশ্রয় নেয়) তার জন্য আখেরাতে কোন অংশ নেই।] সূরা আল-বাকারাহ: ১০২। গণকের কাছে আগমণ দ্বীনের জন্য ক্ষতিকারক ও বিবেকে ঘাটতি তৈরি করে। মহান আল্লাহ বলেন:

﴿ قُل لَّا يَعْلَمُ مَن فِي ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ ٱلْغَيْبَ إِلَّا ٱللَّهُ ﴾

অর্থ: [বলুন, আল্লাহ ব্যতীত আসমান ও জমিনে কেউই গায়েব জানে না।] সূরা আন-নামল: ৬৫। নবী সাঃ বলেছেন: ((**যে ব্যক্তি কোন গণক বা জ্যোতিষীর নিকট আসল এবং তার কথা বিশ্বাস করল; সে মুহাম্মাদ সাঃ-এর উপর যা অবতীর্ণ হয়েছে -কুরআন- তা অস্বীকার করল।**)) (মুসনাদে আহমাদ)

সবধরনের তাবিজ-কবজ যেমন বালা, সূতা, কড়ি ইত্যাদি পরিহিত ব্যক্তির দুশ্চিন্তা এবং আল্লাহর উপর ভরসাকে দূর্বল করে দেয়। ((একদা নবী সাঃ এক ব্যক্তির হাতে পিতলের বালা পরিহিত দেখে বললেন: **আরে, এটা কী?** সে বলল: বিষণ্নতার কারণে। তিনি বললেন: **এটা তো তোমার বিষণ্নতাকেই বৃদ্ধি করবে; এটাকে খুলে ফেল। আর যদি এটা পরিহিত অবস্থায় তুমি মৃত্যু বরণ কর তাহলে তুমি কখনো সফলকাম হবে না।**)) (মুসনাদে আহমাদ) তাবিজ জাতীয় জিনিস পরিধান করা শির্ক; রাসূল সাঃ বলেছেন: ((**যে ব্যক্তি তাবিজ ঝুলালো; সে শির্ক করল।**)) (মুসনাদে আহমাদ) যে ব্যক্তি কিছু ঝুলায় তাকে আল্লাহ ঐ ঝুলন্ত বস্তুর উপরই ন্যস্ত করে দেন, ফলে সে ক্ষতিগ্রস্ত হয়; রাসূল সাঃ বলেছেন: ((**যে ব্যক্তি কোন কিছু লটকায়; তাকে সে দিকেই ন্যস্ত করে দেয়া হয়।**)) (সুনানে তিরমিযি।)

গাছপালা ও পাথর-কড়ি থেকে এবং এগুলোর দ্বারা বরকত কামনা করা যাবে না। এগুলো আল্লাহর মাখলুকাত যা কোন ক্ষতি বা উপকার কিছুই করতে সক্ষম নয়।

রক্ত প্রবাহ করে কুরবানী দেয়া একমাত্র আল্লাহর জন্য হতে হবে। যে ব্যক্তি

গায়রুল্লাহর জন্য জবাই করে সে শির্কের বেড়াজালে পতিত হয়; নবী সাঃ বলেন: ((**আল্লাহ সেই ব্যক্তিকে লা'নত করেছেন যে গায়রুল্লাহর নামে জবাই করে।**)) (সহীহ মুসলিম)

নযর-মান্নত একটি ইবাদত। কাজেই তা গায়রুল্লাহর জন্য মানা যাবে না। রাসূল সাঃ বলেছেন: ((**যে ব্যক্তি আল্লাহর আনুগত্য করার মানত করল, সে যেন তাঁর আনুগত্য করে। আর যে ব্যক্তি তাঁর অবাধ্যতার মানত করল, সে যেন তাঁর অবাধ্যতা না করে।**)) (সহীহ বুখারী।)

যে ব্যক্তি আল্লাহর কাছে আশ্রয় চায়, তিনি তাকে আশ্রয় দেন। আর যে অন্যের কাছে আশ্রয় নেয়, তাকে তিনি অপদস্ত করেন। রাসূল সাঃ বলেছেন: ((**কেউ কোন স্থানে আগমণ করে যদি এ দোয়াটি পাঠ করে: " أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ/ আমি আল্লাহর পরিপূর্ণ কালামের মাধ্যমে তাঁর নিকট তাঁর সৃষ্টির অনিষ্টতা হতে আশ্রয় চাই।" তাহলে সে ঐ স্থান ত্যাগ করা পর্যন্ত কোন কিছু তার ক্ষতি করতে পারবে না।**)) (সহীহ মুসলিম)

আপনার উপর যুগের ও সময়ের আপদ-বিপদ ও দূর্যোগ নেমে এলেও গায়রুল্লাহর কাছে সাহায্যের ফরিয়াদ করবেন না, আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে ডাকবেন না এবং কবরস্থ কোন মৃত ব্যক্তি বা কোন সামাধির ধ্বংসাবশেষের সামনে মাথা নত করবেন না। বরং আপনার চাওয়া সেই সত্তার কাছে ব্যক্ত করুন যিনি আসমানে রয়েছেন, সেখান থেকেই দোয়ায় সাড়া দেয়া হয়:

﴿ أَمَّن يُجِيبُ ٱلْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ ﴾

অর্থ: [নাকি তিনি, যিনি আর্তের ডাকে সাড়া দেন যখন সে তাকে ডাকে।] সূরা আন-নাম্‌ল: ৬২।

বালা-মসিবত থেকে পালানোর কোন জায়গা নেই। মহান আল্লাহ বলেন:

﴿ أَحَسِبَ ٱلنَّاسُ أَن يُتْرَكُوٓاْ أَن يَقُولُوٓاْ ءَامَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ ﴾

অর্থ: [মানুষ কি মনে করেছে যে, তারা বলবে 'আমরা ঈমান এনেছি' অথচ তাদেরকে পরীক্ষা না করেই ছেড়ে দেয়া হবে?] সূরা আল-আনকাবূত: ২। কাজেই আপনার উপর মসিবত নেমে এলে সেটাকে সন্তুষ্টচিত্তে ও গ্রহণ করার

মাধ্যমে মোকাবেলা করুন। মহান আল্লাহ বলেন:

﴿ وَمَن يُؤۡمِنۢ بِٱللَّهِ يَهۡدِ قَلۡبَهُۥۚ ﴾

অর্থ: [আর যে আল্লাহর উপর ঈমান আনে তিনি তার অন্তরকে সুপথে পরিচালিত করেন।] সূরা আত-তাগাবুন: ১১। আলকামা রহঃ বলেন: ((এটা ঐ ব্যক্তি যাকে কোন মসিবত আক্রান্ত করলে সে মনে করে যে, এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে; তারপর সে তাতে সন্তুষ্ট হয় এবং মেনে নেয়।))

ভাগ্যের লিখনের কারণে কোন বিপদাক্রান্ত হলে অসন্তুষ্ট হবেন না; কেননা অসন্তুষ্টি সেটাকে অপসারণ করতে পারে না। অবধারিত অবস্থায় পড়ার আগে সতর্কতার ঘাটতির কারণে 'যদি' শব্দ ব্যবহার করে আফসোস করা হতে সতর্ক থাকুন; কেননা এটা শয়তানের পক্ষ থেকে। নবী সাঃ বলেছেন: ((**যাতে উপকার আছে তা অর্জনে তুমি আগ্রহী হও এবং আল্লাহর সাহায্য কামনা কর। তুমি অক্ষম হয়ো না। তোমার কিছু হলে এমন বলিও না যে, 'যদি' আমি এমন এমন করতাম তাহলে এমন হত না। বরং এ কথা বল যে, আল্লাহ তায়ালা যা নির্ধারিত করেছেন এবং যা চেয়েছেন তাই করেছেন। কেননা 'যদি' শব্দটি শয়তানের কর্মের দ্বার খুলে দেয়।**)) (সহীহ মুসলিম)

কাজেই আপনার বিষয়কে আল্লাহর উপর ছেড়ে দিন। দুনিয়ার যতটুকু আপনার জন্য নির্ধারণ করা হয়েছে তার চেয়ে অধিক আর কিছুই আপনার কাছে আসবে না। আল্লাহ বলেন:

﴿ قُل لَّن يُصِيبَنَآ إِلَّا مَا كَتَبَ ٱللَّهُ لَنَا ﴾

অর্থ: [বলুন, আমাদের জন্য আল্লাহ যা লিখেছেন তা ছাড়া আমাদের অন্য কিছু ঘটবে না।] সূরা আত-তাওবাহ: ৫১। উবাদা বিন সামিত রাঃ তার ছেলেকে বলেন: ((হে আমার ছেলে! তুমি কখনো ঈমানের স্বাদ পাবে না যতক্ষণ না উপলব্ধি করবে যে, যা তোমার বেলায় ঘটেছে তা তোমার উপর থেকে এড়িয়ে যাবার ছিল না। পক্ষান্তরে যা এড়িয়ে গেছে তা তোমার বেলায় ঘটবার ছিল না।))

দেহ মন দিয়ে সববের (দুনিয়াবী উপায়-উপকরণের) উপর নির্ভর করে থাকা তাওহীদের জন্য ক্ষতিকারক। আর সবাব বা উপাদান বর্জনও অক্ষমতার

কারণ। এক্ষেত্রে আবশ্যক হল: অন্তরকে আল্লাহর সাথে সম্পর্কিত রেখে বৈধ সবাব বা উপাদান গ্রহণ করা।

আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুলের মাধ্যমে কঠিন বিষয় সহজ হয়, রিযিক বৃদ্ধি পায় এবং বিপদাপদ বিদূরিত হয়।

আল্লাহর কৌশল থেকে নিরাপদ মনে করা প্রবঞ্চনার শামিল। আল্লাহ বলেন:

﴿ أَفَأَمِنُوا۟ مَكْرَ ٱللَّهِ ۚ فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ ٱللَّهِ إِلَّا ٱلْقَوْمُ ٱلْخَٰسِرُونَ ﴾

অর্থ: [তারা কি আল্লাহর কৌশল থেকেও নিরাপদ হয়ে গেছে? বস্তুত ক্ষতিগ্রস্ত সম্প্রদায় ছাড়া কেউই আল্লাহর কৌশলকে নিরাপদ মনে করে না।] সূরা আল-আ'রাফ: ৯৯। আল্লাহর অনুগ্রহ থেকে আশাহত হওয়া হাতাশার শামিল। মহান আল্লাহ বলেন:

﴿ وَمَن يَقْنَطُ مِن رَّحْمَةِ رَبِّهِۦٓ إِلَّا ٱلضَّآلُّونَ ﴾

অর্থ: [যারা পথভ্রষ্ট তারা ছাড়া আর কে তার রবের অনুগ্রহ থেকে হতাশ হয়?] সূরা আল-হিজ্‌র: ৫৬। তবে মহব্বতের সাথে আশা ও ভয় উভয়ের সমন্বয় করাই মধ্যমপন্থা।

শির্কের অনেকগুলো গোপন দ্বার রয়েছে, শয়তান আপ্রাণ চেষ্টা করছে যেন বান্দা সেগুলো দিয়ে প্রবেশ করে। রাসূল সাঃ বলেছেন: ((**আমি তোমাদের উপর সবচেয়ে বেশি ভয় করি ছোট শির্কের। তখন এ সম্পর্কে তাকে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বললেন: 'রিয়া' বা লোক দেখানো আমল।**)) (মুসনাদে আহমাদ) আর 'রিয়া' হল আমলকারীদের একটি ব্যাধি; যা আমলকে নষ্ট করে এবং রবকে অসন্তুষ্ট করে। এটা নেককার জন্য দাজ্জালের চেয়েও বেশি আশংকার বিষয়; নবী সাঃ বলেছেন: ((**আমি কি তোমাদেরকে সংবাদ দিব না আমার নিকট কোন বিষয়টি তোমাদের জন্য দাজ্জালের চেয়েও অধিক ভয়ানক? আমরা বললাম: হ্যাঁ। তিনি বললেন: গোপন শির্ক; সেটা এমন যে, ব্যক্তি সালাতে দাঁড়ায়, অতঃপর কেউ তা দেখার কারণে তার সালাতকে সে আরো সুন্দর করে আদায় করে।**)) সুনানে ইবনে মাজাহ।

সৎ আমলের দ্বারা একমাত্র আল্লাহর কাছেই প্রতিদানের আশা করতে হবে

এবং এর দ্বারা দুনিয়াবী চাকচিক্যতা কামনা করা যাবে না। যে ব্যক্তি সৎকর্মের মাধ্যমে নিজের অন্তরকে পার্থিব সৌন্দর্য্যের দিকে ধাবিত করে; তার আমল বাতিল হয়ে যায় এবং সে আখেরাতে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। মহান আল্লাহ বলেন:

﴿ مَن كَانَ يُرِيدُ ٱلْحَيَوٰةَ ٱلدُّنْيَا وَزِينَتَهَا نُوَفِّ إِلَيْهِمْ أَعْمَٰلَهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لَا يُبْخَسُونَ *
أُوْلَٰٓئِكَ ٱلَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِى ٱلْءَاخِرَةِ إِلَّا ٱلنَّارُ ۖ وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا۟ فِيهَا وَبَٰطِلٌ مَّا كَانُوا۟ يَعْمَلُونَ ﴾

অর্থ: [যে কেউ দুনিয়ার জীবন ও তার শোভা কামনা করে, দুনিয়াতে আমি তাদের কাজের পূর্ণ ফল দান করি এবং সেখানে তাদেরকে কম দেয়া হবে না।* তাদের জন্য আখেরাতে আগুন ছাড়া অন্য কিছুই নেই এবং তারা যা করেছিল আখেরাতে তা নিষ্ফল হবে। আর তারা যা করত তা ছিল নিরর্থক হয়ে যাবে।] সূরা হুদ: ১৫-১৬।

মুসলিমের কাছে আল্লাহর চেয়ে অধিক প্রিয় আর কেউ নেই এবং তার হৃদয়ে তিনি ছাড়া আর কেউ বেশি সম্মানী নয়। তিনিই তার হৃদয়ে সুমহান ও মহামহিম। যে আল্লাহর মহব্বতে সত্যবাদী, সে কখনো এক আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো নামে শপথ করে না। তিনি ছাড়া অন্যের নামে -যেমন কাবাঘর, নবী, আমানত, অলী ইত্যাদি- শপথ করা আল্লাহর একত্বে শির্ক বা অংশীদার স্থাপনের শামিল। নবী সাঃ বলেছেন: ((**যে ব্যক্তি আল্লাহ ছাড়া অন্যের নামে শপথ করল, সে কুফুরী বা শির্ক করল।**)) (সুনানে তিরমিযি।)

বেশি বেশি শপথ করা অন্তরে আল্লাহর প্রতি সম্মানবোধের পরিপন্থী কাজ। কাজেই আপনি সঠিক হলেও আপনার শপথকে হেফাযত করুন। আল্লাহ বলেছেন:

﴿ وَٱحْفَظُوٓا۟ أَيْمَٰنَكُمْ ﴾

অর্থ: [আর তোমরা তোমাদের শপথ সংরক্ষণ কর।] সূরা আল-মায়েদা: ৮৯। আর আপনি মিথ্যা শপথ থেকে সতর্ক থাকুন, কেননা সেটা মিথ্যা শপথ। আল্লাহকে সম্মান করার অন্তর্ভুক্ত হচ্ছে: তাঁর নামে শপথে সন্তুষ্ট হওয়া যদিও শ্রবণকারী জানে যে, শপথকারী মিথ্যা বলছে। নবী সাঃ বলেছেন: ((**তোমরা বাপ-দাদার নামে শপথ করো না। যে ব্যক্তি আল্লাহর নামে কসম করে, সে যেন সত্য বলে। আর তাঁর নামে যার জন্য কসম করা হয়, সে যেন তাতে**

সন্তুষ্ট হয়। আর যে আল্লাহর নামে কৃত শপথে সন্তুষ্ট হয় না, আল্লাহর সাথে তার সম্পর্ক নেই।)) (সুনানে ইবনে মাজাহ।)

অনুরূপভাবে আল্লাহকে সম্মান জানানোর অন্তর্ভুক্ত হচ্ছে: যে ব্যক্তি আল্লাহর ওয়াস্তে চায়, তাকে ফেরত না দেয়া। নবী সাঃ বলেছেন: ((**যে ব্যক্তি আল্লাহর নামে নিরাপত্তা চায় তোমরা তাকে নিরাপত্তা দাও। যে ব্যক্তি আল্লাহর ওয়াস্তে ভিক্ষা করে তোমরা তাকে দাও। আর যে তোমাদেরকে দাওয়াত করে তোমরা তার ডাকে সাড়া দাও।**)) সুনানে আবু দাউদ।

কাল এবং এর অবস্থার পরিবর্তনের -গরম বা ঠান্ডা হওয়া- নিন্দা করায় সৃষ্টিকুলের প্রতিপালককে কষ্ট দেয়া হয়। রাসূল সাঃ বলেছেন: ((**আল্লাহ তায়ালা বলেন: আদম সন্তান আমাকে কষ্ট দেয়; সে যামানাকে গালি দেয়, অথচ আমিই যামানা। আমার হাতেই সকল ক্ষমতা; রাত ও দিন আমিই পরিবর্তন করি।**)) (বুখারী ও মুসলিম)

দ্বীনের কারণেই আসমানসমূহ ও জমিন প্রতিষ্ঠিত রয়েছে এবং জান্নাত ও জাহান্নাম প্রস্তুত করা হয়েছে। অতএব দ্বীনকে বিদ্রুপ করলে অথবা এর বিধানকে বা দ্বীন পালনকারীকে বিদ্রুপ করলে ইসলাম থেকে বের হয়ে যাবে। মহান আল্লাহ বলেন:

﴿ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُۚ

قُلْ أَبِٱللَّهِ وَءَايَٰتِهِۦ وَرَسُولِهِۦ كُنتُمْ تَسْتَهْزِءُونَ * لَا تَعْتَذِرُواْ قَدْ كَفَرْتُم بَعْدَ إِيمَٰنِكُمْۚ ﴾

অর্থ: [আর আপনি তাদেরকে প্রশ্ন করলে অবশ্যই তারা বলবে, 'আমরা তো আলাপ-আলোচনা ও খেল-তামাশা করছিলাম।' বলুন, 'তোমরা কি আল্লাহ, তাঁর আয়াতসমূহ ও তাঁর রাসূলকে বিদ্রুপ করছিলে?' তোমরা ওজর পেশ করো না। তোমরা তো ঈমান আনার পর কুফুরী করেছ।] সূরা আত-তাওবাহ: ৬৫-৬৬।

আল্লাহর প্রতি আপনি মন্দ ধারণা পোষণ করবেন না -আপনাকে যা দেয়া হয়েছে তার চেয়ে বেশি দাবিকরণ অথবা কোন নেয়ামতকে হেয়জ্ঞান করা যা আল্লাহ অন্যকে দিয়েছেন- এটাই হল জাহেলী যামানার লোকদের ন্যায় ধারণা। কেননা জগতে যা কিছু আছে তার সবই আল্লাহর নির্দেশ ও হিকমতের অধীন।

মহান আল্লাহ বলেন:

﴿ يَظُنُّونَ بِٱللَّهِ غَيۡرَ ٱلۡحَقِّ ظَنَّ ٱلۡجَٰهِلِيَّةِۖ
يَقُولُونَ هَل لَّنَا مِنَ ٱلۡأَمۡرِ مِن شَيۡءٖۗ قُلۡ إِنَّ ٱلۡأَمۡرَ كُلَّهُۥ لِلَّهِۗ ﴾

অর্থ: [তারা আল্লাহ সম্পর্কে জাহেলী ধারণার ন্যায় অসত্য ধারণা পোষণ করছিল। তারা বলছিল যে, আমাদের কি কোন কিছু করার আছে? বলুন, সব বিষয় আল্লাহরই এখতিয়ারে।] সূরা আলে ইমরান: ১৫৪।

প্রাণীর ছবি অংকন একটি কবীরা গোনাহ, এমন ব্যক্তিকে জাহান্নামের হুমকি দেয়া হয়েছে; নবী সাঃ বলেছেন: ((**প্রত্যেক ছবি প্রস্তুতকারী জাহান্নামে যাবে। তার তৈরিকৃত প্রতিটি ছবিতে জীবন দেয়া হবে যা তাকে জাহান্নামে শাস্তি দিতে থাকবে।**)) (বুখারী ও মুসলিম)

আপনার রবকে যথাযথ সম্মান প্রদর্শন করুন। কেননা তিনি স্বীয় রাজত্বে মহামহিম, তিনি আরশে সমুন্নত রয়েছেন এবং বিধি-বিধান প্রণয়নে তিনি প্রজ্ঞাবান। কাজেই ফরজ সালাতসমূহ যা তিনি আবশ্যক করেছেন তা সংরক্ষণ করুন এবং এ ব্যাপারে ত্রুটি হতে সাবধান থাকুন। কেননা এটা দ্বীনের একটি ভিত্তি। নবী সাঃ বলেছেন: ((**আমাদের ও তাদের মধ্যে পার্থক্যকারী বিষয় হল 'সালাত'। সুতরাং যে এটা পরিত্যাগ করল সে কুফুরী করল।**)) (সুনানে তিরমিযি)

সর্বাবস্থায় আপনি আপনার রবের অভিমুখী হোন; আপনার কর্মসমূহ ত্রুটিমুক্ত হবে।

أَعُوذُ بِٱللَّهِ مِنَ ٱلشَّيۡطَٰنِ ٱلرَّجِيمِ

﴿قُلۡ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحۡيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ ٱلۡعَٰلَمِينَ ۞
لَا شَرِيكَ لَهُۥۖ وَبِذَٰلِكَ أُمِرۡتُ وَأَنَا۠ أَوَّلُ ٱلۡمُسۡلِمِينَ ﴾

অর্থ: [বলুন, আমার সালাত, আমার কুরবানী, আমার জীবন ও আমার মরণ সৃষ্টিকুলের রব আল্লাহরই জন্য। তাঁর কোন শরীক নেই। আর আমাকে এরই নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে এবং আমি মুসলিমদের মধ্যে প্রথম।] সূরা আল-আন'আম: ১৬২-১৬৩।

بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم...

দ্বিতীয় খুতবা

الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد ألا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا.

অতঃপর, হে মুসলিমগণ!

আপনি যেসব জিনিসের মালিক তার মধ্যে দ্বীন হল মহামুল্যবান। কাজেই ফেতনা থেকে দূরে থেকে আপনার দ্বীনকে হেফাযত করুন। কেননা ফেতনা হৃদয়ে প্রভাব ফেলে এবং প্রবৃত্তি ও পাপাচার নিয়ে আসে। নবী সাঃ বলেছেন: ((**যে ব্যক্তি এর (ফেতনার) নিকটবর্তী হবে** অর্থাৎ এর দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করবে, **এটা তাকে পাঁকড়াও করে ফেলবে (ফেতনায় নিমজ্জিত করবে)**।)) (সহীহ বুখারী।)

নন মাহরাম নারীদের থেকে দৃষ্টি সংযত রাখা আবশ্যক। এতে নফস পরিশুদ্ধ হয়, আল্লাহর আনুগত্য হয় এবং সম্মান বৃদ্ধি পায়। মহান আল্লাহ বলেন:

﴿ قُل لِّلۡمُؤۡمِنِينَ يَغُضُّواْ مِنۡ أَبۡصَٰرِهِمۡ وَيَحۡفَظُواْ فُرُوجَهُمۡۚ ذَٰلِكَ أَزۡكَىٰ لَهُمۡۚ ﴾

অর্থ: [মুমিনদেরকে বলুন, তারা যেন তাদের দৃষ্টিকে সংযত করে এবং তাদের লজ্জাস্থানের হেফাযত করে; এটাই তাদের জন্য অধিক পবিত্র।] সূরা আন-নূর: ৩০।

নারীর অলঙ্কার তার পর্দাতে, শোভা হচ্ছে তার হিজাবে। আর তার সৌন্দর্য হচ্ছে দ্বীনকে আঁকড়ে থাকাতে। মহিলা সাহাবীগণ হচ্ছেন দৃষ্টান্ত। তাঁরা হিজাব, পর্দা ও লজ্জাশীলতায় অনুসরণীয়। মহান আল্লাহ বলেন:

﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ قُل لِّأَزۡوَٰجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَآءِ ٱلۡمُؤۡمِنِينَ يُدۡنِينَ عَلَيۡهِنَّ مِن جَلَٰبِيبِهِنَّۚ ذَٰلِكَ أَدۡنَىٰٓ أَن يُعۡرَفۡنَ فَلَا يُؤۡذَيۡنَۗ ﴾

অর্থ: [হে নবী! আপনি আপনার স্ত্রীদেরকে, কন্যাদেরকে ও মুমিনদের নারীদেরকে বলুন, তারা যেন তাদের চাদরের কিছু অংশ নিজেদের উপর টেনে

দেয়। এতে তাদেরকে চেনা সহজতর হবে, ফলে তাদেরকে উত্যক্ত করা হবে না।] সূরা আল-আহযাব: ৫৯।

গান-বাজনা শ্রবণ পাপের কাজ, যা অন্তরকে অন্ধকারে নিমজ্জিত করে এবং কুরআন তেলাওয়াত শুনতে প্রতিবন্ধকতা তৈরি করে। রাসূল সাঃ বলেছেন: ((**আমার উম্মতের মধ্যে অবশ্যই এমন কিছু লোক আসবে যারা ব্যভিচার, রেশমী কাপড়, মদ ও বাদ্যযন্ত্রকে হালাল মনে করবে।**)) (সহীহ বুখারী।) মানুষ যা শ্রবণ করে তার মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ হল বিশ্বপ্রভুর কালাম। এতে রয়েছে জ্যোতি, হেদায়াত ও আরোগ্য।

হালাল সম্পদে দ্বীনদারিতায় নিষ্কুলতা আসে, দেহে শক্তি যোগায়, এটা সন্তানদের সুপথগামিতার মাধ্যম, দান ও খরচে বরকত আসে এবং এটা দোয়া কবুলের মাধ্যম ও নবীদের অনুসরণ। মহান আল্লাহ বলেন:

﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلرُّسُلُ كُلُواْ مِنَ ٱلطَّيِّبَٰتِ وَٱعۡمَلُواْ صَٰلِحًا ﴾

অর্থ: [হে রাসূলগণ! আপনারা পবিত্র বস্তু থেকে খাদ্য গ্রহণ করুন এবং সৎকাজ করুন।] সূরা আল-মুমিনুন: ৫১।

অবৈধ সম্পদ বরকত থেকে সংকুচিত থাকে, তা অনেক ক্ষতিকারক। এ সম্পদের মালিক দীর্ঘ অনুশোচনায় ভুগে এবং তার দোয়া প্রত্যাখ্যাত হয়।

অতঃপর জেনে রাখুন যে, আল্লাহ তায়ালা আপনাদেরকে তাঁর নবীর উপর সালাত ও সালাম পাঠ করতে নির্দেশ দিয়েছেন।...

সমাপ্ত

আল্লাহর সুন্দর নামসমূহ(১)

إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد ألا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا.

অতঃপর:

আল্লাহর বান্দাগণ! আপনারা যথাযথভাবে আল্লাহর তাকওয়া অবলম্বন করুন; কেননা যে ব্যক্তি তার রবের তাকওয়া অবলম্বন করে, সে-ই নাজাত পায়। আর যে তার থেকে বিমুখ হয় সে-ই লাঞ্ছিত হয়।

হে মুসলিমগণ!

আল্লাহ সম্পর্কে জানা ঈমানের একটি রুকন। বরং এটাই ঈমানের মূল, বাকিগুলো এর অধীন। আর আল্লাহর নাম ও গুণাবলী সম্পর্কে জ্ঞানার্জন করা অন্তরের অর্জিত ও বিবেকের অনুভূতির সেরা ও উত্তম বস্তু; ইবনুল কাইয়্যিম রহঃ বলেন: ((দুনিয়ার সবচেয়ে উত্তম বস্তু হল: মহান আল্লাহকে চেনা ও তাঁকে ভালবাসা।))

গোটা কুরআন মানুষকে আল্লাহর নাম, তাঁর গুণাবলী ও কর্মের দিকে দৃষ্টি বুলাতে আহ্বান করে। শাইখুল ইসলাম রহঃ বলেন: ((কুরআনে পানাহার সম্পর্কিত আলোচনার চেয়ে আল্লাহর নাম, গুণাবলী ও তাঁর কর্মের কথা অধিক উল্লেখ হয়েছে।))

যে ব্যক্তি আল্লাহর গুণাবলী উল্লেখ করতে ভালবাসে, তাকে তিনিও ভালবাসেন। এক সাহাবী প্রতি রাকাতে সূরা ইখলাছ পাঠ করত, তাকে নবী সাঃ এই বলে সুসংবাদ দিয়েছেন যে, আল্লাহ তায়ালা তাকে ভালবাসেন। এ মর্মে হাদিসে এসেছে: অতঃপর তিনি বললেন: ((**তাকেই জিজ্ঞেস কর কেন সে এ কাজটি করেছে?** এরপর তারা তাকে জিজ্ঞেস করলে তিনি উত্তরে

(১) ২৩ শে শাওয়াল, ১৪২৬ হিজরী, জুমার দিনে মসজিদে নববীতে এ খুতবাটি প্রদান করা হয়।

বললেন: এ সূরাটি আল্লাহর গুণাবলী সম্বলিত। তাই আমি সূরাটি পড়তে ভালবাসি। তখন নবী সাঃ বললেন: **তাকে জানিয়ে দাও যে, আল্লাহও তাকে ভালবাসেন।**)) (বুখারী ও মুসলিম)

আল্লাহর নামসমূহই সবচেয়ে সুন্দর এবং তাঁর গুণাবলী সবচেয়ে পরিপূর্ণ গুণসমৃদ্ধ। আল্লাহ বলেন:

﴿ لَيْسَ كَمِثْلِهِۦ شَىْءٌ ۖ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ ﴾

অর্থ: [কোন কিছুই তাঁর সদৃশ নয়; তিনি সর্বশ্রোতা সর্বদ্রষ্টা।] সূরা আশ-শূরা: ১১।

তাই প্রত্যেক মুসলিমের উচিত সেগুলো সম্পর্কে জানা ও মর্ম অনুধাবন করা।

আমাদের মহান রব, তিনিই 'রহমান, রাহীম' তথা পরম করুণাময় ও অতিব দয়ালু; তাঁর দয়া প্রত্যেক বস্তুর উপর বিস্তৃত। তাঁর গুণাবলীর মধ্যে তাঁর রহমত সবচেয়ে ব্যাপক। রাসূল সাঃ বলেছেন: ((**আল্লাহর একশ' ভাগ রহমত আছে। তম্মধ্যে একভাগ রহমত তিনি জিন, মানুষ, চতুষ্পদ জন্তু ও কীট-পতঙ্গের মাঝে ভাগ করে দিয়েছেন। এ দিয়েই তারা পরস্পরের প্রতি সহানুভূতি দেখায় ও দয়া করে। এ একভাগ রহমত থেকেই বন্য পশু নিজ সন্তানের প্রতি দয়া করে। আর নিরানব্বই ভাগ রহমত আল্লাহ নিজের কাছে রেখে দিয়েছেন; এর দ্বারা তিনি কিয়ামতের দিন স্বীয় বান্দাদের প্রতি দয়া করবেন।**)) (বুখারী ও মুসলিম) প্রত্যেকেই আল্লাহর রহমতে বসবাস করে এবং আপনি যত নেয়ামত দেখতে পাচ্ছেন তা সবই তাঁর রহমতের অন্তর্ভুক্ত। যত বিপদাপদ দূরীভূত হয় তা কেবল তাঁর রহমতের ফলেই হয়ে থাকে। ইবনুল কাইয়্যিম রহঃ বলেন: ((আর এ লেখাটি -অর্থাৎ: **নিশ্চয় আমার রহমত আমার ক্রোধকে ছাড়িয়ে গেছে**। সৃষ্টির নিকট আল্লাহর অঙ্গিকারের ন্যায়। নচেৎ সৃষ্টির অবস্থা ভিন্ন রকম হত।)) যে ব্যক্তি আল্লাহর সন্নিকটে থাকে, সে-ই আল্লাহর রহমতের অধিক যোগ্য।

তিনিই 'মালিক' তথা মহা অধিপতি: সৃষ্টির মাঝে তিনি যেভাবে ইচ্ছা কর্তৃত্ব করেন। কোন চালকের চলন বা নাড়াচড়া অথবা কোন স্থীর বস্তুর স্থবিরতা

কোন কিছুই তাঁর জ্ঞান ও ইচ্ছার বাইরে সংঘটিত হয় না। তিনিই আদেশ করেন ও নিষেধ করেন এবং বিনা বাঁধায় সম্মানিত করেন ও লাঞ্ছিত করেন; এ দুটোতে কেউ তাঁকে অক্ষম করতে পারে না; কাজেই সেই মালিকের কাছে আপনার বিষয়গুলো ন্যস্ত করুন। কেননা তাঁর হাতেই সবকিছুর নিয়ন্ত্রণ। আর সর্বাবস্থায় তাঁর উপর ভরসা করুন, তাঁকে আপনার কাছে পাবেন।

তিনিই 'আল কুদ্দূস' তথা মহা পবিত্র সত্তা: তিনি ত্রুটি-বিচ্যুতি হতে মুক্ত, পূর্ণতার গুণে গুণান্বিত। কাজেই তাঁর সঙ্গে অন্য কোন ইলাহকে ডকা যাবে না এবং অন্য কোন অভিভাবককে আহ্বান করা যাবে না।

তিনি 'আল সালাম' তথা শান্তি বিধায়ক: তিনি যাবতীয় দোষ ও ত্রুটি থেকে মুক্ত। সকল সৃষ্টি আমাদের রবকে এ সকল দোষ-ত্রুটি থেকে পবিত্র ঘোষণা করে। মহান আল্লাহ বলেন:

﴿ يُسَبِّحُ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَمَا فِي ٱلۡأَرۡضِ ﴾

অর্থ: [আসমানসমূহে যা কিছু আছে এবং জমিনে যা কিছু আছে সবই আল্লাহর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করছে।] সূরা আল-জুমু'আ: ১।

সুমহান আল্লাহ, তিনিই 'আল মু'মিন' তথা নিরাপত্তা বিধায়ক: তাঁর সকল সৃষ্টিই এ বিষয়ে নিরাপদ যে, তিনি তাদের উপর যুলুম করেন না অথবা তাদের অধিকার বিনষ্ট করেন না। কাজেই তাকওয়ার সম্বল গ্রহণ করুন; কেননা আমলসমূহ সংরক্ষিত থাকে, বহুগুণে বর্ধিত করা হয়।

তিনিই 'আল মুহাইমিন' তথা সৃষ্টির উপর সর্বনিয়ন্তা। তিনি মানুষের গোপনীয়তা ও হৃদয়ের গুপ্ত বিষয় সম্পর্কে অবগত। কাজেই তাঁর অবাধ্যতা করেও তাঁর কৌশলকে নিরাপদ মনে করবেন না।

তিনিই 'আল শাহীদ' তথা বান্দার যাবতীয় কথা ও কাজের মহাসাক্ষী ও প্রত্যক্ষকারী।

﴿ وَمَا ٱللَّهُ بِغَٰفِلٍ عَمَّا تَعۡمَلُونَ ﴾

অর্থ: [আর তোমরা যা কর আল্লাহ সে সম্পর্কে গাফিল নন।] সূরা আল-বাকারাহ: ৭৪।

তিনিই 'আল আযীয' তথা পরাক্রমশালী: তিনি কখনো পরাজিত হন না,

তিনি প্রত্যেক বস্তুর উপর প্রভাব বিস্তার করে তার উপর বিজয়ী হন। তাঁর প্রভাবের সামনে সকল কঠিন জিনিস সহজ হয়ে যায় এবং তাঁর শক্তির কাছে সকল জটিল বস্তুই নতি স্বীকার করে। হাদিসে এসেছে: ((**যখন আল্লাহ তায়ালা আসমানে কোন বিষয়ের সিদ্ধান্ত নেন, তখন ফেরেশতাগণ তাঁর কথা শোনার জন্য অতি বিনয়ের সাথে নিজ নিজ পালক ঝাড়তে থাকে মসৃণ পাথরের উপর শিকলের শব্দের মত।**)) যে ব্যক্তি আনুগত্যের মাধ্যমে তাঁর সান্নিধ্যে আসে, সে সম্মানিত হয়; মহান আল্লাহ বলেন:

﴿ مَن كَانَ يُرِيدُ ٱلۡعِزَّةَ فَلِلَّهِ ٱلۡعِزَّةُ جَمِيعًا ﴾

অর্থ: [যে কেউ সম্মান-প্রতিপত্তি চায়, তবে (সে জেনে রাখুক) সকল সম্মান-প্রতিপত্তির মালিক তো আল্লাহই।] সূরা ফাতির: ১০। আর যে ব্যক্তি অবাধ্যতা করে তাঁর মুখোমুখি হয়, সে অপদস্ত হয়। সুতরাং আপনি অবাধ্যতার দিকে দৃষ্টিপাত করবেন না, বরং আপনি কার অবাধ্যতা করলেন সেদিকে নজর দিন।

তিনিই 'আল আলিঈ' তথা সুমহান সুউচ্চ: আল্লাহ বলেন:

﴿ إِلَيۡهِ يَصۡعَدُ ٱلۡكَلِمُ ٱلطَّيِّبُ وَٱلۡعَمَلُ ٱلصَّٰلِحُ يَرۡفَعُهُۥ ﴾

অর্থ: [তাঁরই দিকে উত্থিত হয় পবিত্র বাণীসমূহ, আর সৎকাজ তিনি তা উন্নীত করেন।] সূরা ফাতির: ১০।

তিনিই 'আল জাব্বার' তথা মহাপ্রতাপশালী: তিনি যা ইচ্ছে করেন তার উপরই সৃষ্টিকে বাধ্য করেন, কেউ তা থেকে নিবৃত থাকতে পারে না।

﴿ إِنَّمَآ أَمۡرُهُۥٓ إِذَآ أَرَادَ شَيۡـًٔا أَن يَقُولَ لَهُۥ كُن فَيَكُونُ ﴾

অর্থ: [তাঁর ব্যাপার শুধু এই যে, তিনি যখন কোন কিছুর ইচ্ছে করেন, তিনি বলেন, 'হও', ফলে তা হয়ে যায়।] সূরা ইয়াসীন: ৮২। তিনি আসমান ও জমিনকে বলেছেন:

﴿ ٱئۡتِيَا طَوۡعًا أَوۡ كَرۡهًا قَالَتَآ أَتَيۡنَا طَآئِعِينَ ﴾

অর্থ: [তোমরা উভয়ে আস ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায়। তারা বলল, আমরা আসলাম অনুগত হয়ে।] সূরা ফুস্সিলাত: ১১। তিনি ভঙ্গুর হৃদয়ের

লোকদেরকে শক্তিশালীকারী।

তিনিই 'আল কাবীর' তথা মহামহিম/সকলের চেয়ে বড়; প্রত্যেক বস্তুই তাঁর চেয়ে ছোট ও তাঁর অধীন, কোন কিছুই তাঁর চেয়ে বিশাল বা বড় নয়। মহান আল্লাহ বলেন:

﴿ وَٱلْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُۥ يَوْمَ ٱلْقِيَٰمَةِ وَٱلسَّمَٰوَٰتُ مَطْوِيَّٰتٌۢ بِيَمِينِهِۦ ﴾

অর্থ: [কিয়ামতের দিন গোটা পৃথিবীই থাকবে তাঁর হাতের মুষ্ঠিতে এবং আসমানসমূহ থাকবে ভাঁজ করা অবস্থায় তাঁর ডান হাতে।] সূরা আয-যুমার: ৬৭। হাদিসে এসেছে: ((**আল্লাহ তায়ালা আকাশসমূহকে এক আঙ্গুলের উপর স্থাপন করবেন, জমিনকে এক আঙ্গুলের উপর, বৃক্ষসমূহকে এক আঙ্গুলের উপর, পানি ও মাটিকে এক আঙ্গুলের উপর এবং অন্যান্য সকল সৃষ্টিকে এক আঙ্গুলের উপর স্থাপন করবেন।**)) (বুখারী ও মুসলিম)

তিনিই একমাত্র 'আল মুতাকাব্বির' তথা মহামহিম/অহংকারী; তিনি ছাড়া অন্য কারো অহংকার শোভনীয় নয়। তাঁর সৃষ্টির মধ্যে যে ব্যক্তি অহংকার করে তার স্থান হবে দোযখ। মহান আল্লাহ বলেন:

﴿ أَلَيْسَ فِى جَهَنَّمَ مَثْوًى لِّلْمُتَكَبِّرِينَ ﴾

অর্থ: [অহংকারীদের আবাসস্থল কি জাহান্নাম নয়?] সূরা আয-যুমার: ৬০। বান্দার কর্তব্য হল তার রবের প্রতি অবনত ও বিনয়ী হওয়া এবং তাঁর বান্দাদের প্রতি কোমল হওয়া।

তিনিই 'আল খালেক' তথা সৃষ্টিকর্তা; জগতকে তিনি অস্তিত্ব দিয়েছেন ও আবিস্কার করেছেন। তিনিই মহাস্রষ্টা; যা সৃষ্টি করেছেন তা দক্ষতার সাথেই করেছেন:

﴿ فَتَبَارَكَ ٱللَّهُ أَحْسَنُ ٱلْخَٰلِقِينَ ﴾

অর্থ: [অতএব (দেখে নিন) সর্বোত্তম স্রষ্টা আল্লাহ কত বরকতময়!] সূরা আল-মুমিনূন: ১৪।

তিনিই 'আল বারী' তথা উদ্ভাবন কর্তা; তিনিই সৃষ্টিকে অস্তিত্বহীনতা থেকে সৃষ্টি করেছেন; নক্ষত্ররাজি, সূর্য, চন্দ্র এবং দিক-দিগন্তের বহু সৃষ্টি:

﴿ كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسۡبَحُونَ ﴾

অর্থ: [প্রত্যেকেই নিজ নিজ কক্ষপথে বিচরণ করছে।] সূরা আল-আম্বিয়া: ৩৩। এগুলো তাদেরকে বিস্মিত করে যারা এগুলো নিয়ে গবেষণা করে ও শিক্ষা নেয়।

তিনিই 'আল মুছাওয়ির' তথা আকৃতিদাতা; তিনি তাঁর ইচ্ছামত সৃষ্টিকে ভিন্ন ভিন্ন আকৃতি ও গঠন দান করেছেন। এ মর্মে তিনি বলেন:

﴿ فَمِنۡهُم مَّن يَمۡشِي عَلَىٰ بَطۡنِهِۦ وَمِنۡهُم مَّن يَمۡشِي عَلَىٰ رِجۡلَيۡنِ وَمِنۡهُم مَّن يَمۡشِي عَلَىٰٓ أَرۡبَعٖۚ ﴾

অর্থ: [অতঃপর তাদের কিছু সংখ্যক পেটে ভর দিয়ে চলে, কিছু সংখ্যক দু'পায়ে চলে এবং কিছু সংখ্যক চলে চার পায়ে।] সূরা আন-নূর: ৪৫। আর তিনি মানুষকে সৃষ্টি করেছেন সর্বোত্তম আকৃতিতে। তিনি বলেছেন:

﴿ لَقَدۡ خَلَقۡنَا ٱلۡإِنسَٰنَ فِيٓ أَحۡسَنِ تَقۡوِيمٖ ﴾

অর্থ: [অবশ্যই মানুষকে সৃষ্টি করেছি সর্বোত্তম গঠনে।] সূরা আত-ত্বীন: ৪।

আর যেহেতু তিনিই একমাত্র আকৃতিদাতা। তাই তিনি তাঁর সৃষ্টির আকৃতি অঙ্কন করা হারাম করেছেন, সৃষ্টির মধ্যে যারা ছবি অঙ্কনকারী তাদেরকে শাস্তির হুমকি দিয়েছেন। হাদিসে এসেছে: ((রাসূল সাঃ প্রাণীর ছবি অঙ্কনকারীকে অভিশাপ করেছেন।)) (সহীহ বুখারী।) তাছাড়া তিনি বলেছেন: ((**প্রত্যেক ছবি অঙ্কনকারী জাহান্নামী।**)) (বুখারী ও মুসলিম)

তিনিই 'আল গাফূর' তথা ক্ষমাশীল। বান্দাদের মধ্যে যে ব্যক্তি তাঁর পথে ফিরে আসে তার গোনাহসমূহকে তিনি ক্ষমা করে দেন, যদিও তার গোনাহসমূহ শেষ সীমায় পৌঁছে না কেন! তওবার সাথে একটিমাত্র সাজদার কারণে ফেরাঊনের যাদুকরদেরকে তাদের কুফরী, যাদু ও তাদের নবীর সাথে প্রতিদ্বন্দিতা করা সত্ত্বেও তাদেরকে তিনি ক্ষমা করে দিয়েছেন। তিনিই তো বলেছেন:

﴿ وَإِنِّي لَغَفَّارٞ لِّمَن تَابَ وَءَامَنَ وَعَمِلَ صَٰلِحٗا ثُمَّ ٱهۡتَدَىٰ ﴾

অর্থ: [আর অবশ্যই আমি তার প্রতি ক্ষমাশীল, যে তওবা করে, ঈমান

আনে এবং সৎকাজ করে, অতঃপর সৎপথে অবিচল থাকে।] সূরা ত্বা-হা: ৮২।

তিনিই 'আল কাহ্হার' তথা মহাপরাক্রমশালী: সৃষ্টিকুল তাঁর বাধ্যগত ও করাগত। যখন ইচ্ছে যে কারও রুহ তিনি কবয করেন। জগতে কোন কিছুই সংঘটিত হয় না তাঁর ইচ্ছার বাইরে, যদিও বান্দা তা সংঘটিত করার প্রাণান্ত চেষ্টা করুক না কেন।

তিনি 'আল ফাত্তাহ' তথা কল্যাণের দ্বার উন্মুক্তকারী: তিনি বান্দাদের জন্য রিযিক ও রহমতের পথ এবং উপকরণসমূহ খুলে দেন। তিনি তাদের বদ্ধ বিষয়াদি ও জটিল অবস্থা থেকে উত্তরণের ব্যবস্থা করেন।

তিনিই 'আল রাজ্জাক' তথা রিযিকদাতা; আসমান ও জমিন হতে তিনি বান্দাদেরকে রিযিক প্রদান করেন।

﴿ قُلۡ مَن يَرۡزُقُكُم مِّنَ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلۡأَرۡضِۖ قُلِ ٱللَّهُ ﴾

অর্থ: [বলুন, আসমানসমূহ ও জমিন থেকে কে তোমাদেরকে রিযিক প্রদান করেন? বলুন, আল্লাহ।] সূরা সাবা: ২৪। তিনি আমভাবে সকলকেই রিযিক দান করেন; কাজেই পৃথিবীতে বিচরণকারী সবার জীবিকার দায়িত্ব আল্লাহরই। তিনিই মাতৃগর্ভের ভ্রুণের খাদ্য যোগান দেন, নির্জন মরুভূমির হিংস্র প্রাণীকে তিনিই আহার করান, উর্ধ্বাকাশের নীড়ে পক্ষীকুলকে তিনিই রিযিক দেন এবং সমুদ্রের গভীরে মাছের আহারের ব্যবস্থাও তিনিই করেন।

তিনিই 'আল ওয়াহহাব' তথা মহাদাতা। যাকে যা ইচ্ছে তাই প্রদান করেন। তাঁর হাতেই আসমানসমূহ ও জমিনের ধন-ভান্ডার। বার্ধক্যের শেষ সীমায় উপনীত হওয়ার পরও অনেক নবীকে তিনি উত্তম সন্তান দান করেছেন। সোলায়মান আঃ তার মহাদাতা রবের নিকট এমন রাজত্ব চাইলেন যা তার পরে আর কারও জন্য প্রযোজ্য হবে না। ফলে তিনি তাকে বহু নিদর্শন ও দৃষ্টান্তমূলক অনেক উপহার প্রদান করেছেন। যেমন তাঁর অনুমতিক্রমে বায়ু, জিন ও গলিত তমার এক প্রস্রবণ তার জন্য অনুগত ছিল।

তিনিই 'আল আলীম' তথা মহাজ্ঞানী। তিনি অন্তরের গোপন বিষয় ও যাবতীয় গুপ্ত খবর জানেন। বান্দাদের অর্জিত কোন কথা বা কর্মই তাঁর কাছে

গোপন থাকে না। তিনি বলেন:

﴿ إِنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيۡءٍ عَلِيمٌ ﴾

অর্থ: [নিশ্চয় আল্লাহ সকল বিষয়ে সম্যক অবগত।] সূরা আল-আনকাবূত: ৬২।

তিনিই 'আস সামীই' তথা সর্বশ্রোতা; তিনি গোপন কথা ও যা প্রকাশ্যে বলা হয় সবই শোনেন, প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য সবই শ্রবণ করেন। আপনি প্রকাশ্যে কিছু বললে তিনি তা শোনেন, যদি আপনার সঙ্গীর সাথে চুপিচুপি বলেন তাও তিনি শোনেন। অনুরূপভাবে তা যদি নিজের মধ্যে গোপন রাখেন, তাও তিনি জানেন।

তিনিই 'আল বাসীর' তথা সর্বদ্রষ্টা; যত সুক্ষ্ম ও গুপ্ত বিষয়ই হোক না কেন তিনি তা দেখেন। অণু পরিমাণ কিছুই তাঁর কাছে অগোচরে নয় যদিও তা আড়ালে থাকে। রাতের অন্ধকারে মাটির নীচের বস্তুও তিনি দেখেন এবং সমুদ্রের গভীরে গাঢ় কালো অন্ধকারেও তিনি দর্শন করেন।

তিনিই 'আল যাহের ও আল বাতেন' তথা প্রকাশ্য (উপরে) ও গোপন (নিকটে): রাতের আঁধারে মসৃণ পাথরের উপর কালো পিপিলিকার চলার শব্দও তাঁর কাছে অস্পষ্ট নয়। আপনি প্রকাশ্যে কিছু করলে তিনি তা দেখেন এবং গোপনে ঘরের ভিতরেও যদি কিছু করেন তিনি তাও দেখেন:

﴿ إِنَّ رَبَّكَ لَبِٱلۡمِرۡصَادِ ﴾

অর্থ: [নিশ্চয় আপনার রব সতর্ক দৃষ্টি রাখেন।] সূরা আল-ফজর: ১৪। যে ব্যক্তি অনুধাবন করবে যে, নিশ্চয় আল্লাহ তাকে দেখছেন; তখন অবাধ্যতায় লিপ্ত অবস্থায় তিনি তাকে দেখুন- এতে সে লজ্জাবোধ করবে।

তিনিই 'আল হাকিম' তথা মহাজ্ঞানী/প্রজ্ঞাবান। তাঁর বিধি-নিষেধে অথবা শরীয়তে কোন ত্রুটি বা বিচ্যুতি নেই। আল্লাহর বিধানসমূহের পুনর্বিবেচনা করা বা ত্রুটি ধরা অথবা বিতর্কিত করার ক্ষমতা করো নেই। আল্লাহ বলেন:

﴿ وَٱللَّهُ يَحۡكُمُ لَا مُعَقِّبَ لِحُكۡمِهِۦ ﴾

অর্থ: [আর আল্লাহই আদেশ করেন, তাঁর আদেশ রদ করার কেউ নেই।] সূরা আর-রা'দ: ৪১। বরং আবশ্যক হল সেগুলোকে মেনে নেয়া, গ্রহণ করা ও

পালন করা।

﴿ إِنَّ ٱللَّهَ يَحۡكُمُ مَا يُرِيدُ ﴾

অর্থ: [নিশ্চয় আল্লাহ যা ইচ্ছে আদেশ করেন।] সূরা আল-মায়েদা: ১। তাঁর পবিত্র শরীয়ত ব্যতীত অন্য কিছু বান্দাদের জন্য উপযুক্ত নয়। যে ব্যক্তি তাঁর দ্বীন বা শরীয়তকে নিয়ে বিদ্রুপ করবে আল্লাহই তাকে লাঞ্ছিত করেন।

তিনিই 'আল লাতীফ' তথা পরম দয়াময়। তিনি তাঁর বান্দাদেকে দয়া করেন, তাদেরকে এমনভাবে রিযিক দেন যে তারা বুঝতেও পারে না।

তিনিই 'আল খাবীর' তথা সর্বজান্তা। বান্দাদের সকল বিষয়ে তিনি ওয়াকিফহাল, তাঁর কাছে কিছুই গোপন নেই। তিনি প্রত্যেক বস্তুর মূল রহস্য সম্পর্কে অবগত। তাইতো তিনি বলেছেন:

﴿ فَسۡـَٔلۡ بِهِۦ خَبِيرًا ﴾

অর্থ: [কাজেই তাঁর সম্পর্কে যে অবগত আছে তাকে জিজ্ঞেস করে দেখ।] সূরা আল-ফুরকান: ৫৯।

তিনিই 'আল হালিম' তথা পরম সহনশীল। পাপের কারণে বান্দাদেরকে শাস্তি প্রদানে তাড়াহুড়া করেন না, তাদের গোনাহের কারণে তাদের উপর তাঁর করুণা ও নেয়ামত বন্ধ করে দেন না। তারা তাঁর অবাধ্যতা করে, তবুও তিনি তাদেরকে রিযিক দেন, তারা অপরাধ করে আর তিনি তাদেরকে ছাড় দেন, এমনকি তারা অন্যায় করে তা প্রকাশ করলেও তিনি তা গোপন রাখেন; কাজেই আল্লাহর এ সহনশীলতায় এবং তাঁর অনুগ্রহে আপনি ধোঁকায় পড়বেন না। হঠাৎই আপনাকে শাস্তি পেয়ে বসবে। তাই আল্লাহ বলেন:

﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلۡإِنسَٰنُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ ٱلۡكَرِيمِ ﴾

অর্থ: [হে মানুষ! কিসে তোমাকে তোমার মহান রব সম্পর্কে বিভ্রান্ত করল?] সূরা আল-ইনফিতার: ৬।

তিনিই 'আল আযীম' তথা সুমহান/মহামহিম; তিনি যখন ওহীর বিষয়ে কথা বলেন তখন আল্লাহর ভয়ে আসমানসমূহ প্রবলভাবে প্রকম্পিত হয় -অথবা বিদ্যুত চমকায়। আসমানের অধিবাসীরা এটা শ্রবণ করে চমকে উঠে এবং আল্লাহর উদ্দেশ্যে সেজদায় লুটিয়ে পড়ে।

তিনিই 'আশ শাকুর' তথা অত্যন্ত কৃতজ্ঞ/গুণগ্রাহী; অল্প আমলেও অনেক প্রতিদান দান করেন এবং ব্যাপক ভুল-ত্রুটিও তিনি ক্ষমা করেন। কাজেই কোন সৎকাজকেই ছোট মনে করবেন না, যদিও তা নগন্য হোক না কেন। কেননা একটি সৎকাজের নেকী বহুগুণে বৃদ্ধি পায়। মহান আল্লাহ বলেন:

﴿ وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَّزِدْ لَهُۥ فِيهَا حُسْنًا ۚ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ شَكُورٌ ﴾

অর্থ: [যে উত্তম কাজ করে আমি তার জন্য এতে কল্যাণ বাড়িয়ে দিই। নিশ্চয় আল্লাহ অত্যন্ত ক্ষমাশীল, গুণগ্রাহী।] সূরা আশ-শূরা: ২৩।

তিনিই 'আল হাফিজ' তথা মহাসংরক্ষক; বান্দাদের আমল সংরক্ষণ করে রাখেন এবং তাদের কথা হিসেব করে রাখেন।

﴿ لَّا يَضِلُّ رَبِّى وَلَا يَنسَى ﴾

অর্থ: [আমার রব ভুল করেন না এবং ভুলেও যান না।] সূরা ত্বা-হা: ৫২। তিনি স্বীয় বান্দাদেরকে ক্ষতি ও ধ্বংস থেকে রক্ষা করেন; সমুদ্রের গভীরে মাছের পেটে থাকাবস্থায় ইউনুস আঃ-কে তিনিই হেফাযত করেছেন এবং সাগরে ভাসমান দুধের শিশু মুসা আঃ-কেও তিনি হেফাযত করেছেন। কাজেই নিজের ও সন্তানাদির সুরক্ষার জন্য একমাত্র আল্লাহর উপরই ভরসা করুন। শির্ক জাতীয় কোন তাবীজ, কবজ, যাদু-টোনা বা গণকের দ্বারস্থ হওয়া যাবে না।

তিনিই 'আল কাবিঈ' তথা মহাশক্তিধর; তাকে কোন কিছুই পরাভূত করতে পারে না, তিনি স্বীয় দাপটে শক্তিশালী। ইবনে জারির রহঃ বলেন: ((তিনি যখন কোন জিনিসকে পাঁকড়াও করেন, তখন সেটাকে ধ্বংস করেন।)) অশ্লীলতায় সীমালঙ্ঘনকারী জনপদকে -লূত জাতি- সমূলে উল্টে দিতে তিনি জিবরাঈল আঃ-কে নির্দেশ দিলেন, তারপর তিনি স্বীয় পাখার পার্শ্ব দিয়ে সেটিকে উপরে তুলে জনপদের লোকদের উপর উল্টে দিলেন। আর এভাবেই আল্লাহ এ ঘটনাকে শতাব্দির পর শতাব্দি ধরে শিক্ষা গ্রহণের জন্য নিদর্শন হিসেবে রেখে দিলেন। এ মর্মে তিনি বলেন:

﴿ وَإِنَّكُمْ لَتَمُرُّونَ عَلَيْهِم مُّصْبِحِينَ * وَبِٱلَّيْلِ ۗ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴾

অর্থ: [আর তোমরা তো তাদের ধ্বংসাবশেষগুলো অতিক্রম করে থাক সকালে,* এবং সন্ধ্যায়। তবুও কি তোমরা বুঝ না?] সূরা আস-সাফ্ফাত: ৩৭-৩৮। মানুষ যার অবাধ্যতা করছে তাঁর শক্তি সম্পর্কে যদি সে চিন্তা করত তাহলে সে অবাধ্যতা পরিহার করত।

তিনিই 'আল শাফি' তথা আরোগ্যদাতা; রোগ-ব্যাধি থেকে তিনিই আরোগ্য ও সুস্থতা দান করেন।

﴿ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ ﴾

অর্থ: [এবং রোগক্রান্ত হলে তিনিই আমাকে আরোগ্য দান করেন।] সূরা আশ-শু'আরা: ৮০। আর ঔষধ কেবলই মাধ্যম মাত্র, অন্তর যেন এর সাথে সম্পৃক্ত হয়ে না পড়ে।

তিনিই 'আল মান্নান' তথা পরম উপকারী/করুণাময়; চাওয়ার আগেই তিনি দেয়া শুরু করেন।

মহান আল্লাহই 'আল মুহসিন' তথা ইহসানকারী; সৃষ্টিকুলকে স্বীয় ইহসান ও করুণায় নিমজ্জিত রেখেছেন।

তিনিই 'আল কারীম' তথা পরম দাতা; তিনি মুক্তহস্তে দান করেন । তাঁর মাঝে ও তাঁর সৃষ্টির মাঝে কোন পর্দা নেই। কাজেই আপনি প্রার্থনা করুন, আপনার রব তো মহামহিমান্বিত। তিনি যখন কোন বান্দার রিযিকের পথ খুলে দেন তখন তাতে কেউ বাধা দিতে পারে না। মহান আল্লাহ বলেন:

﴿ مَّا يَفْتَحِ ٱللَّهُ لِلنَّاسِ مِن رَّحْمَةٍ فَلَا مُمْسِكَ لَهَا ۖ ﴾

অর্থ: [আল্লাহ মানুষের প্রতি কোন অনুগ্রহ অবারিত করলে কেউ তা নিবারণকারী নেই।] সূরা ফাতির: ২।

তিনিই 'হায়িউ' তথা লজ্জাশীল; ((**বান্দা তাঁর নিকট দু'হাত তুললে-বান্দা তাঁর কাছে প্রার্থনা করলে, তিনি খালি হাত ফেরত দিতে লজ্জাবোধ করেন।**)) (সুনানে আবু দাউদ।)

তিনিই 'আর রাকীব' তথা মহাপর্যবেক্ষক; সৃষ্টিকুলের বিষয়ে তিনি উদাসীন নন এবং তাদেরকে বিস্মৃতও হন না। তিনি বলেন:

﴿ وَمَا كُنَّا عَنِ ٱلْخَلْقِ غَٰفِلِينَ ﴾

অর্থ: [আর আমি সৃষ্টি বিষয়ে মোটেও উদাসীন নই।] সূরা আল-মুমিনুন: ১৭। তাদের অন্তর যা কিছু গোপন রাখে সে সম্পর্কে তিনি অবগত। হাসান বসরী রহঃ বলেন: ((আল্লাহ সেই বান্দাকে রহম করুন যে তার কোন উদ্যোগ-সংকল্পের সময় চিন্তা করে; যদি তা আল্লাহর জন্য হয় তখন সেটা বাস্তবায়ন করে। আর যদি অন্যের উদ্দেশ্যে হয়, তখন তা থেকে পিছপা হয়।)) কাজেই প্রত্যেক আমলের সময় একটু চিন্তা করুন। যদি তা আল্লাহর জন্য হয় তবে অগ্রসর হোন, আর যদি অন্যের জন্য হয় তাহলে ক্ষান্ত হোন।

তিনিই 'আল ওয়াদূদ' তথা পরম স্নেহপরায়ণ। বিভিন্ন নেয়ামত প্রদান করে ও পাপ পরিহার করানোর মাধ্যমে বান্দাদের প্রতি স্নেহ করেন। যে ব্যক্তি তাঁর উদ্দেশ্যে কিছু ছাড় দেয়, তাকে তিনি আরো বেশি প্রদান করেন।

তিনি তাঁর সৎকর্মশীল বান্দাদের প্রতি মহব্বত প্রদর্শনকারী; তওবাকারী, তাওয়াক্কুলকারী ও ধৈর্যশীল বান্দাদেরকে ভালবাসেন।

তিনিই 'আল মাজিদ' তথা মহামহিম/মহীয়ান। তিনি মর্যাদা ও প্রশংসার অধিকারী। তাঁর সম্মানই আসল সম্মান। অন্যের যত সম্মান রয়েছে তা কেবল তাঁর পক্ষ থেকে উপহার ও অনুগ্রহ মাত্র।

তিনিই 'আল হামীদ' তথা সর্বময় প্রশংসিত/সকল প্রশংসার অধিকারী; তিনি তাঁর কর্মগুণে প্রশংসা ও গুণকীর্তণের হকদার। সুখে ও দুঃখে তাঁরই প্রশংসা করা হয় এবং তাঁর প্রশংসা করা একটি শ্রেষ্ঠ আমল। রাসূল সাঃ বলেছেন: ((**'আলহামদুলিল্লাহ' মিযানকে (সোয়াবের পাল্লাকে) পরিপূর্ণ করে দেয়। আর 'সুবহানাল্লাহ ওয়াল হামদুলিল্লাহ' এ দুটো আসমানসমূহ ও জমিনের মধ্যবর্তী স্থানকে (নেকি দ্বারা) পরিপূর্ণ করে দেয়।**)) (সহীহ মুসলিম)

তিনিই 'আল হাই'উ ওয়াল কাইয়্যুম' তথা চিরঞ্জীব ও সর্বসত্তার ধারক; সৃষ্টির সকল বিষয় তিনিই নিয়ন্ত্রণ করেন। আল্লাহ বলেন:

﴿يَسۡـَٔلُهُۥ مَن فِي ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلۡأَرۡضِۚ كُلَّ يَوۡمٍ هُوَ فِي شَأۡنٖ﴾

অর্থ: [আসমানসমূহ ও জমিনে যারা আছে সবাই তাঁর নিকট প্রার্থী। তিনি প্রত্যহ গুরুত্বপূর্ণ কাজে রত।] সূরা আর-রহমান: ২৯।

তিনিই 'আহাদ' তথা এক-অদ্বিতীয়; তিনি একক, তাঁর কোন সঙ্গী নেই, সকল পূর্ণতায় তিনিই একক সত্তা এবং এতে তাঁর কোন শরীক নেই।

তিনিই 'আস সামাদ' তথা অমুখাপেক্ষী। তাঁর কাছে সকল সৃষ্টি তাদের প্রয়োজন পূরণের জন্য আবেদন পেশ করে থাকে, তাঁর কাছেই অভিযোগ মেলে ধরে এবং তাঁর সামনেই সমস্যা পেশ করে।

তিনিই 'আস সাইয়্যিদ' তথা সার্বভৌম সর্দার। বিপদ-আপদে তিনিই একমাত্র আশ্রয়-অবলম্বন।

তিনিই 'আল কাদীর' তথা সর্বশক্তিমান/মহাশক্তিধর। সকল কিছুর উপর পূর্ণ ক্ষমতা ও প্রভাব বিস্তারকারী। তিনি ভস্মকারী আগুনকে নির্দেশ দিলেন:

﴿ كُونِي بَرۡدٗا وَسَلَٰمًا عَلَىٰٓ إِبۡرَٰهِيمَ ﴾

অর্থ: [তুমি ইবরাহীমের জন্য শীতল ও নিরাপদ হয়ে যাও।] সূরা আল-আম্বিয়া: ৬৯। ফলে সে নির্দেশ মোতাবেক তেমনি হয়ে যায়। ঢেউয়ে উত্তাল সমুদ্রকে তিনি নির্দেশ দিলেন যেন মুসা আঃ-এর জন্য শুষ্ক রাস্তায় পরিণত হয়, সে তা-ই হয়, অতঃপর আগের অবস্থায় পুরোপুরি ফিরে যায়।

তিনিই 'আল বার্' তথা পরম দানশীল/কৃপাময়। বান্দাদের প্রতি তিনি অনুগ্রহ করেন ও তাদের অবস্থাকে ভাল করেন। বহুগুণ সওয়াব প্রদান করে তিনি তাঁর আনুগত্যকারীকে দয়া করেন এবং ভুলকারীকে মার্জনা ও ক্ষমা করে তার প্রতি সদয় হন।

﴿ إِنَّهُۥ هُوَ ٱلۡبَرُّ ٱلرَّحِيمُ ﴾

অর্থ: [নিশ্চয় তিনি কৃপাময়, পরম দয়ালু।] সূরা আত-তূর: ২৮।

তিনিই 'আত তাওয়াব' তথা তওবা কবুলকারী/পরম ক্ষমাশীল। তিনি কোন তওবাকারীকে খালি ফেরত দেন না। রাতে বা দিনে যে-ই তাঁর কাছে তাওবা করতে আসে তাকে তিনি কবুল করেন, বরং তাকে ভালবাসেন।

﴿ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلتَّوَّٰبِينَ ﴾

অর্থ: [নিশ্চয় আল্লাহ তওবাকারীদেরকে ভালবাসেন।] সূরা আল-বাকারাহ: ২২২।

তিনিই 'আল আফুউ' তথা পরম ক্ষমাশীল। বান্দা যতই নিজের উপর

গোনাহ-সীমালঙ্ঘন করে তওবা করুক না কেন, তিনি তার গোনাহসমূহ ক্ষমা করে দেন।

তিনিই 'আর রঊফ' তথা সকল সৃষ্টির প্রতি পরম স্নেহপরায়ণ: তারা তাঁর অবাধ্যতা করলেও তিনি তাদের উপর অফুরন্ত রিযিক অবারিত রাখেন- তাদের প্রতি তাঁর করুণা স্বরূপ। তিনি বলেন:

﴿ إِنَّ ٱللَّهَ بِٱلنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَّحِيمٌ ﴾

অর্থ: [নিশ্চয় আল্লাহ মানুষের প্রতি সহানুভূতিশীল, পরম দয়ালু।] সূরা আল-বাকারাহ: ১৪৩।

তিনিই 'আল গানি' তথা মহাধনী/অমুখাপেক্ষী সত্তা। সৃষ্টির প্রতি তাঁর কোনই প্রয়োজনীয়তা নেই। তাঁর হাত পরিপূর্ণ। ((**রাত-দিন অনবরত খরচেও তা কমে না।**)) নবী সাঃ তার রবের নিকট থেকে বর্ণনা করে বলেন: ((**হে আমার বান্দারা! তোমাদের আদি থেকে অন্ত পর্যন্ত সকল মানুষ ও জিন যদি একটি খোলা ময়দানে দাঁড়িয়ে সবাই আমার কাছে আবদার করে আর আমি প্রত্যেক লোকের চাহিদা পূরণ করি, তাহলে আমার কাছে যা আছে তা থেকে ততটুকুই হ্রাস করতে পারবে যতটুকু সুঁচ কোন সমুদ্রে ডুবালে তার পানি কমিয়ে থাকে।**)) (সহীহ মুসলিম)

পরিশেষে, হে মুসলিমগণ!

মহান আল্লাহর সুন্দর নামের অসিলায় তাকে ডাকা যায় এবং তাঁর নামসমূহ ও উন্নত গুণাবলী দ্বারা তাঁর গুণকীর্তন করা হয়। আর আল্লাহ তায়ালা তাকে ভালবাসেন যে তাঁর কাছে দোয়া করে ও তাঁর প্রশংসা করে। ইবাদত পালনে সেই লোক পরিপূর্ণ যে তাঁর সকল নাম ও গুণাবলীর মাধ্যমে ইবাদত করে। বস্তুত আল্লাহর নামসমূহ অগণিত। এগুলোর মধ্যে নিরানব্বইটি নাম যে ব্যক্তি আয়ত্ব করবে -এগুলোর অর্থ জেনে ও তদানুযায়ী আমল করে-, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।

أَعُوذُ بِٱللَّهِ مِنَ ٱلشَّيْطَٰنِ ٱلرَّجِيمِ

﴿ وَلِلَّهِ ٱلْأَسْمَآءُ ٱلْحُسْنَىٰ فَٱدْعُوهُ بِهَا ۖ وَذَرُوا۟ ٱلَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِىٓ أَسْمَٰٓئِهِۦ ۚ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا۟ يَعْمَلُونَ ﴾

অর্থ: [আর আল্লাহর জন্য রয়েছে সুন্দর সুন্দর নাম। অতএব তোমরা তাঁকে সেসব নামেই ডাক। আর যারা তাঁর নাম বিকৃত করে তাদেরকে বর্জন কর। তাদের কৃতকর্মের ফল অচিরেই তাদেরকে দেয়া হবে।] সূরা আল-আ'রাফ: ১৮০।

بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم...

দ্বিতীয় খুতবা

الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد ألا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا.

অতঃপর, হে মুসলিমগণ!

নবী-রাসূলদের দাওয়াতের চাবিকাঠি ও তাদের রেসালাতের মূল কথা হচ্ছে: মহান উপাস্যকে তাঁর নাম, গুণাবলী ও কর্মসমূহের মাধ্যমে যথাযথভাবে চেনা।

আর আল্লাহকে চেনা এবং তিনি যেসব সুন্দর নাম ও উন্নত গুণাবলীর অধিকারী- সেগুলো সম্পর্কে জানা। তাকে সম্মান ও মর্যাদা প্রদান, তাকে ভয় ও মহব্বত করা, তাঁর উপর ভরসা করা, তাঁর ফয়সালায় সন্তুষ্ট হওয়া এবং তাঁর পরীক্ষায় ধৈর্য ধরাকে আবশ্যক করে। রব সম্পর্কে জ্ঞানের পরিধি অনুযায়ী হৃদয়ে তাঁর প্রতি সম্মানবোধ হয়ে থাকে।

মানুষের মধ্যে তারাই তাঁর সম্পর্কে বেশি জানে যারা তাকে বেশি সম্মান ও মর্যাদা প্রদান করে। যে ব্যক্তি আল্লাহর নামসমূহ ও গুণাবলীকে চিনতে পারে, সে-ই জানতে পারে যে, যেসব অপছন্দীয় বিষয় তাকে আক্রান্ত করেছে এবং যেসব বিপদ তার উপর নেমে এসেছে তাতে কল্যাণ রয়েছে যা তার জ্ঞানের বাইরে। আল্লাহর নামের মধ্যে যে মর্ম বা অর্থ রয়েছে সেটা তিনি বান্দাদের থেকে পছন্দ করেন। যেহেতু তিনি মহান দাতা, তাই তাঁর বান্দাদের মধ্যে দানবীরদেরকে ভালবাসেন। তিনি পরম সহনশীল, তাই ধৈয্য ও সহিষ্ণুদের ভালবাসেন। তিনি মহাজ্ঞানী, তাই জ্ঞানী/আলেমদেরকে ভালবাসেন। তিনি কৃতজ্ঞ/গুণগ্রাহী, শুকরিয়া আদায়কারীদেরকে ভালবাসেন।

অতঃপর জেনে রাখুন যে, আল্লাহ তায়ালা আপনাদেরকে তাঁর নবীর উপর সালাত ও সালাম পাঠ করতে নির্দেশ দিয়েছেন।...

সমাপ্ত

আল্লাহর নাম 'আল হাকীম': প্রজ্ঞাময়[১]

إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد ألا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا.

অতঃপর: আল্লাহর বান্দাগণ! আপনারা আল্লাহকে যথাযথভাবে ভয় করুন এবং ইসলামকে সুদৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরুন।

হে মুসলিমগণ:

মানুষের প্রকৃতিগত স্বভাবই সাক্ষ্য দেয় যে, বিশ্বের একজন প্রতিপালক রয়েছেন যিনি স্বীয় সত্তা ও গুণাবলীতে পরিপূর্ণ। তিনি যাবতীয় পরিপূর্ণ, মহান ও সুন্দর গুণে গুণান্বিত। সকল প্রশংসা, গুণকীর্তন তাঁর জন্য। পরিপূর্ণ গুণাবলী ও তাঁর মর্যাদার স্তুতিসমূহ আল্লাহর জন্য সাব্যস্ত করা মূলত তাঁকে সম্মান করার শামিল।

আল্লাহর সুন্দর একটি নাম কুরআনের মধ্যে নব্বইয়ের বেশি বার উল্লেখ হয়েছে। এটা শক্তি, জ্ঞান, দক্ষতা, উদারতা, ক্ষমা ও প্রশংসা ইত্যাদির সাথে সংযুক্ত হয়ে উল্লেখিত হয়েছে। জগতের চলমান বা স্থির প্রত্যেক বস্তুতেই এ নামের মর্ম বিদ্যমান রয়েছে। আর তাঁর নামগুলোর মধ্যে সেই নামটি হল: **'আল হাকীম'** বা প্রজ্ঞাময়। তিনি তাঁর সৃষ্টি ও আদেশের ক্ষেত্রে প্রত্যেক বস্তুকে তার উপযুক্ত স্থান ও মর্যাদায় রাখেন। তাঁর হিকমত বা বিচক্ষণতা পরিপূর্ণ, যার বৈশিষ্ট্য ও পরিমাণ আয়ত্ব করতে মানুষের জ্ঞান-বিজ্ঞান অপারগ, ভাষায় প্রকাশ করাও অসম্ভব। তাঁর হিকমতেই জগতে যা কিছু আছে সবই তাঁর মহিমা ঘোষণা করে। আল্লাহ বলেন:

﴿ سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلۡأَرۡضِۖ وَهُوَ ٱلۡعَزِيزُ ٱلۡحَكِيمُ ﴾

অর্থ: [আসমানসমূহ ও জমিনে যা কিছু আছে সবই আল্লাহর পবিত্রতা ও

(১) ১৩ শে শাওয়াল, ১৪৪১ হিজরী, জুমার দিনে মসজিদে নববীতে এ খুতবাটি প্রদান করা হয়।

মহিমা ঘোষণা করে। আর তিনি মহা পরাক্রমশালী ও প্রজ্ঞাময়।] সূরা আল হাদীদ: ১।

তিনিই প্রজ্ঞাময়, আসমান ও জমিনে একমাত্র সত্য মাবুদ। এ মর্মে তিনি বলেন:

﴿ وَهُوَ ٱلَّذِى فِى ٱلسَّمَآءِ إِلَٰهٌ وَفِى ٱلْأَرْضِ إِلَٰهٌ ۚ وَهُوَ ٱلْحَكِيمُ ٱلْعَلِيمُ ﴾

অর্থ: [আর তিনিই সত্য ইলাহ্ আসমানে এবং তিনিই সত্য ইলাহ্ জমিনে। আর তিনি প্রজ্ঞাময়, মহাজ্ঞানী।] সূরা আয-যুখরুফ: ৮৪। তিনি প্রজ্ঞার অধিকারী মর্মে নিজেই নিজের প্রশংসা করে বলেছেন:

﴿ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِى لَهُۥ مَا فِى ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَمَا فِى ٱلْأَرْضِ وَلَهُ ٱلْحَمْدُ فِى ٱلْءَاخِرَةِ ۚ وَهُوَ ٱلْحَكِيمُ ٱلْخَبِيرُ ﴾

অর্থ: [সকল প্রশংসা আল্লাহর, যিনি আসমানসমূহে যা কিছু আছে ও জমিনে যা কিছু আছে তার মালিক এবং আখেরাতেও সমস্ত প্রশংসা তাঁরই। আর তিনি প্রজ্ঞাময়, মহাজ্ঞানী।] সূরা সাবা: ১।

তিনিই বড়ত্বের অধিকারী মর্মে নিজের তারিফ করেছেন এবং আয়াতের শেষে নিজেকে হাকীম বা প্রজ্ঞাময় উল্লেখ করে বলেছেন:

﴿ وَلَهُ ٱلْكِبْرِيَآءُ فِى ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ ۖ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ﴾

অর্থ: [আর আসমানসমূহ ও জমিনের যাবতীয় গৌরব-গরিমা তাঁরই এবং তিনি মহা পরাক্রমশালী ও প্রজ্ঞাময়।] সূরা আল-জাছিয়া: ৩৭।

আসমান ও জমিনে তাঁর অসংখ্য বাহিনী রয়েছে যাদেরকে তিনি নিজ ইচ্ছামত পরিচালিত করেন, তিনিই তো হিকমতওয়ালা:

﴿ وَلِلَّهِ جُنُودُ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ ۚ وَكَانَ ٱللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ﴾

অর্থ: [আর আসমানসমূহ ও জমিনের বাহিনীসমূহ আল্লাহরই। আর আল্লাহ হচ্ছেন মহাজ্ঞানী ও প্রজ্ঞাময়।] সূরা আল-ফাত্হ: ৭। আমাদের রব মুসা আঃ-কে ডেকে তার কাছে নিজেকে হাকীম বা প্রজ্ঞাময় বলে পরিচয় উল্লেখ করে বলেন:

﴿ يَٰمُوسَىٰٓ إِنَّهُۥٓ أَنَا ٱللَّهُ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ﴾

অর্থ: [হে মুসা! নিশ্চয় আমি আল্লাহ! পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।] সূরা আন-

নাম্‌ল: ৯।

আল্লাহ তায়ালা কুরআনে তারিফ করেছেন যে, 'উক্ত কিতাব তথা কুরআন করীম এমন রবের পক্ষ থেকে নাযিলকৃত যিনি হাকীম বা প্রজ্ঞাময়'; তিনি প্রত্যেক বস্তুকে স্ব-স্ব জায়গায় ও উপযুক্ত মর্যাদায় রাখেন। ফলে এটা এমন এক কিতাব যা সকল বিষয়ে পূর্ণ হিকমত সমৃদ্ধ। আল্লাহ তায়ালা বলেন:

﴿ كِتَٰبٌ أُحۡكِمَتۡ ءَايَٰتُهُۥ ثُمَّ فُصِّلَتۡ مِن لَّدُنۡ حَكِيمٍ خَبِيرٍ ﴾

অর্থ: [এই কিতাব যার আয়াতসমূহ সুস্পষ্ট, সুবিন্যস্ত ও পরে বিশদভাবে বিবৃত- প্রজ্ঞাময় মহাজ্ঞানী সত্তার কাছ থেকে।] সূরা হুদ: ১।

তাঁর হিকমতের আলোকেই তিনি মানুষের জন্য তাঁর রিযিকের ভান্ডার খুলে দেন এবং তা সংকুচিতও করেন। তিনি বলেন:

﴿مَّا يَفۡتَحِ ٱللَّهُ لِلنَّاسِ مِن رَّحۡمَةٖ فَلَا مُمۡسِكَ لَهَاۖ وَمَا يُمۡسِكۡ فَلَا مُرۡسِلَ لَهُۥ مِنۢ بَعۡدِهِۦۚ
وَهُوَ ٱلۡعَزِيزُ ٱلۡحَكِيمُ ﴾

অর্থ: [আল্লাহ মানুষের প্রতি কোন অনুগ্রহ অবারিত করলে কেউ তা নিবারণকারী নেই এবং তিনি কিছু নিরুদ্ধ করতে চাইলে পরে কেউ তার উন্মুক্তকারী নেই। আর তিনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।] সূরা ফাতির: ২।

ফেরেশতারাও নিজেদের অপারগতা ও জ্ঞানের স্বল্পতাকে মেনে নিয়ে আল্লাহর পূর্ণ জ্ঞান ও প্রজ্ঞাকে স্বীকার করেছে এবং তাঁর আদেশের প্রতি আত্মসমর্পণ করেছে।

﴿ قَالُواْ سُبۡحَٰنَكَ لَا عِلۡمَ لَنَآ إِلَّا مَا عَلَّمۡتَنَآۖ إِنَّكَ أَنتَ ٱلۡعَلِيمُ ٱلۡحَكِيمُ ﴾

অর্থ: [তারা বলল, আপনি পবিত্র মহান! আপনি আমাদেরকে যা শিক্ষা দিয়েছেন তা ছাড়া আমাদের তো কোন জ্ঞানই নেই। নিশ্চয় আপনিই সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।] সূরা আল-বাকারাহ: ৩২। আরশকে বহণকারী ফেরেশতাগণ ও তার আশপাশে যারা রয়েছে তারা মুমিন বান্দাদের জন্য ক্ষমা ও জান্নাতের দোয়া করেন এবং তারা আল্লাহর নাম 'আল হাকীম' উল্লেখ করে দোয়া সমাপ্ত করেছেন। যেমন তারা দোয়ায় বলেন:

﴿ رَبَّنَا وَأَدۡخِلۡهُمۡ جَنَّٰتِ عَدۡنٍ ٱلَّتِي وَعَدتَّهُمۡ وَمَن صَلَحَ مِنۡ ءَابَآئِهِمۡ وَأَزۡوَٰجِهِمۡ وَذُرِّيَّٰتِهِمۡۚ

﴿ إِنَّكَ أَنتَ ٱلۡعَزِيزُ ٱلۡحَكِيمُ ﴾

অর্থ: [হে আমাদের রব! আর আপনি তাদেরকে প্রবেশ করান স্থায়ী জান্নাতে, যার প্রতিশ্রুতি আপনি তাদেরকে দিয়েছেন এবং তাদের পিতামাতা, পতি-পত্নী ও সন্তান-সন্ততিদের মধ্যে যারা সৎকাজ করেছে তাদেরকেও। নিশ্চয় আপনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।] সূরা গাফির: ৮।

রাসূলগণের কাছে যে ওহী নাযিল হয় তা এক প্রজ্ঞাময়ের পক্ষ হতেই নাযিল হয়। এ মর্মে আল্লাহ বলেন:

﴿ كَذَٰلِكَ يُوحِيٓ إِلَيۡكَ وَإِلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبۡلِكَ ٱللَّهُ ٱلۡعَزِيزُ ٱلۡحَكِيمُ ﴾

অর্থ: [এভাবেই আপনার প্রতি এবং আপনার পূর্ববর্তীদের প্রতি ওহী করেন পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময় আল্লাহ।] সূরা আশ-শুরা: ৩। নবী রাসূলগণ আল্লাহর কাছে তাদের আশা আকাংখা পূরণের জন্য তাঁর 'আল হাকীম' নামের অসিলায় দোয়া করতেন। নবী ইবরাহীম আঃ তার রবের কাছে এই নামের অসিলায় দোয়া করেছিলেন, যেন তিনি আমাদের মাঝে একজন নবী প্রেরণ করেন, যিনি আমাদেরকে কুরআন ও দ্বীন শিক্ষা দিবেন। তিনি বলেছিলেন:

﴿ رَبَّنَا وَٱبۡعَثۡ فِيهِمۡ رَسُولٗا مِّنۡهُمۡ يَتۡلُواْ عَلَيۡهِمۡ ءَايَٰتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ ٱلۡكِتَٰبَ وَٱلۡحِكۡمَةَ وَيُزَكِّيهِمۡۚ إِنَّكَ أَنتَ ٱلۡعَزِيزُ ٱلۡحَكِيمُ ﴾

অর্থ: [হে আমাদের রব! আর আপনি তাদের মধ্য থেকে তাদের কাছে এক রাসূল পাঠান, যিনি আপনার আয়াতসমূহ তাদের কাছে তিলাওয়াত করবেন। তাদেরকে কিতাব ও হিকমত শিক্ষা দিবেন এবং তাদেরকে পরিশুদ্ধ করবেন। আপনি তো পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।] সূরা আল-বাকারাহ: ১২৯। ইবরাহীম আঃ নিজের জন্মস্থান ছেড়ে আল্লাহর উদ্দেশ্যে হিজরত করার সময় বলেছিলেন, 'নিশ্চয় আমার রব প্রজ্ঞাময়'; এ মর্মে আল্লাহ বলেন:

﴿وَقَالَ إِنِّي مُهَاجِرٌ إِلَىٰ رَبِّيٓۖ إِنَّهُۥ هُوَ ٱلۡعَزِيزُ ٱلۡحَكِيمُ ﴾

অর্থ: [আর তিনি বললেন, আমি আমার রবের উদ্দেশ্যে হিজরত করছি। নিশ্চয় তিনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।] সূরা আল-আনকাবূত: ২৬। ইবরাহীম আঃ দীর্ঘজীবি হয়েও কোন সন্তানের বাবা হতে পারেননি, তার স্ত্রী যখন বয়স্কা

ও বন্ধ্যা তখন ফেরেশতা এসে তাকে সুসংবাদ জানালেন যে তার সন্তান হবে, তখন তিনি অবাক হলেন। তখন তাকে ফেরেশতাগণ বললেন, 'নিশ্চয় আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়:

﴿ قَالُوا۟ كَذَٰلِكِ قَالَ رَبُّكِ ۖ إِنَّهُۥ هُوَ ٱلْحَكِيمُ ٱلْعَلِيمُ ﴾

অর্থ: [তারা বলল, আপনার রব এমনটাই বলেছেন; নিশ্চয় তিনি প্রজ্ঞাময়, সর্বজ্ঞ।] সূরা আয-যারিয়াত: ৩০।

ইউসুফ আঃ ও তার ভাইকে হারিয়ে ইয়াকুব আঃ ধৈর্য্য ধারণ করে ও অপেক্ষার প্রহর গুণেও দুশ্চিন্তা দূরীকরণের কাঙ্খিত উপযুক্ত সময় আল্লাহর ইলমে রয়েছে মর্মে সাব্যস্ত করেছেন এবং তিনি বিশ্বাস করলেন যে, চিন্তা দূর করণে সবাব গ্রহণ করা আল্লাহর হিকমতের শামিল; তাই তিনি তাঁর নাম 'আল হাকীম' এর অসিলায় আল্লাহর কাছে দোয়া করলেন এবং আকাংখা ব্যক্ত করলেন। তিনি বললেন:

﴿ فَصَبْرٌ جَمِيلٌ ۖ عَسَى ٱللَّهُ أَن يَأْتِيَنِى بِهِمْ جَمِيعًا ۚ إِنَّهُۥ هُوَ ٱلْعَلِيمُ ٱلْحَكِيمُ ﴾

অর্থ: [কাজেই আমি উত্তম ধৈর্য্যই গ্রহণ করব; হয়ত আল্লাহ তাদেরকে একসঙ্গে আমার কাছে এনে দিবেন। নিশ্চয় তিনি সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।] সূরা ইউসুফ: ৮৩। দীর্ঘ মসিবত, কষ্ট-ক্লেশ সহ্য করার পর ইউসুফ আঃ এর চিন্তা যখন দূরীভূত হল, তখন তিনি আল্লাহর নেয়ামত ও অনুগ্রহের কথা ব্যক্ত করলেন এবং এতে আল্লাহর হিকমতকে সাব্যস্ত করে বললেন:

﴿ وَقَدْ أَحْسَنَ بِىٓ إِذْ أَخْرَجَنِى مِنَ ٱلسِّجْنِ وَجَآءَ بِكُم مِّنَ ٱلْبَدْوِ مِنۢ بَعْدِ أَن نَّزَغَ ٱلشَّيْطَٰنُ بَيْنِى وَبَيْنَ إِخْوَتِىٓ ۚ إِنَّ رَبِّى لَطِيفٌ لِّمَا يَشَآءُ ۚ إِنَّهُۥ هُوَ ٱلْعَلِيمُ ٱلْحَكِيمُ ﴾

অর্থ: [তিনি আমাকে কারাগার থেকে মুক্ত করেন এবং শয়তান আমার ও আমার ভাইদের সম্পর্ক নষ্ট করার পরও আপনাদেরকে মরু অঞ্চল হতে এখানে এনে দিয়ে আমার প্রতি অনুগ্রহ করেছেন। আমার রব যা ইচ্ছে তা নিপুণতার সাথে করেন। তিনি তো সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।] সূরা ইউসুফ: ১০০।

আল্লাহ তায়ালার 'আল হাকীম' নামটি তাঁর সৃষ্টি এবং শরয়ী ও জাগতিক বিষয় সংক্রান্ত ইচ্ছার ক্ষেত্রে তাঁর নির্দেশ- এই উভয়ের মাঝেই তাঁর

হিকমতকে সম্পৃক্ত করে। ইবনুল কাইয়্যিম রহঃ বলেন: ((এখানে পরাক্রমশালিতা বলতে সর্বময় ক্ষমতা এবং হিকমত বলতে সকল বিষয়ে পূর্ণ জ্ঞান উদ্দেশ্য। এ দুটো গুণ দিয়েই আল্লাহ তায়ালা যা ইচ্ছা তা করেন, আদেশ ও নিষেধ করেন, পুরস্কার ও শাস্তি দেন। এ দুটো গুণই সৃজন ও আদেশের উৎস।))

আল্লাহ তায়ালা স্বীয় হিকমত বা প্রজ্ঞা দ্বারাই সকল সৃষ্টিজীবকে উত্তম রীতিতে সৃষ্টি করেছেন এবং এগুলোকে পূর্ণভাবে সুবিন্যস্ত করেছেন। তিনিই পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ করেন এবং তাদেরকে যথাযথ পরিমাপে সৃষ্টি করে প্রত্যেককে উপযুক্ত আকৃতি দিয়েছেন। তিনি বলেছেন:

﴿ أَعۡطَىٰ كُلَّ شَيۡءٍ خَلۡقَهُۥ ثُمَّ هَدَىٰ ﴾

অর্থ: [তিনি প্রত্যেক বস্তুকে তার সৃষ্টির আকৃতি দান করেছেন, তারপর পথনির্দেশ করেছেন।] সূরা ত্ব-হা: ৫০। সৃষ্টিতে কোন ত্রুটি বা অহেতুক কিছু নেই মর্মে আল্লাহ তায়ালা মানুষের প্রতি চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিয়েছেন। তিনি বলেছেন:

﴿ فَٱرۡجِعِ ٱلۡبَصَرَ هَلۡ تَرَىٰ مِن فُطُورٖ * ثُمَّ ٱرۡجِعِ ٱلۡبَصَرَ كَرَّتَيۡنِ يَنقَلِبۡ إِلَيۡكَ ٱلۡبَصَرُ خَاسِئًا وَهُوَ حَسِيرٞ ﴾

অর্থ: [রহমানের সৃষ্টিতে আপনি কোন খুঁত দেখতে পাবেন না; আপনি আবার তাকিয়ে দেখুন, কোন ত্রুটি দেখতে পান কি? তারপর আপনি দ্বিতীয়বার দৃষ্টি ফেরান, সে দৃষ্টি ব্যর্থ ও ক্লান্ত হয়ে আপনার দিকে ফিরে আসবে।] সূরা আল-মুল্ক: ৩-৪।

যদি বিশ্বের সকল সৃষ্টি তাদের জ্ঞান-বুদ্ধি একত্র করে প্রচেষ্টা করে যে, তারা আল্লাহর মত কিছু সৃষ্টি করবে অথবা তিনি জগতের যে সৌন্দর্য্য ও নিপুণ পরিচালনার ব্যবস্থা করেছেন তার কাছাকাছি কিছু তৈরি করবে; তারা তা করতে সক্ষম হবে না। তাই আল্লাহ তায়ালা সৃষ্টিজগতে যে রহস্য রেখেছেন তা নিয়ে চিন্তা গবেষণায় সীমাবদ্ধ থাকতে এবং এগুলোতে যেসব সৌন্দর্য্য ও নিপুণতা রয়েছে তা জানতে নির্দেশ দিয়েছেন। এ মর্মে তিনি বলেছেন:

﴿ قُلِ ٱنظُرُواْ مَاذَا فِي ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلۡأَرۡضِۚ ﴾

অর্থ: [বলুন, আসমানসমূহ ও জমিনে যা কিছু আছে সেগুলোর প্রতি

তোমরা লক্ষ্য কর।] সূরা ইউনুস: ১০১।

আল্লাহ তায়ালা স্বীয় হিকমত বা প্রজ্ঞা দ্বারা নিজের পবিত্র সত্তা, ইসলাম এবং আদেশ ও নিষেধ সম্পর্কে বান্দাদেরকে ধারণা দিয়েছেন। তিনি কিতাব নাযিল করে তাতে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি আমাদেরকে ক্ষমা করতে চান। দ্বীনবিহীন পার্থিব বিষয়াদি ত্রুটিমুক্ত চলতে পারে না। জনৈক সালাফ বলেছেন: ((আল্লাহর আদেশ ও বিধানের ক্ষেত্রে যদি এই মহান হিকমত -যা সকল কল্যাণ ও সুখের মূল- ছাড়া অন্য কিছু না থাকত, তবে এটাই যথেষ্ট হত।))

আল্লাহ তায়ালা তাঁর জাগতিক কার্যাদিতে পূর্ণ হিকমতওয়ালা; তিনি তাঁর বান্দাদের সংশোধন ও তাদের মানোন্নয়ন করতে বালা-মসিবত দিয়ে পরীক্ষা করেন। এমতবস্থায় বান্দার উচিৎ তাকদীরে বিশ্বাস করা ও তা মেনে নেয়া এবং বৈধ উপায়ে তা থেকে উত্তরণের উপকরন গ্রহণ করে সেগুলো প্রতিহতের চেষ্টা করা। এভাবেই সে আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত এক তাকদীরকে অপর তাকদীর দ্বারা প্রতিহত করবে। আর যা প্রতিহত করা তার সাধ্যের বাইরে - যেমন আপনজনের মৃত্যু বা এ জাতীয় কিছু- তাতে সে যদি সন্তুষ্টি প্রকাশ করে এবং তা মেনে নেয়, তবে সে আল্লাহর আদেশ ও বিধানে তাঁর শক্তিমত্তা প্রত্যক্ষ করতে পারবে, তাঁর ফয়সালায় ইনসাফ প্রতিয়মান হবে, তার উপর এটা সংঘটিত হওয়ার হিকমত বুঝতে পাবে। সেই সাথে এই বিশ্বাসও সুদৃঢ় হবে যে, যা কিছু তার বেলায় ঘটেছে তা এড়িয়ে যাওয়ার ছিল না, আর যা এড়িয়ে গেছে তা তার উপর সংঘটিত হবার ছিল না। আর এমনটি আল্লাহর ইনসাফ ও হিকমতের কারণেই হয়ে থাকে।

আল্লাহ তায়ালা তাঁর বান্দাদের কাছে কিছু হিকমত প্রকাশ করেছেন। যেমন তিনি জানিয়েছেন যে, তিনি কুরআন নাযিল করেছেন মুমীন বান্দাদেরকে দ্বীনের উপর অবিচল রাখার জন্য, তাদেরকে হেদায়াত ও সুসংবাদ দেয়ার জন্য। তিনি বলেন:

﴿ قُلۡ نَزَّلَهُۥ رُوحُ ٱلۡقُدُسِ مِن رَّبِّكَ بِٱلۡحَقِّ لِيُثَبِّتَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَهُدٗى وَبُشۡرَىٰ لِلۡمُسۡلِمِينَ ﴾

অর্থ: [বলুন, আপনার রবের কাছ থেকে রুহুল কুদুস (জিবরাঈল) যথাযথভাবে একে নাযিল করেছেন; যারা ঈমান এনেছে তাদেরকে সুদৃঢ় করার

জন্য এবং হিদায়াত ও মুসলিমদের জন্য সুসংবাদস্বরুপ।] সূরা নাহল: ১০২। তিনি রাসূল প্রেরণ করেছেন যেন কেউ এই মর্মে হুজ্জত কায়েম করতে না পারে যে, সে দ্বীন সম্পর্কে অজ্ঞ ছিল। আল্লাহ বলেন:

﴿رُّسُلًا مُّبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى ٱللَّهِ حُجَّةُۢ بَعۡدَ ٱلرُّسُلِۚ﴾

অর্থ: [সুসংবাদদাতা ও সাবধানকারী রাসূল প্রেরণ করেছি, যাতে রাসূলগণ আসার পরও আল্লাহর বিরুদ্ধে মানুষের কোন অভিযোগ না থাকে।] সূরা আন-নিসা: ১৬৫। তিনি মানুষদেরকে বিভিন্ন পরীক্ষা করেছেন; মুমিনদের সততা ও ধৈর্য কেমন তা যাচাই করার জন্য। তিনি বলেন:

﴿ أَحَسِبَ ٱلنَّاسُ أَن يُتۡرَكُوٓاْ أَن يَقُولُوٓاْ ءَامَنَّا وَهُمۡ لَا يُفۡتَنُونَ * وَلَقَدۡ فَتَنَّا ٱلَّذِينَ مِن قَبۡلِهِمۡۖ فَلَيَعۡلَمَنَّ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ صَدَقُواْ وَلَيَعۡلَمَنَّ ٱلۡكَٰذِبِينَ ﴾

অর্থ: [মানুষ কি মনে করেছে যে, 'আমরা ঈমান এনেছি' এ কথা বললেই তাদেরকে পরীক্ষা না করে অব্যাহতি দেয়া হবে? আর অবশ্যই আমি এদের পূর্ববর্তীদেরকেও পরীক্ষা করেছিলাম; অতঃপর আল্লাহ অবশ্যই প্রকাশ করে দিবেন কারা সত্যবাদী এবং তিনি অবশ্যই প্রকাশ করে দিবেন কারা মিথ্যাবাদী।] সূরা আল-আনকাবূত: ২-৩। হিকমতের কারণেই তিনি মানুষদের থেকে গায়েবী বিষয়ের জ্ঞানকে আড়ালে রেখেছেন এবং তা নিজের জন্য খাস করেছেন। তিনি বলেন:

﴿ عَٰلِمُ ٱلۡغَيۡبِ وَٱلشَّهَٰدَةِۚ وَهُوَ ٱلۡحَكِيمُ ٱلۡخَبِيرُ ﴾

অর্থ: [তিনি গায়েব ও উপস্থিত যাবতীয় বিষয়ের জ্ঞানী। আর তিনিই প্রজ্ঞাময়, সম্যক অবহিত।] সূরা আল-আন'আম: ৭৩।

অতঃপর, হে মুসলিমগণ!

সৃষ্টি ও আদেশ একমত্র আল্লাহর জন্যই। তিনি সৃষ্টিজগতে যা ইচ্ছা তা-ই করেন, তাঁর বিধি-বিধানে যা ইচ্ছা তা-ই ফয়সালা দেন। তাঁর প্রতি কোন প্রশ্ন ছোঁড়ার কেউ নেই, কোন সমালোচনাই তাঁর হিকমতকে কলুষিত করতে পারে না। তিনি বলেন:

﴿ لَا يُسۡـَٔلُ عَمَّا يَفۡعَلُ وَهُمۡ يُسۡـَٔلُونَ ﴾

অর্থ: [তিনি যা করেন সে বিষয়ে তিনি জিজ্ঞাসিত হবেন না; বরং তাদেরকেই জিজ্ঞাসা করা হবে।] সূরা আল-আম্বিয়া: ২৩। 'আল হাকীম' নামের ভাবার্থ দ্বারা ইবাদত পালন করতে বান্দা আদিষ্ট। বান্দা যখন সকল কিছুতে আল্লাহর হিকমত রয়েছে মর্মে দৃঢ় বিশ্বাস করে, তখন সে আল্লাহর নিপুণ সৃষ্টি এবং চমৎকার কর্ম উপভোগ করে ও চিন্তা করে, আল্লাহর বিধানকে সম্মান করে, তাঁকে ভয় করে, ভূল ও পাপের জন্য লজ্জিত হয়, তাঁর বিধি-নিষেধে আত্মসমর্পণ করে। সে আনন্দিত হয় এটা ভেবে যে, আল্লাহ তায়ালা নিজ ইচ্ছায় তাকে এই দ্বীনের পথে হেদায়াত করেছেন এবং প্রজ্ঞাময়ের কাছ থেকে এই শরীয়ত এসেছে মানুষকে সূখী ও সৌভাগ্যবান করতে। যদি তার উপর কোন বালা-মসিবত নেমে আসে, তখন সে আল্লাহর ফয়সালা ও তাকদীরকে মেনে নেয় এবং বিশ্বাস করে যে, তার জন্য আল্লাহ তায়ালা যা ফয়সালা করেছেন তাতেই কল্যাণ রয়েছে। আল্লাহ বলেন:

﴿ وَعَسَىٰٓ أَن تَكۡرَهُواْ شَيۡـٔٗا وَهُوَ خَيۡرٞ لَّكُمۡۖ ﴾

অর্থ: [আর তোমরা যা অপছন্দ কর হতে পারে তা তোমাদের জন্য কল্যাণকর।] সূরা আল-বাকারাহ: ২১৬। সে বিশ্বাস করে যে, এর পেছনে এমন হিকমত রয়েছে যা সে জানে না। সে এও বিশ্বাস করে যে, সুখে-দুঃখে সর্বাবস্থায় সে আল্লাহর নেয়ামতে রয়েছে। রাসূল সাঃ বলেন: ((**মুমীনের ব্যাপারটাই আশ্চর্যের! তার সব বিষয়ই তার জন্য মঙ্গলজনক। এটা মুমীন ছাড়া অন্য কারো বৈশিষ্ট্য হতে পারে না। সে সুখ সচ্ছলতায় থাকলে আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করে, ফলে এটা তার জন্য কল্যাণকর। আর দুঃখ কষ্টে জর্জরিত হলে ধৈর্য্য ধারন করে, ফলে এটাও তার জন্য মঙ্গলজনক।**)) (সহীহ মুসলিম)

কাজেই আপনি আপনার জীবনকে সুন্দর করুন তা দিয়ে যা আল্লাহ তায়ালা শরয়ী ও জাগতিক লক্ষ্যে সৃষ্টি ও ইচ্ছা করেছেন এবং আপনার বিষয়গুলো মহা প্রজ্ঞাবানের কাছে সমর্পণ করুন। অচিরেই তিনি আপনার কামনার চেয়েও বেশি কিছু দান করবেন।

أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ

﴿ شَهِدَ ٱللَّهُ أَنَّهُۥ لَآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ وَٱلْمَلَٰٓئِكَةُ وَأُوْلُواْ ٱلْعِلْمِ قَآئِمَۢا بِٱلْقِسْطِۚ لَآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ﴾

অর্থ: [আল্লাহ সাক্ষ্য দেন যে, নিশ্চয় তিনি ছাড়া কোন সত্য ইলাহ নেই। আর ফেরেশতাগণ এবং জ্ঞানীগণও; আল্লাহ ন্যায়নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত। তিনি ছাড়া অন্য কোন সত্য ইলাহ নেই, (তিনি) পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।] সূরা আলে ইমরান: ১৮।

بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم...

দ্বিতীয় খুতবা

الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد ألا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا.

হে মুসলিমগণ:

আল্লাহ তায়ালা তাঁর বান্দাদেরকে তাঁর সৃজন ও আদেশের বিশাল মর্ম জানিয়েছেন, সুক্ষ্ম ও বিস্তারিত বিবরণ ছাড়াই। বান্দাদের কাছে তাঁর সৃষ্টি, আদেশ ও বিধানের হিকমত সম্পর্কিত যে মর্ম গোপণ ও অস্পষ্ট থাকে, তার ক্ষেত্রে সাধারনভাবে এতটুকু জানাই যথেষ্ট যে, এগুলোর সাথে পূর্ণ প্রজ্ঞা ও হিকমত বিদ্যমান রয়েছে, যদিও তারা এর বিবরণ না জানে এবং অবশ্যই তা ইলমে গায়েবের অন্তর্ভুক্ত যা কেবলমাত্র আল্লাহই জানেন।

অতঃপর জেনে রাখুন যে, নিশ্চয় আল্লাহ আপনাদেরকে তাঁর নবী মুহাম্মাদ এর উপর দরুদ ও সালাম পড়তে নির্দেশ দিয়েছেন...

সমাপ্ত

রবের ক্রোধ[১]

إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد ألا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا.

অতঃপর:

আল্লাহর বান্দাগণ! আপনারা যথাযথভাবে আল্লাহর তাকওয়া অবলম্বন করুন; কেননা যে ব্যক্তি তার রবের তাকওয়া অবলম্বন করে, সে-ই নাজাত পায়। আর যে তাঁর স্মরণ থেকে বিমুখ হয় সে-ই লাঞ্ছিত হয়।

হে মুসলিমগণ:

আল্লাহ তায়ালা তাঁর কিতাবে এবং তাঁর রাসূল সাঃ-এর যবানের মাধ্যমে যা কিছু নিয়ে এসেছেন তা তাঁর সৃষ্টির নিকট পরিচিত করেছেন। নাম ও গুণাবলীর মাঝে সর্বোচ্চ গুণাগুণ তাঁরই। তাঁর গুণাবলী নিয়ে চিন্তা করা এবং এগুলোর মাধ্যমে তাঁর ইবাদত করা: বস্তুত তাঁর মহব্বত ও জান্নাত লাভের একটি পথ এবং এর ফলাফল যেমন ভয় ও আশা, ভালবাসা, ভরসা ইত্যাদির আলোকে তাঁর সাথে আচরণ করার একটি মাধ্যম।

এই উম্মতের সালাফগণের আক্বীদ হল: আল্লাহর যেসব নাম ও গুণাবলীর কথা কুরআন ও সুন্নাহতে উল্লেখ হয়েছে তা সাব্যস্ত করা। আল্লাহর যেসব গুণাবলী তাঁর ভয় ও শঙ্কাকে আবশ্যক করে তার মধ্যে অন্যতম হল: তাঁর ক্রোধান্বিত হওয়ার গুণ; কাজেই আল্লাহ ক্রোধান্বিত হন এবং সন্তুষ্টও হন। তবে জগতের কারো মত নয়। তাঁর প্রত্যেক গুণের প্রভাব তাঁর সৃষ্টির মাঝে বিদ্যমান রয়েছে। আর আল্লাহর ক্রোধান্তিত হওয়ার অন্যতম প্রভাব হল: আমভাবে দুনিয়াবাসীকে শাস্তি ও বালা-মসিবতে জর্জরিত করা। আল্লাহ তায়ালা বলেন:

(১) ৯ ই যিলক্বদ, ১৪৪০ হিজরী, জুমার দিনে মসজিদে নববীতে এ খুতবাটি প্রদান করা হয়।

﴿ وَمَن يَحۡلِلۡ عَلَيۡهِ غَضَبِي فَقَدۡ هَوَىٰ ﴾

অর্থ: [আর যার উপর আমার ক্রোধ আপতিত হবে সে তো ধ্বংস হয়ে যায়।] সূরা ত্ব-হা: ৮১। সুফিয়ান বিন উয়াইনা রহঃ বলেন: ((আল্লাহ তায়ালার ক্রোধ এমন একটি ব্যাধি, যার কোন ঔষধ নেই।))

আল্লাহর অসন্তুষ্টি বান্দার আমল বিনষ্ট হওয়ার কারণ হয়। আল্লাহ বলেন:

﴿ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمُ ٱتَّبَعُواْ مَآ أَسۡخَطَ ٱللَّهَ وَكَرِهُواْ رِضۡوَٰنَهُۥ فَأَحۡبَطَ أَعۡمَٰلَهُمۡ ﴾

অর্থ: [এটা এজন্য যে, তারা এমন সব বিষয় অনুসরণ করেছে যা আল্লাহর অসন্তোষ সৃষ্টি করেছে এবং তারা তাঁর সন্তুষ্টিকে অপছন্দ করেছে। সুতরাং তিনি তাদের আমলসমূহ নিষ্ফল করে দিয়েছেন।] সূরা মুহাম্মাদ: ২৮। আল্লাহ যখন কোন সম্প্রদায়ের উপর রাগান্বিত হন তখন তাদের থেকে প্রতিশোধ গ্রহণ করেন; তিনি বলেন:

﴿ فَلَمَّآ ءَاسَفُونَا ٱنتَقَمۡنَا مِنۡهُمۡ ﴾

অর্থ: [অতঃপর যখন তারা আমাকে ক্রোধান্বিত করল তখন আমি তাদের থেকে প্রতিশোধ নিলাম।] সূরা আয-যুখরুফ: ৫৫। ইবনুল কাইয়্যিম রহঃ বলেন: ((শাস্তি তো উৎপত্তি হয় তাঁর রাগান্বিত হওয়ার গুণ হতে। আর জাহান্নামকে উত্তপ্ত করা হয় তাঁর ক্রোধের কারণেই।))

ক্রোধ দ্বারাই আল্লাহ তায়ালা অনেক জাতিকে শাস্তি দিয়েছেন এবং আমাদেরকে তাদের বিষয়ে খবরও দিয়েছেন যেন তারা যেসব অবাধ্যতায় লিপ্ত হয়েছিল তা থেকে আমরা সতর্ক থাকি। এ মর্মে আল্লাহ বলেন:

﴿ضُرِبَتۡ عَلَيۡهِمُ ٱلذِّلَّةُ أَيۡنَ مَا ثُقِفُوٓاْ إِلَّا بِحَبۡلٖ مِّنَ ٱللَّهِ وَحَبۡلٖ مِّنَ ٱلنَّاسِ
وَبَآءُو بِغَضَبٖ مِّنَ ٱللَّهِ ﴾

অর্থ: [আল্লাহর প্রতিশ্রুতি ও মানুষের প্রতিশ্রুতির বাইরে যেখানেই তাদেরকে পাওয়া গেছে সেখানেই তারা লাঞ্ছিত হয়েছে এবং তারা আল্লাহর ক্রোধের পাত্র হয়েছে।] সূরা আলে-ইমরান: ১১২। আল্লাহর নিদর্শনাবলী আসার পরও একদল লোক সেগুলোকে অস্বীকার করেছিল, ফলে তারা আল্লাহর রোষানলে পতিত হয়। আরেক সম্প্রদায়ের উপর আল্লাহ তায়ালা

অসন্তুষ্ট হয়ে তাদের চেহারা বিকৃত করে দিয়েছিলেন। রাসূল সাঃ বলেন: ((**মহান আল্লাহ বনী ইসরাঈলের একটি সম্প্রদায়ের উপর ক্রোধান্বিত হয়ে তাদের আকৃতি বিকৃত করে স্থলচর প্রাণীতে রূপান্তরিত করে দেন।**)) (সহীহ মুসলিম)

প্রত্যেক নবীই আল্লাহর ক্রোধের বিষয়ে স্বজাতিকে সতর্ক করেছেন। মুসা আঃ জাতিকে বলেছেন:

﴿أَمۡ أَرَدتُّمۡ أَن يَحِلَّ عَلَيۡكُمۡ غَضَبٞ مِّن رَّبِّكُمۡ﴾

অর্থ: [নাকি তোমরা চেয়েছ তোমাদের উপর আপতিত হোক তোমাদের রবের ক্রোধ?] সূরা ত্ব-হা: ৮৬।

বিশুদ্ধ ফিতরাতের অধিকারীগণও নিজেদের উপর আল্লাহর ক্রোধের ভয় করতেন। নবুওয়তের আগে যায়েদ বিন আমর বিন নুফাইল দ্বীন সম্পর্কে জিজ্ঞেস করতে বের হলেন। তিনি এক ইহুদী আলেমের সাক্ষাত পেয়ে তাকে তাদের দ্বীন সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন: ((তুমি আমাদের দ্বীন গ্রহণ করবে না, করলে যতখানি গ্রহণ করবে সে পরিমাণ আল্লাহর গযব তোমার উপর পতিত হবে। তখন যায়েদ বললেন: আমি তো আল্লাহর গযব থেকে পালিয়ে আসছি। আমি আল্লাহর সামান্য পরিমাণ গযবও বহন করতে পারবো না। আর তা বহন করার শক্তিই বা কোথায় আছে আমার?)) (সহীহ বুখারী।)

মুসলিম ব্যক্তি আল্লাহর রহমত ও সন্তুষ্টি লাভের আশায় আল্লাহর দিকে এগিয়ে আসে এবং তাঁর ক্রোধ ও গযবকে ভয় পায়। আল্লাহর সাথে অংশীদার স্থাপন করাই সবচেয়ে গুরুতর বিষয় যা তাঁর ক্রোধ ও শাস্তিকে অবধারিত করে। মহান আল্লাহ বলেন:

﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ ٱلۡعِجۡلَ سَيَنَالُهُمۡ غَضَبٞ مِّن رَّبِّهِمۡ وَذِلَّةٞ فِي ٱلۡحَيَوٰةِ ٱلدُّنۡيَاۚ﴾

অর্থ: [নিশ্চয় যারা গো-বাছুরকে উপাস্যরূপে গ্রহণ করেছে, দুনিয়ার জীবনে তাদের উপর তাদের রবের ক্রোধ ও লাঞ্ছনা আপতিত হবেই।] সূরা আল-আ'রাফ: ১৫২। কবরের পাশে ও কবরমুখী হয়ে সালাত আদায় করাও শিরকের একটি মাধ্যম। রাসূল সাঃ বলেছেন: ((**যে সম্প্রদায় তাদের নবীগণের কবরকে মসজিদ বা সেজদার জায়গা বানিয়ে নিয়েছে তাদের উপর**

আল্লাহর ক্রোধ প্রবল হয়েছে।)) (মুয়াত্তা ইমাম মালেক।) যে ব্যক্তি আল্লাহর কোন সিফাতের দাবি করে বিবাদ করবে, তাকে তার ইচ্ছের বিপরীত কিছু দিয়ে শাস্তি দেয়া হবে। রাসূল সাঃ বলেছেন: ((**সেই ব্যক্তির উপর আল্লাহর ক্রোধ ভয়াবহ হয় যে তার নাম রেখেছে 'মালিকুল আমলাক' তথা রাজাধিরাজ সম্রাট।**)) (মুসনাদে আহমাদ)

আল্লাহ তায়ালা দানশীল, তাই তিনি পছন্দ করেন বান্দারা চাইবে তাঁর কাছে। তিনি ঐ ব্যক্তির উপর রাগান্বিত হন যে তাঁর কাছে চাইতে অহংকার করে। নবী সাঃ বলেছেন: ((**যে ব্যক্তি আল্লাহর কাছে চায় না তার উপর তিনি ক্রোধান্বিত হন।**)) (সুনানে তিরমিযি।)

কুফুরীকে আল্লাহ পছন্দ করেন না ও তাতে সম্মতি দেন না। তাই কেউ কুফুরী করলে তার উপর তিনি ক্ষুব্ধ হন। আল্লাহ বলেন:

﴿مَّن شَرَحَ بِٱلۡكُفۡرِ صَدۡرٗا فَعَلَيۡهِمۡ غَضَبٞ مِّنَ ٱللَّهِ وَلَهُمۡ عَذَابٌ عَظِيمٞ﴾

অর্থ: [যারা কুফুরীর জন্য হৃদয় উন্মুক্ত রাখে তাদের উপর আপতিত হবে আল্লাহর ক্রোধ এবং তাদের জন্য রয়েছে মহাশাস্তি।] সূরা আন-নাহ্‌ল: ১০৬।

বাহ্যিক ও গোপণ বিষয় ত্রুটিমুক্ত হওয়ার উপর সমাজের কল্যাণ রয়েছে। যে ব্যক্তি মন্দ কিছু গোপণ রেখে তার উল্টো প্রকাশ করে, সে যেন আল্লাহর প্রতি মন্দ ধারণা পোষণ করল এবং এতে সে তাঁর ক্ষোভের মুখে পড়বে; আল্লাহ তায়ালা বলেন:

﴿وَيُعَذِّبَ ٱلۡمُنَٰفِقِينَ وَٱلۡمُنَٰفِقَٰتِ وَٱلۡمُشۡرِكِينَ وَٱلۡمُشۡرِكَٰتِ ٱلظَّآنِّينَ بِٱللَّهِ ظَنَّ ٱلسَّوۡءِۚ
عَلَيۡهِمۡ دَآئِرَةُ ٱلسَّوۡءِۖ وَغَضِبَ ٱللَّهُ عَلَيۡهِمۡ وَلَعَنَهُمۡ وَأَعَدَّ لَهُمۡ جَهَنَّمَۖ وَسَآءَتۡ مَصِيرٗا﴾

অর্থ: [আর যাতে তিনি মুনাফিক পুরুষ ও মুনাফিক নারী, মুশরিক পুরুষ ও মুশরিক নারী যারা আল্লাহ সম্বন্ধে মন্দ ধারণা পোষণ করে তাদেরকে শাস্তি দেন। অমঙ্গল চক্র তাদের উপরই আপতিত হয়। আর আল্লাহ তাদের উপর ক্রোধান্বিত হয়েছেন এবং তাদেরকে লা'নত করেছেন; আর তাদের জন্য জাহান্নাম প্রস্তুত রেছেছেন। আর সেটা কত নিকৃষ্ট প্রত্যাবর্তনস্থল!] সূরা আল-ফাত্‌হ: ৬।

সৃষ্টিকুলের সেরা হচ্ছেন রাসূলগণ। যারা তাদেরকে কষ্ট দেয় তারা আল্লাহর

প্রবল ক্রোধের যোগ্য হয়; রাসূল সাঃ বলেছেন: ((**যে সম্প্রদায় তাদের নবীর চেহারাকে রক্তাক্ত করেছে, তাদের উপর আল্লাহর গযব ভয়াবহ।**)) (বুখারী ও মুসলিম)

যে লোক আল্লাহর অলি ও সৎকর্মশীল বান্দাদেরকে অসন্তুষ্ট করে, আল্লাহ তায়ালা তার উপর রাগান্বিত হন। রাসূল সাঃ বলেছেন: ((**যদি তুমি তাদেরকে** অর্থাৎ কতিপয় সাহাবীকে **অসন্তুষ্ট করে থাক, তবে যেন তুমি তোমার রবকেই অসন্তুষ্ট করলে।**)) (সহীহ মুসলিম)

মসিবতকালে হায়-হুতাশ করলে তাকদীর পরিবর্তন হয় না। মানুষকে তার কর্ম অনুযায়ী প্রতিফল দেয়া হয়। রাসূল সাঃ বলেন: ((**যে লোক তাতে অসন্তুষ্ট থাকে** অর্থাৎ তাকদীরের উপর **তার জন্য অসন্তুষ্টি বিদ্যমান।**)) (সুনানে তিরমিযি।)

কথা বা কাজের মাধ্যমে আল্লাহর পথে বাধা প্রদান আল্লাহর শাস্তিকে আবশ্যক করে দেয়। মহান আল্লাহ বলেন:

﴿ وَٱلَّذِينَ يُحَآجُّونَ فِي ٱللَّهِ مِنۢ بَعۡدِ مَا ٱسۡتُجِيبَ لَهُۥ حُجَّتُهُمۡ دَاحِضَةٌ عِندَ رَبِّهِمۡ وَعَلَيۡهِمۡ غَضَبٞ وَلَهُمۡ عَذَابٞ شَدِيدٞ ﴾

অর্থ: [আর আল্লাহর আহ্বানে সাড়া আসার পর যারা আল্লাহ সম্পর্কে বিতর্ক করে, তাদের যুক্তি-তর্ক তাদের রবের দৃষ্টিতে অসাড় এবং তাদের উপর রয়েছে তাঁর ক্রোধ। আর তাদের জন্য রয়েছে কঠিন শাস্তি।] সূরা আশ-শুরা: ১৬। ইবনে আব্বাস রাঃ বলেন: ((মুমিনগণ আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি সাড়া দেয়ার পর এরা (কাফেররা) তাদের সাথে বিতর্কে লিপ্ত হয়েছে; তাদেরকে হেদায়াতের পথ থেকে বাধা দেয়ার জন্য এবং তারা আকাঙ্খা করছিল যেন জাহিলিয়্যাত আবার ফিরে আসে।))

যে ব্যক্তি তার ইল্‌ম অনুপাতে আমল করে না, সে তাদের দলভুক্ত যাদের উপর আল্লাহর গযব আপতিত হয়েছে, যাদের অনুসরণ থেকে দূরে রাখার জন্য সালাতের প্রত্যেক রাকাতে মুসলিমদেরকে আল্লাহর কাছে দোয়া করতে আদেশ করা হয়েছে।

পিতামাতার বিশাল সম্মানের কারণে আল্লাহ তায়ালা তাদের অধিকারকেও

অনেক বড় করেছেন এবং তাদের সন্তুষ্টিকে তাঁর সন্তুষ্টি ও অসন্তুষ্টিকে তাঁর অসন্তুষ্টির কারণও বানিয়েছেন। আব্দুল্লাহ বিন উমর রাঃ বলেছেন: ((রবের সন্তুষ্টি রয়েছে পিতার সন্তুষ্টিতে এবং রবের অসন্তুষ্টি রয়েছে পিতার অসন্তুষ্টিতে।)) (সুনানে তিরমিযি)

মুসলমানের রক্ত সুরক্ষিত। কাজেই যে ব্যক্তি কোন মুসলিমকে হত্যা করবে, সে আল্লাহর গযব ও লা'নতে আপতিত হবে। আল্লাহ তায়ালা বলেন:

﴿ وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَآؤُهُۥ جَهَنَّمُ خَٰلِدًا فِيهَا وَغَضِبَ ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُۥ وَأَعَدَّ لَهُۥ عَذَابًا عَظِيمًا ﴾

অর্থ: [আর কেউ ইচ্ছাকৃতভাবে কোন মুমিনকে হত্যা করলে তার শাস্তি জাহান্নাম; সেখানে সে স্থায়ী হবে এবং আল্লাহ তার প্রতি ক্রোধান্বিত হবেন, তাকে লা'নত করবেন এবং তার জন্য মহাশাস্তি প্রস্তুত রাখবেন।] সূরা আন-নিসা: ৯৩।

মুসলমানদের সহায়-সম্পদও সুরক্ষিত। কাজেই যে ব্যক্তি মুসলিমের সম্পদে আক্রমণ করে সে কঠিন শাস্তির সম্মুখীন হবে। রাসূল সাঃ বলেছেন: ((**যদি কোন ব্যক্তি কোন মুসলিমের অর্থ সম্পদ আত্মসাৎ করার উদ্দেশ্যে ঠান্ডামাথায়** অর্থাৎ ইচ্ছাকৃতভাবে **মিথ্যা শপথ করে, তাহলে সে আল্লাহর নিকটে এমন অবস্থায় হাজির হবে যে, তিনি তার উপর রাগান্বিত থাকবেন।**)) (বুখারী ও মুসলিম)

কোন নারী যদি তার স্বামীর বিরুদ্ধে মিথ্যার আশ্রয় নিয়ে নিজের উপর লা'নত (লে'আন)[১] করে, তাহলে সে আল্লাহর ক্রোধের পাত্র হয়ে থাকবে। মহান আল্লাহ বলেন:

﴿ وَٱلْخَٰمِسَةَ أَنَّ غَضَبَ ٱللَّهِ عَلَيْهَآ إِن كَانَ مِنَ ٱلصَّٰدِقِينَ ﴾

অর্থ: [এবং পঞ্চমবারে বলবে যে, তার স্বামী সত্যবাদী হলে তার নিজের

(১) স্বামী যদি স্ত্রীকে ব্যভিচারের অপবাদ দেয়, কিন্তু স্ত্রী তা অস্বীকার করে; অথচ স্বামীর নিকট তার দাবীর পক্ষে কোন স্বাক্ষী না থাকে, তাহলে স্বামী-স্ত্রী উভয়ে বিচারকের কাছে গিয়ে প্রত্যেকে আল্লাহর নামে কসম করে নিজেকে সত্যবাদী দাবী করবে এবং মিথ্যাবাদী হলে তার উপর আল্লাহর লা'নত বা অভিশাপকে স্বীকার করে নিবে- শরীয়তের পরিভাষায় এটাকে লে'আন বলা হয়।

উপর নেমে আসবে আল্লাহর গযব।] সূরা আন-নূর: ৯।

যে ব্যক্তি যুলুম বা অন্যায়ে সহযোগিতা করে, আল্লাহ তার উপর অসন্তুষ্ট হন। রাসূল সাঃ বলেছেন: ((**যে ব্যক্তি কোন মামলায় অন্যায়ভাবে কাউকে সাহায্য করবে** অথবা **যুলুম করতে সহযোগিতা করবে, সে আল্লাহর ক্রোধে আপতিত হবে যতক্ষণ না তা থেকে বিরত হয়।**)) সুনানে ইবনে মাজাহ।

মুখের ভাষাও বান্দার জন্য একটি দাঁড়ি-পাল্লার ন্যায়। মুখের একটি মাত্র কথা কখনও ব্যক্তির সফলতা অথবা ধ্বংসের কারণ হতে পারে। রাসূল সাঃ বলেছেন: ((**তোমাদের কেউ আল্লাহর অসন্তুষ্টিমূলক কথা বলে, সে ধারণা করতে পারে না এর পরিণতি কোন পর্যন্ত পৌঁছতে পারে। অথচ এ কারণে তার জন্য আল্লাহ কেয়ামত পর্যন্ত তাঁর অসন্তুষ্টি লিখে রাখেন।**)) (সুনানে তিরমিযি।)

শত্রুর মোকাবেলায় যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পলায়ন আল্লাহর ক্রোধকে আবশ্যক করে; এ মর্মে মহান আল্লাহ বলেন:

﴿ وَمَن يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُۥٓ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِّقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَىٰ فِئَةٍ
فَقَدْ بَآءَ بِغَضَبٍ مِّنَ ٱللَّهِ وَمَأْوَىٰهُ جَهَنَّمُ ۖ وَبِئْسَ ٱلْمَصِيرُ ﴾

অর্থ: [আর সেদিন যুদ্ধ কৌশল অবলম্বন কিংবা দলে যোগ দেয়া ছাড়া কেউ পৃষ্ঠ প্রদর্শন করলে সে তো আল্লাহর ক্রোধ নিয়েই ফিরল এবং তার আশ্রয়স্থল হবে জাহান্নাম। আর তা কতই না নিকৃষ্ট ফিরে যাওয়ার স্থান।] সূরা আল-আনফাল: ১৬।

নেয়ামতের হক হল তার শুকরিয়া আদায় করা। আর এ বিষয়ে ধৃষ্টতা দেখানো ও নেয়ামতদাতাকে ভুলে যাওয়ার শাস্তি দুনিয়াতেই অবশ্যম্ভাবী; মহান আল্লাহ বলেন:

﴿ كُلُوا۟ مِن طَيِّبَٰتِ مَا رَزَقْنَٰكُمْ وَلَا تَطْغَوْا۟ فِيهِ فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبِى ۖ ﴾

অর্থ: [তোমাদেরকে আমি যা রিযিক দান করেছি তা থেকে তোমরা পবিত্র বস্তুসমূহ খাও এবং এ বিষয়ে সীমালঙ্ঘন করো না, করলে তোমাদের উপর আমার ক্রোধ আপতিত হবে।] সূরা ত্ব-হা: ৮১। যে ব্যক্তি এমন কিছু করে যাতে আল্লাহর ক্রোধ আবশ্যক হয় তখন তাঁর ক্রোধ অবধারিত হয়ে যায় এবং

তাঁর বন্ধুত্ব থেকে সে বঞ্চিত হয়; আল্লাহ তায়ালা বলেন:

﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَتَوَلَّوۡاْ قَوۡمًا غَضِبَ ٱللَّهُ عَلَيۡهِمۡ ﴾

অর্থ: [হে মুমিনগণ! আল্লাহ যে সম্প্রদায়ের উপর ক্রোধান্বিত তোমরা তাদের সাথে বন্ধুত্ব করো না।] সূরা আল-মুমতাহিনা: ১৩।

মৃত্যু পরবর্তী জীবনের জন্য বান্দাদের আমল করা ও প্রস্তুতি নেয়া উচিত; কেননা হাশরের ময়দানে আল্লাহ প্রবল রাগান্বিত থাকবেন; এ জন্যই -আদম, নূহ, ইবরাহীম, মুসা ও ঈসা প্রমূখ নবীগণ আঃ সেদিনের ভয়াল মুহূর্তে বলবেন: ((**নিশ্চয় আমার রব আজকে এতই রাগান্বিত হয়েছেন যে, ইতিপূর্বে এত রাগান্বিত হননি এবং এর পরেও এত রাগান্বিত হবেন না।**)) (বুখারী ও মুসলিম)

পরিশেষে, হে মুসলিমগণ!

আল্লাহ তায়ালা সর্বশক্তিমান, সুদৃঢ়। তিনি নিজেই নিজের ক্রোধ থেকে বান্দাদেরকে সতর্ক করেছেন; এ মর্মে তিনি বলেছেন:

﴿ وَيُحَذِّرُكُمُ ٱللَّهُ نَفۡسَهُۥۗ ﴾

অর্থ: [আল্লাহ তাঁর নিজের সম্বন্ধে তোমাদেরকে সাবধান করছেন।] সূরা আলে ইমরান: ২৮। বান্দাদের উচিত তাদের উপর আল্লাহর সহনশীলতার কারণে তারা যেন প্রবঞ্চিত না হয়; কেননা মহান আল্লাহ যদি ক্রোধান্বিত হন ও শাস্তির ঘোষণা দিয়ে দেন, তখন তাঁর ফয়সালা প্রতিহত করার কেউ নেই। বান্দারা যখন নানাবিধ পাপকর্মে লিপ্ত থাকার পরও আল্লাহ তাদের উপর প্রচুর নেয়ামত অবারিত রাখেন, তখন বুঝতে হবে সেটা আল্লাহর পক্ষ থেকে তাদেরকে ধীরে ধীরে পাঁকড়াও করার জন্য; আল্লাহ বলেন:

﴿ وَأُمۡلِي لَهُمۡۚ إِنَّ كَيۡدِي مَتِينٌ ﴾

অর্থ: [আর আমি তাদেরকে সময় দিয়ে থাকি; নিশ্চয় আমার কৌশল অত্যন্ত বলিষ্ঠ।] সূরা আল-ক্বালাম: ৪৫। আর যদি বান্দারা তাদের রবের দিকে ফিরে আসে, তবে তিনি তাদের জন্য তওবা ও সৎকাজের পথ উন্মুক্ত করে দেন এবং তাদের উপর সন্তুষ্ট হন।

أَعُوذُ بِٱللَّهِ مِنَ ٱلشَّيۡطَٰنِ ٱلرَّجِيمِ

﴿أَفَمَنِ ٱتَّبَعَ رِضۡوَٰنَ ٱللَّهِ كَمَنۢ بَآءَ بِسَخَطٖ مِّنَ ٱللَّهِ وَمَأۡوَىٰهُ جَهَنَّمُۖ وَبِئۡسَ ٱلۡمَصِيرُ﴾

অর্থ: [আল্লাহ যেটাতে সন্তুষ্ট, যে তারই অনুসরণ করে, সে কি ওর মত যে আল্লাহর ক্রোধের পাত্র হয়েছে এবং জাহান্নামই যার আবাস? আর সেটা কত নিকৃষ্ট প্রত্যাবর্তনস্থল!] সূরা আলে ইমরান: **১৬২**।

بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم...

দ্বিতীয় খুতবা

الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد ألا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا.

হে মুসলিমগণ!

সৎকাজ পরম করুণাময়ের সন্তুষ্টি নিয়ে আসে এবং এর মাধ্যমেই বান্দা তাঁর রহমত লাভ করতে পারে। মহান আল্লাহ বলেন:

﴿وَرَحۡمَتِي وَسِعَتۡ كُلَّ شَيۡءٖۚ فَسَأَكۡتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤۡتُونَ ٱلزَّكَوٰةَ وَٱلَّذِينَ هُم بِـَٔايَٰتِنَا يُؤۡمِنُونَ﴾

অর্থ: [আর আমার রহমত প্রত্যেক বস্তুকে ঘিরে রয়েছে। কাজেই তা আমি লিখে দিব তাদের জন্য যারা তাকওয়া অবলম্বন করে, যাকাত দেয় ও আমার আয়াতসমূহে ঈমান আনে।] সূরা আল-আ'রাফ: ১৫৬। আল্লাহর বিশাল রহমতের অন্যতম নমুনা হল যে, তাঁর রহমত তাঁর ক্রোধ থেকে এগিয়ে আছে; রাসূল সাঃ বলেছেন: ((**আল্লাহ তায়ালা মাখলুককে সৃষ্টি করার আগে একটি বিষয় লিখে রেখেছেন। তা হল: 'আমার ক্রোধকে আমার রহমত ছাড়িয়ে গেছে।' এটা তাঁর নিকটে আরশের উপর লেখা রয়েছে।**)) (সহীহ বুখারী।)

আল্লাহর ক্রোধ থেকে আশ্রয় প্রার্থনা মানুষকে আল্লাহ চাহে তাতে আপতিত হওয়া থেকে রক্ষা করে। রাসূল সাঃ-এর একটি দোয়া হল: ((اللهُمَّ أَعُوذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ/ **হে আল্লাহ! আমি আপনার ক্রোধ থেকে আপনার সন্তুষ্টির আশ্রয় প্রার্থনা করছি।**)) (সহীহ মুসলিম) আর একজন বিচক্ষণ মুসলিম নিশ্চিতভাবে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের চেষ্টা করে এবং তাঁর ক্রোধ থেকে আত্মরক্ষা করে থাকে।

অতঃপর জেনে রাখুন যে, আল্লাহ তায়ালা আপনাদেরকে তাঁর নবীর উপর সালাত ও সালাম পাঠ করতে নির্দেশ দিয়েছেন।...

সমাপ্ত

সূচীপত্র

ভূমিকা ৫
তাওহীদের গুরুত্ব।.....৬
তাওহীদকে আঁকড়ে ধরা.....১৪
তাওহীদের সুফল।.....২৭
কালেমা তাওহীদের ফযিলত।.....৩৮
আল্লাহর নিকট প্রিয় আমল.....৫৪
আল্লাহর মহত্ত্ব.....৬৪
আল্লাহর মর্যাদা ৭৬
বান্দা কর্তৃক তার রবকে চেনা.....৯০
মুসলিম ব্যক্তির আক্বীদা ১০২
আল্লাহর প্রতি সুধারণা।.....১১১
তাওহীদ বিনষ্টকারী বিষয়সমূহ.....১২৬
আল্লাহর সুন্দর নামসমূহ.....১৪০
আল্লাহর নাম ‘আল হাকীম’: প্রজ্ঞাময় ১৫৬
রবের ক্রোধ.....১৬৭
সূচীপত্র.....১৭৭

‘তালিবুল ইল্‌ম’ প্রকাশনা ও বিতরণ সংস্থা

০৫০৬০৯০৪৪৮

লেখকের প্রকাশিত বইসমূহ

মসজিদে নববীর খুতবার সিরিজ

আরকানুল ঈমান

আরকানুল ইসলাম

শিষ্টাচার

নবী সাঃ ও তার সাহাবীগণ রাঃ